আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৩

BanglaBook.org

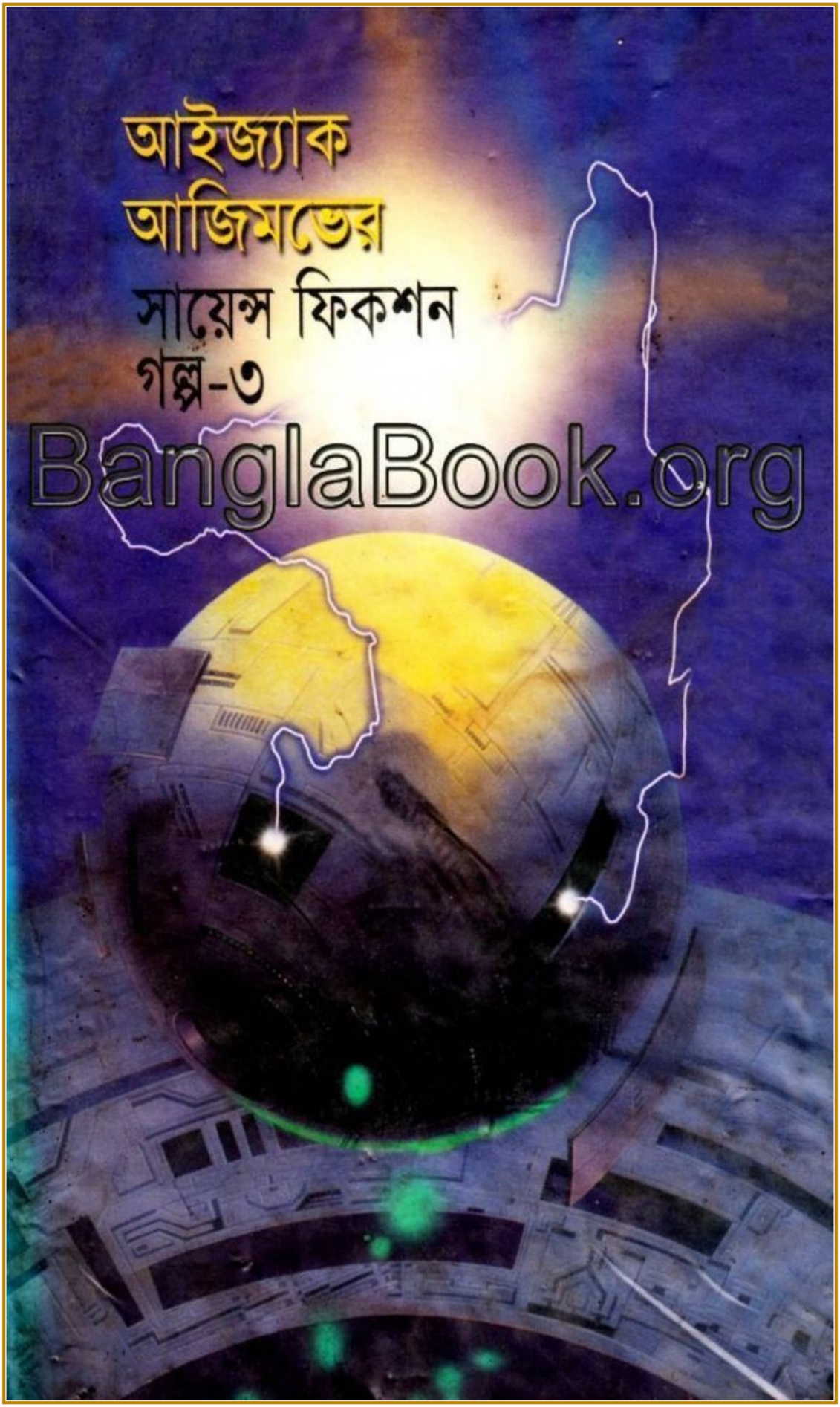

www.BanglaBook.org

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্প-৩

মূল
আইজ্যাক আজিমভ

সঙ্কলন সম্পাদনা
হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ঐতিহ্য

www.BanglaBook.org

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশ কাল
মাঘ ১৪০৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

প্রচ্ছদ
বিদেশী আলোকচিত্র অবলম্বনে
হাসান খুরশীদ রুমী

বর্ণবিন্যাস
বর্ণনা কম্পিউটার

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

ISAAC ASIMOV-ER SCIENCE FICTION GALPA-3 by Isaac Asimov edited by Hasan Khurshid Rumi. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem. Oitijjhya. Date of Publication February 2003.

Website : www.oitijjhya.com

Price : 150.00 US $ 6.00

ISBN 984-776-203-1

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

আইজ্যাক আজিমভের সায়েন্স ফিকশন গল্পের প্রতি যে পাঠকদের বিশেষ অনুরাগ রয়েছে তা আমরা বুঝতে পেরেছি প্রথম দু'টি গল্প সংকলন বের করেই। পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার প্রতি সম্মান জানিয়ে এবার এই সিরিজের তিন নম্বর বইটি প্রকাশ করা হল। এই বইতেও পাঠক নানাস্বাদের গল্প পাবেন। তেমন—'রেইন', 'রেইন গো অ্যাওয়ে' গল্পটির শেষ লাইন পড়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন আপনি 'একি হল!' ভেবে। 'দ্য ওয়াটারি প্লেস' গল্পটি পড়ে আপনি রোমাঞ্চিত হবেন। এই বইতে এরকম আরো অনেক গল্প আছে যা পড়ে আপনি বিমহিত রোমাঞ্চিত এবং শিহরিত হবেন।

পাঠক তাহলে চলুন বইটি পড়তে বসে আজিমভের গল্পের ভিন্ন ভিন্ন জগতে প্রবেশ করি।

০৭-০১-২০০৩ইং
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

হাসান খুরশীদ রুমী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

সূচিপত্র

রিং অ্যারাউন্ড দ্য সান-৯
নাথিং ফর নাথিং-২৭
রেইন, রেইন গো অ্যাওয়ে-৪১
ইনসার্ট নব এ ইন হোল বি-৪৯
গিমিকস থ্রি-৫১
ইট ইজ কামিং-৫৭
ডাজ এ বী কেয়ার ?-৭৮
লেফট টু রাইট-৮২
বার্থ অব এ নোশন-৮৫
দ্য ওয়াটারি প্লেস-৯০
অ্যাভিডেন্স-৯৫
টাইম পুসি-১২৫
ফ্রাসট্রেশন-১২৯
সিলি অ্যাসেস-১৩৩
দ্য ম্যাসেজ-১৩৫
রোবি-১৩৭
হেল-ফায়ার-১৬০
হাউ ইট হ্যাপেন্ড-১৬২
দ্য লাস্ট অ্যানসার-১৬৪
এভারেস্ট-১৭০
ইন দ্য ক্যানিয়ন-১৭৪
স্টার লাইট-১৭৭
ইয়োথ-১৮৩
মাস্কিস ফিঙ্গার-২২১
শাহ্ গুইডো জি-২৩৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

রিং অ্যারাউন্ড দ্য সান

মনের সুখে গুনগুন করতে করতে এসে রিসেপশন রুমে ঢুকল জিমি টার্নার।

'বুড়ো সাওয়ারপাস আছে?' প্রশ্নটা করেই চোখ টিপল সে, লজ্জায় লাল হয়ে গেল সুন্দরী সেক্রেটারি।

'আছেন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন,' ইশারা করল সে একটা দরজার দিকে, যার ওপরে মোটা মোটা কালো হরফে লেখা আছে—ফ্রাঙ্ক ম্যাককাচিওন, জেনারেল ম্যানেজার, ইউনাইটেড স্পেস মেইল।

ঢুকল জিম। 'হ্যালো স্কিপার, এবার কি সংবাদ?'

'ও, তুমি?' মুখ তুলল ম্যাককাচিওন। 'বস।'

পাকা, মোটা মোটা ভ্রূর নিচ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাককাচিওন, যাকে ইউনাইটেড স্পেস মেইলের সব সদস্যই আদর করে 'বুড়ো সাওয়ারপাস' বলে ডাকে। এখানকার সবচেয়ে পুরনো কর্মচারীও তাকে কখনো হাসতে দেখেনি। তবে গুজব শোনা যায়, শিশু থাকতে তার বাবাকে আপেলগাছ থেকে পড়ে যেতে দেখে সে নাকি একবার হেসেছিল। এখন তার হাবভাবে মনে হচ্ছে, ওটা স্রেফ গুজবই।

'শোনো, টার্নার,' প্রায় ধমকে উঠল সে, 'ইউনাইটেড স্পেস মেইল একটা নতুন সার্ভিস চালু করতে যাচ্ছে, যার পরিচালক হবে তুমি।' টার্নার ভেংচি কাটা সত্ত্বেও বলে চলল সে, 'এখন থেকে ভেনেরিয়ান মেইল সারা বছরই চালু থাকবে।'

'কী! আমার তো মনে হয়, শুধু কেবল সূর্যের এপাশে থাকার সময়ে ছাড়া ভেনেরিয়ান মেইল চালু রাখা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিকর হবে।'

www.BanglaBook.org

'নিশ্চয়,' স্বীকার করল ম্যাককাচিওন, 'যদি আমরা গতানুগতিক পথ ধরে এগোই। কিন্তু সূর্যের যথেষ্ট কাছে পৌঁছুতে পারলে আমাদের পথের দূরত্ব একেবারে কমে যাবে। তারা একটা নতুন শিপ তৈরি করেছে, যেটা সূর্যের দু'কোটি মাইলের মধ্যে গিয়ে অনির্দিষ্ট কাল অবস্থান করতে পারে।'

ইতস্তত ভাব নিয়ে বাধা দিল জিমি, 'এক মিনিট, স-মিঃ ম্যাককাচিওন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। শিপটা কেমন ধরনের?'

'সেটা আমি কিভাবে জানব? তাদের মুখে যেটুকু শুনেছি তা হল : এটা এমন এক ফিল্ড তৈরি করবে, যাতে শিপের চারপাশের সূর্যরশ্মি বেঁকে অন্যদিকে সরে যাবে। ফলে তোমাকে কোনো তাপই লাগবে না, চিরকাল সেখানে থেকে যেতে পারবে নিউইয়র্কের চেয়েও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়।'

'সত্যি?' জিমির স্বরে অবিশ্বাস। 'ব্যাপারটা পরীক্ষা করা হয়েছে, নাকি পরীক্ষার ভার পড়বে আমার ওপর?'

'অবশ্যই পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু সৌরজগতের খাঁটি পরিবেশে নয়।'

'তাহলে এখানেই আলোচনার শেষ। ইউনাইটেডের জন্যে আমি অনেক করেছি, কিন্তু তারো একটা সীমা আছে। পাগল হয়ে যাইনি এখনো।'

ম্যাককাচিওন শক্ত হয়ে গেল। 'চাকুরিতে ঢোকার সময় কি শপথ নিয়েছিলে, তা কি মনে করিয়ে দিতে হবে, টার্নার? "মহাশূন্যে আমাদের অভিযান—" '

' "—মৃত্যু ছাড়া আর কিছুতেই থেমে থাকবে না।" ' শপথের বাকি অংশটুকু আওড়াল জিমি। 'শপথটা আপনার মতো আমারও জানা আছে, আর এটাও জানি যে আরামদায়ক চেয়ারে বসে এরকম শপথ আওড়ান খুব সোজা। আপনি যখন এতই আদর্শবান, তখন কাজটা তো আপনি নিজেই করতে পারেন। তবে আমি করব না। ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে চাকুরি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। আমি আরেকটা চাকুরি খুঁজে নেব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাককাচিওনের স্বর এবার নেমে গেল ফিসফিসানিতে। 'টার্নার, এত অস্থির হয়ো না। আমার সব কথা তুমি এখনো শোনোনি। তোমার সঙ্গে যাবে রয় স্নিড।'

'স্নিড! হুঁহ্! ওই প্রতারক ব্যাটা দশ লক্ষ বছরেও এরকম একটা কাজে যাবার সাহস পাবে না। রূপকথাই যদি শোনাতে হয় আমাকে, এই ধরনের রূপকথা না শোনানই ভালো।'

'আসলে সে ইতোমধ্যেই যেতে রাজি হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম তুমি তার সঙ্গে যেতে পার, কিন্তু এখন দেখছি তার কথাই ঠিক। সে বার বার বলছিল যে তুমি যাবে না।'

জিমিকে চলে যাবার ইশারা করে সে ঢোকার সময় যে রিপোর্টটা পড়ছিল, নির্বিকারভাবে সেটাই আবার পড়তে লাগল ম্যাককাচিওন। জিমি ঘুরল, ইতস্তত করল, তারপর আবার ফিরে গেল।

'এক মিনিট, মি. ম্যাককাচিওন, রয় কি সত্যিই যাচ্ছে?' অন্য কাজ করতে করতেই মাথা ঝাঁকাল ম্যাককাচিওন, আর ফেটে পড়ল জিমি। 'এত কেউ থাকতে ওই ইতর, শুঁটকো, থালা-মুখো গাধাটা কেন! আর ব্যাটা ভাবছে যে আমি যাব না! আমি যাব, আর শুক্রের একটা পয়সার পরিবর্তে দশ ডলার বাজি ধরব সে ব্যাটা একেবারে শেষ মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'ধন্যবাদ!' উঠে তার সঙ্গে হাত মেলাল ম্যাককাচিওন, 'মেজর ওয়েডের কাছে যাবতীয় তথ্য আছে। মনে হয় ছ'সপ্তাহের মধ্যেই রওনা দিতে পারবে তুমি। আমি আগামীকাল শুক্রে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে সেখানে দেখা হতে পারে।'

গজগজ করতে করতে চলে গেল জিমি, আর বাজার টিপে সেক্রেটারিকে ডাকল ম্যাককাচিওন। 'মিস উইলসন, ভাইজরে রয় স্নিডকে আনুন।'

ক'মিনিট পর জ্বলে উঠল লাল সিগন্যাল-লাইট। চালু হয়ে গেল ভাইজর, আর ভিজি-প্লেটে দেখা গেল গাঢ় চুলের, কর্মতৎপর স্নিডকে।

'হ্যালো, স্নিড,' গর্জে উঠল ম্যাককাচিওন। 'তুমি বাজিতে হেরেছ, টার্নার যেতে রাজি হয়েছে। দয়া করে এখনই বিশ ডলার পাঠিয়ে দাও।'

'এক মিনিট, মি. ম্যাককাচিওন,' রাগে থমথম করছে স্নিডের মুখ। 'এখন মূর্খটাকে বললে কেমন হয় যে আমি যাব না? আমি যাব, কিন্তু আপনি আরো বিশ ডলার বাজি ধরতে পারেন যে সে মত বদলাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেলান দিল জেনারেল ম্যানেজার। চেহারা তার খিটখিটে হয়ে থাকলেও কথায় প্রকাশ পেল তৃপ্তির সুর, 'বুঝতে পেরেছিলাম, এই ওষুধ দু'জনকেই ধরবে।'

ক্লান্ত দু'জন মানুষ শিপ 'হেলিওস' নিয়ে অতিক্রম করছে বুধগ্রহের কক্ষপথ। মহাশূন্যে কয়েক সপ্তাহ থাকার ফলে অনিচ্ছাকৃত একটা বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে উঠলেও জিমি টার্নার আর রয় স্নিড কথা বলে খুব কমই। গোপন এই শত্রুতা ছাড়াও সূর্যের তাপ আর আগামীর যন্ত্রণাকর অনিশ্চয়তা তাদের অস্থির করে তুলেছে।

সামনের ডায়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে জিমি বলল, 'এখন থার্মোমিটার রিডিং কত, রয়?'

'একশো পঁচিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবং আরো চড়ছে,' ভেসে এল জবাব।

জিমি বলল, 'কুলিং সিস্টেম ম্যাক্সিমামে আছে, শিপের হালে রিফ্লেকট হচ্ছে তাপের ৯৫%, তারপরেও তা একশো বিশের ঘরে।' সামান্য থামল সে। 'গ্র্যাভোমিটার বলছে, সূর্য থেকে এখনো আমরা সাড়ে তিন কোটি মাইল দূরে আছি। আরো দেড় কোটি মাইল এগোলে ডিফ্লেকশন ফিল্ড কার্যকর হবে। তাপমাত্রা সম্ভবত ১৫০ পর্যন্ত উঠবে। চমৎকার একটা কাজ হাতে নিয়েছি! ডেসিকেটরের দিকে লক্ষ্য রাখ। বাতাস সম্পূর্ণ শুকনো রাখতে না পারলে আমরা কিন্তু আর বেশিক্ষণ টিকব না।'

'বুধের কক্ষপথে, ভাবতে পার!' স্নিডের স্বর খসখসে। 'ইতিপূর্বে সূর্যের এত কাছে আর কেউ আসেনি। এবং আরো কাছে যাচ্ছি আমরা।'

'অনেকেই এরকম কাছে এসেছে বা এর চেয়েও বেশি,' বলল জিমি, 'কিন্তু তারা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চলে গেছে সূর্যে। ফ্রিডল্যান্ডার, ডেবুক, আন্তন—' থেমে গেল সে।

অস্বস্তিবোধ করল রয়। 'এই ডিফ্লেকশন ফিল্ড কেমন কার্যকর, জিমি?'

'ল্যাবোরেটরির ভেতরে যথাসম্ভব কঠিনভাবে টেকনিশিয়ানদের এটাকে পরীক্ষা করতে দেখেছি আমি। দু'কোটি মাইল দূর থেকে সূর্যের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে-তাপ, সেই পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করা হয়েছে এটার ওপর। ফিল্ড কাজ করেছে যাদুর মতো। আলো এটার চারপাশ থেকে এমনভাবে সরে গেছে যে অদৃশ্য হয়ে গেছে শিপটা। ভেতরের সবাই বলেছে, বাইরের কিছুই তারা দেখতে পাচ্ছে না, আর কোনো তাপও অনুভব করছে না। সব মিলিয়ে যদিও হাস্যকর একটা ব্যাপার, এই ফিল্ড কেবল নির্দিষ্ট একটা তাপেই কাজ করে।'

'যাক, যেভাবেই হোক আমরা এখান থেকে ফিরতে পারলেই হল,' ভ্রূকুটি করল রয়। 'বুড়ো সাওয়ারপাস যদি মনে করে থাকে যে আমাকে নিয়মিতভাবে পাঠাবে এই পথে, তাহলে সে তার সেরা পাইলটকে হারাবে।'

'তার সেরা দু'পাইলটকে,' শুধরে দিল জিমি।

চুপ করল দু'জনেই, ছুটে চলল হেলিওস।

তাপমাত্রা চড়তে থাকল : ১৩০, ১৩৫, ১৪০. তিন দিন পর, থার্মোমিটারের পারদ যখন ১৪৮-এ কাঁপছে, রয় ঘোষণা দিল যে তারা সেই চরম সীমার প্রায় কাছাকাছি, সেখানকার তাপে ফিল্ড কার্যকর হয়ে ওঠার কথা।

দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জন।

'ব্যাপারটা কি হঠাৎ ঘটবে?'

'আমি জানি না। দেখা যাক।'

পোর্টহোল দিয়ে কেবল চোখে পড়ছে তারাগুলো। সূর্যকে এখন দেখাচ্ছে তিন গুণ বড়। বিশেষভাবে তৈরি এই শিপের পোর্টহোলগুলো প্রখর তাপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

আর তারপরেই অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল তারা। ধীরে ধীরে, প্রথমে মিটমিটে, তারপর উজ্জ্বলগুলো : ধ্রুবতারা, মঘা নক্ষত্র, স্বাতী, লুব্ধক। মহাশূন্য এখন মিশমিশে কালো।

'ফিল্ড কাজ করছে,' বলল জিমি। তার কথা শেষ হতে না হতেই খুলে গেল সূর্যের দিকের পোর্টহোলগুলো। অদৃশ্য হয়ে গেছে সূর্য!

'ইতোমধ্যেই কিছুটা ঠাণ্ডা অনুভব করছি,' জিমি টার্নার এখন উল্লসিত। 'এ তো সত্যিই যাদুর মতো কাজ করল। তারা যদি যে-কোনো তাপে ডিফ্লেকশন ফিল্ড কার্যকর করাতে পারে, তাহলে আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারব। এটা হতে পারে যুদ্ধের উপযোগী একটা অস্ত্র।' একটা সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে হেলান দিল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু এখন আমরা অন্ধের মতো এগোচ্ছি,' বলল রয়।

দাঁত বের করল জিমি, 'ওসব নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, থালা-মুখো। আমি সবকিছু দেখে রেখেছি। এখন আমরা সূর্যের একটা কক্ষপথে আছি, দু'সপ্তাহের মধ্যে এটা পেরিয়ে রওনা দেব শুক্রের পথে।' তাকে খুব আত্মতৃপ্ত মনে হল। 'এসব ছেড়ে দাও জিমি "ব্রেইনস" টার্নারের ওপর। ছ'মাসের এই যাত্রা আমি শেষ করব দু'মাসে। তুমি এখন রয়েছ ইউনাইটেডের সেরা পাইলটের সঙ্গে।'

বিশ্রীভাবে হেসে উঠল রয়। 'তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, সব কাজ তুমিই করেছ। আসলে তুমি শুধু আমার প্লট করা কোর্স অনুসারে শিপটাকে চালিয়েছ। তুমি স্রেফ মেকানিক, আর আমি হলাম ব্রেইনস।'

'তাই নাকি ? যে-কোনো পাইলট-স্কুলের নতুন ছাত্রও একটা কোর্সের প্লট তৈরি করতে পারে। কিন্তু শিপ চালাতে হলে চাই বড় একজন মানুষ।'

'যা খুশি বলতে পার তুমি। কিন্তু বেতন কে বেশি পায়, নেভিগেটর নাকি কোর্স-প্লটার ?'

এই কথাটা জিমিকে হজম করতে হল, আর রয় পাইলট রুম থেকে বেরিয়ে গেল বিজয়ীর ভঙ্গিতে।

বেশ ভালোভাবেই দু'টো দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিনে থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাল জিমি, মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এসময় পাইলট রুমে এসে, জিমিকে লক্ষ্য করে ভ্রূ কোঁচকাল রয়।

'কোনো ঝামেলা ?' ঝুঁকে পড়ল সে থার্মোমিটারের ওপর। 'মাত্র একশো ডিগ্রি। তোমার অসুস্থ ছাগলের মতো চেহারা দেখে তো ভেবেছিলাম, ডিফ্লেকশন ফিল্ডের কোনো গোলমালে বুঝি তাপ আবার বাড়তে শুরু করেছে,' বিরাট এক হাই তুলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

'চোপ, বুদ্ধ বানর কোথাকার,' লাথি মারার ভঙ্গিতে খানিকটা পা তুলল জিমি। 'তাপ বাড়লেই বরং ভালো লাগত আমার। যতটা আশা

www.BanglaBook.org

করেছিলাম, এই ডিফ্লেকশন ফিল্ড তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করছে।'

'তার মানে?'

'আমি ব্যাখ্যা করছি, মনোযোগ দিয়ে শুনলে তোমার মোটা মাথায় ব্যাপারটা ঢুকতেও পারে। এই শিপটাকে তৈরি করা হয়েছে একটা শূন্য বোতলের মতো করে। এটা যেমন সহজে তাপ আহরণ করে না, ঠিক তেমনই একবার আহরণ করলে সহজে সে-তাপ হারায়ও না। বাইরের অতিরিক্ত কোনো তাপ ছাড়া স্বাভাবিক তাপে প্রতিদিন এই শিপের তাপ হারাবার কথা দুই ডিগ্রি করে। এখন যে-তাপমাত্রায় আমরা আছি, তাতে শিপ তাপ হারাতে পারে দিনে পাঁচ ডিগ্রি। আমার কথা কিছু বুঝতে পারছ?'

হাঁ হয়ে গেল রয়ের মুখ, আবার বলতে শুরু করল জিমি। 'আর, আমাদের এই অভিশপ্ত শিপ তিন দিনেরও কম সময়ে তাপ হারিয়েছে পঞ্চাশ ডিগ্রি।'

'এটা অসম্ভব।'

'কিন্তু এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে।' থার্মোমিটারের দিকে ইশারা করল জিমি। 'ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। সব ঝামেলার মূলে রয়েছে ওই হারামজাদা ডিফ্লেকশন ফিল্ড। ওটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তাপের বিকর্ষী শক্তি হিসেবে কাজ করছে আর কিভাবে যেন শিপের তাপ হারানর ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করছে।'

ভাবনায় ডুবে গেল রয়, দ্রুত কিছু হিসেব করল মনে মনে। 'তোমার কথা যদি সত্যি হয়,' বলল সে অবশেষে, 'তাহলে পাঁচ দিনেই আমরা হিমাঙ্ক স্পর্শ করব। সেক্ষেত্রে একটা সপ্তাহ আমাদের কাটাতে হবে শীতের আবহাওয়ায়।'

'ঠিক আর আবহাওয়া যেভাবে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তাপ কমতে কমতে শেষমেষ হয়তো গিয়ে দাঁড়াবে শূন্যের তিরিশ কিংবা চল্লিশ ডিগ্রি নিচে।'

অস্বস্তির একটা ঢোক গিলল রয়। 'এবং সূর্যের মাত্র দু'কোটি মাইল দূরে!'

'খারাপের এখানেই শেষ নয়,' বলল জিমি। 'মঙ্গলের কক্ষপথে ভ্রমণের উপযোগী আর সব শিপের মতো এটাতেও কোনো রকম হিটিং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিসটেম নেই। সূর্যের প্রখর তাপের ফলে মঙ্গল আর শুক্রের স্পেসশিপগুলোতে থাকে বিশেষ ধরনের কুলিং সিসটেম। এই যেমন ধর, আমাদের শিপটাতেই রয়েছে শক্তিশালী এক রেফ্রিজারেশন ডিভাইস।'

'একেবারে শয়তানের খপ্পরে পড়ে গেছি এবার। আমাদের স্পেস স্যুটেরও তো একই অবস্থা।'

তাপমাত্রা এখনো গা সেদ্ধ হবার মতো, তবু তীব্র শীত এসে বাসা বাঁধল তাদের কল্পনার গভীরে।

'আমি এসব সহ্য করব না,' ফেটে পড়ল রয়। 'আমাদের এক্ষুণি পৃথিবী অভিমুখে রওনা দেয়া উচিত। তারা এরচেয়ে বেশি আমাদের কাছে আশা করতে পারে না।'

'বেশ। সূর্যের এত কাছ থেকে তুমি কি এমন কোনো কোর্সের প্লট করতে পার, যেখানে নিশ্চয়তা আছে যে আমরা সূর্যের ভেতরেই চলে যাব না?'

'এটা তো ভাবিনি।'

আর কোনো বুদ্ধি খেলল না তাদের মাথায়। বুধের কক্ষপথে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগও সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে গেছে।

সুতরাং অপেক্ষা করতে লাগল দু'জনে।

পরবর্তী ক'টা দিন কাটল তাদের থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে, মাঝেসাঝে কেবল দু'চার মিনিট ব্যয় হল মি. ফ্র্যাঙ্ক ম্যাককার্থিগানের উদ্দেশে নতুন নতুন গালি ছুঁড়ে। সময়মত খাবার খেল তারা, ঘুমালও, কিন্তু কোনোটাতেই শান্তি পেল না।

এদিকে আরোহীদের দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার হেলিওস ছুটে চলল প্রচণ্ড গতিতে।

রয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, ডিফ্লেকশন বেল্টে ঢোকার সপ্তম দিনে পারদ হিমাঙ্ক স্পর্শ করল। এরকম ঘটবে জানা থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা ঘটার পর দু'জনেই একেবারে মনমরা হয়ে পড়ল।

জিমি ট্যাঙ্ক থেকে একশো গ্যালনের মতো পানি নিয়ে প্রায় সবগুলো পাত্র ভরিয়ে ফেল।

www.BanglaBook.org

'এতে করে,' যুক্তি দেখাল সে, 'পানি বরফ হয়ে গেলে পাইপগুলো ফেটে যাবার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তারপরেও যদি ফেটে যায়, ব্যবহারের জন্যে পর্যাপ্ত পানি তো রইল। আরো এক সপ্তাহ এখানে থাকতে হবে আমাদের।'

পরদিন পানি বরফ হয়ে গেল। শুকনো মুখে তাকিয়ে রইল তারা গামলাগুলোর দিকে।

একটা বালতির ঢাকনা খুলল জিমি। পানি জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে। নতুন আরেকটা চাদর টেনে নিয়ে গায়ে জড়াল সে।

এখন ক্রমবর্ধমান ঠাণ্ডা ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভাবা কঠিন। তিন চারটে শার্ট আর একই সংখ্যক প্যান্ট পরার পরেও শিপের সব চাদর আর কম্বল গায়ে চাপাল দু'জনে।

যতক্ষণ সম্ভব বিছানায় শুয়ে শুয়েই সময় কাটাতে লাগল। জিমি আর রয়, আর উষ্ণতার জন্যে মাঝেসাঝে ছুটে গেল ছোট্ট অয়েল-বার্নারটার কাছে। কিন্তু এই অতি সামান্য শান্তি টুকুও বেশিক্ষণ রইল না। জিমি মন্তব্য করল, 'তেল খুবই অল্প আছে, আমাদের খাবার আর পানি গলাতে বার্নারের দরকার।'

মেজাজ খারাপ থাকায় প্রায়ই ঝগড়া হল তাদের, তবে একই ধরনের দুর্দশায় পতিত হবার ফলেই সম্ভবত একজন আরেকজনের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। যা-ই হোক, দশম দিনে দু'জনে হঠাৎ করেই বন্ধু হয়ে গেল।

হিমাঙ্ক স্পর্শ করা থার্মোমিটারের পারদ এখন মাইনাসে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। জিমি এককোণে গুটিসুটি মেরে বসে ভাবল, মাত্র কিছুদিন আগেই নিউইয়র্কে সে বিরক্ত হচ্ছিল অগাস্টের গরমে। এদিকে রয় তার অসাড় আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে হিসেব করল, হাড় জমানো এই ঠাণ্ডা তাদের আর সহ্য করতে হবে ঠিক ৬৩৫৪ মিনিট।

হিসেবটা শোনাতেই চোখ পাকাল জিমি, 'যেরকম অবস্থা এখন, ৬৩৫৪ মিনিট তো দূরের কথা, ৬৪ মিনিট টেকাই কঠিন। তা এসব আজেবাজে চিন্তা না করে, এখান থেকে শিগগির রেহাই পাবার একটা চিন্তা করলেও তো পার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রয় বলল, 'সূর্যের এত কাছে না থাকলে পেছনে ব্লাস্ট করে আমরা গতি বাড়াতে পারতাম।'

'হ্যাঁ, আর এভাবে সূর্যের ভেতর চলে গেলে খুব আরাম লাগত। এই না হলে বুদ্ধি!'

'তুমি তো নিজেই নিজের নাম দিয়েছ "ব্রেইন্‌স্" টার্নার। তাহলে তুমিই একটা বুদ্ধি বের করো না। তোমার কথাবার্তা শুনলে তো মনে হয়, সব দোষ বুঝি আমারই।'

'অবশ্যই সব দোষ তোমার, মানুষরূপী গাধা কোথাকার! আমার মন কখনোই এই ভ্রমণে সায় দেয়নি। তাই ম্যাককাচিওনের প্রস্তাবে সরাসরি না করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি রাজি হওয়াতেই আমাকেও আসতে হল।'

রয়ের মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের চিহ্ন। 'নিজের দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার কৌশলটা ভালোই শিখেছ দেখছি। আসলে বেকুবের মতো তুমি আসতে রাজি হওয়াতেই তো আমি হয়ে গেলাম পরিস্থিতির শিকার।'

তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল জিমির সারা মুখে। 'ঠাণ্ডায় বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে তোমার, অবশিষ্টটুকু উবে যেতেও আর বেশি সময় লাগবে না।'

'শোনো,' গরম মেজাজে বলল রয়। '১০ অক্টোবর আমাকে ভাইজরে ডেকে ম্যাককাচিওন জানাল যে তুমি আসতে রাজি হয়েছ। কথাটা অস্বীকার করতে পার?'

'না, আসতে রাজি হয়েছি আমি সত্যিই। কিন্তু ১০ অক্টোবর সাওয়ারপাস আমাকে বলল, আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি আর...' হঠাৎ কি যেন মনে করে কালো হয়ে গেল জিমির চেহারা। 'ভেবে দেখ, ম্যাককাচিওন কি সত্যিই বলেছিল যে আমি আসতে রাজি হয়েছি?'

জিমির কথার ঝোঁকটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে রয়ের মনে হল, স্যাঁতসেঁতে হাতে কে যেন চেপে ধরেছে তার হৃৎপিণ্ডটা, এমন এক অনুভূতি, যেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডার বোধটাকেও ভোঁতা করে ফেলেছে অনেকটা।

'নিশ্চয়,' জবাব দিল সে, 'সেজন্যেই তো আমি এলাম।'

'আর তার মুখে তোমার আসতে চাওয়ার কথা শুনে এলাম আমি।' নিজেকে হঠাৎ খুব বোকা মনে হল জিমির।

www.BanglaBook.org

দু'জনেই ডুবে গেল দীর্ঘ এক নীরবতায়। শেষমেষ যখন নীরবতা ভঙ্গ করল রয়, স্বর তার কাঁপতে লাগল আবেগে।

'জিমি, ঘৃণা, নোংরা, নিচ এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি আমরা।' রাগে তার চোখ এখন বড় বড়। 'আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে—' আর কথা খুঁজে না পেয়ে বিড়বিড় করতে লাগল সে।

জিমির স্বর অনেকটা ঠাণ্ডা, কিন্তু কথা কোনো অংশেই কম প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, 'তুমি ঠিকই বলেছ, রয়। ম্যাককাচিওন আমাদের সঙ্গে নোংরামি করেছে, একজন মানুষের প্রতি যতটা অন্যায় করা সম্ভব করেছে। কিন্তু আমরাও তাকে ছাড়ব না। মোটামুটি আর ৬৩০০ মিনিট কাটিয়ে দেয়ার পর মি. ম্যাককাচিওনের সঙ্গে আমাদের একটা বোঝাপড়া আছে।'

'আমরা তাকে নিয়ে কি করব?' রক্তপিপাসার একটা উল্লাস ফুটে উঠল রয়ের দৃষ্টিতে।

'দেখামাত্র ছুটে গিয়ে তাকে ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরো করে ফেলব আমরা।'

'উঁহুঁ, খুব ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না। গরম তেলে ফেলে সেদ্ধ করলে কেমন হয়?'

'মন্দ হয় না, তবে অনেক সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে বরং চল, পেতলের গ্লাভস পরে তাকে খানিকটা পুরনো যুগের পিটানি দেই।'

হাত ঘষল রয়। 'তার উপযুক্ত একটা শাস্তি খুঁজে বের করার জন্যে অনেক সময় পাব আমরা। নোংরা, শয়তানের বাচ্চা, কুষ্ঠরোগী—' তারপর সে-গালিগুলো দিল রয়, সেগুলো আর ছাপান চলে না।

আরো চার দিন নেমেই চলল তাপমাত্রা। চতুর্দশ অর্থাৎ শেষ দিনে মাইনাস চল্লিশে নেমে জমে গেল পারদ।

ভয়াবহ সেই শেষের দিনে জ্বালাল তারা স্যেরেল-বার্নার, জড়োসড়ো হয়ে বসে অর্ধেক-জমে-যাওয়া শরীরে সঞ্চালন করতে চাইল তাপের শেষ বিন্দু।

ক'দিন আগে এক কোণায় কাল চাকার একটা মাফলার পেয়েছে জিমি, এখন সেটা হাত বদল হতে লাগল ঘণ্টায় ঘণ্টায়। কম্বলের ছোটখাট একটা পাহাড়ের নিচে বসে হাত এবং পা ঘষাঘষি করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগল দু'জনে। ম্যাককাচিওন সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমেই বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠল তাদের।

'সবসময় স্পেস মেইলের সেই শপথ মনে করিয়ে দেয় : 'মহাশূন্যের আমাদের অভিযান—' ভীষণ রাগে কথা বন্ধ হয়ে গেল জিমির।

'আর যত বীরত্ব সব চেয়ারে বসে, সত্যিকারের অভিযানে আসার কথা মুখে নেয় না কখনো,' একমত হল রয়। 'পচা ব্যাটা!'

'আর দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ডিফ্লেকশন জোন পার হয়ে যাবার কথা। পরবর্তী তিন সপ্তাহে আমরা পৌঁছে যাব শুক্রে,' বলল জিমি হাঁচতে হাঁচতে।

'কিন্তু এবার পৃথিবীতে ফেরার পর আমি আর কখনোই শুক্রে আসছি না,' জবাব দিল স্নিড, গত দু'দিন ধরেই হাঁচছে সে। 'জীবিকার জন্যে কলা চাষ করব আমি সেন্ট্রাল আমেরিকায়। সেখানে পয়সা দু'টো কম পাই, অন্তত ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে না।'

'মি. ম্যাককাচিওনকে নিয়ে আমরা যা করতে চাইছি, তারপর শুক্র থেকে আমরা বোধ হয় আর বেরতে পারব না।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তাতেও কিছু যায় আসে না। শুক্র সেন্ট্রাল আমেরিকার চেয়েও গরম।'

'আইন নিয়েও কোনো দুঃশ্চিন্তা নেই আমাদের,' আবার হাঁচল জিমি। 'শুক্রে হত্যার সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারদণ্ড। সুন্দর, গরম একটা সেলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার চেয়ে আরামের আর কি হতে পারে?'

ক্রোনোমিটারে টিক টিক করে পার হয়ে যাচ্ছে একেকটা মিনিট। ব্লাস্টের লিভারের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে রয়ের হাত, যে ব্লাস্টের ফলে হেলিওস বেরিয়ে যাবে ডিফ্লেকশন জোন থেকে।

'ব্লাস্ট করো!' অবশেষে চিৎকার দিল জিমি।

গভীর এক গর্জনে ফায়ার করল রকেট। পুরো হেলিওস কেঁপে উঠল থরথর করে। গতি বৃদ্ধিতে সিটের সঙ্গে সেঁটে গেল দুই পাইলট এবং খুশি হল মনে মনে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে সূর্য, আবার তার তাপ ছড়িয়ে পড়বে আশীর্বাদের মতো।

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটা ঘটে গেল তারা সজাগ হবার আগেই। মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক মারল একটা আলো, তারপরেই বন্ধ হয়ে গেল সূর্যের দিকের পোর্টহোলগুলো।

'দেখ,' চেঁচিয়ে উঠল রয়, 'ওই যে তারা! আমরা ওটা থেকে বেরিয়ে এসেছি!' সুখী চোখে তাকাল সে থার্মোমিটারের দিকে। 'এখন থেকে তাপ আবার বাড়বে।' কম্বলগুলো আবার টেনে নিল সে, কারণ, শিপের ভেতর থেকে ঠাণ্ডা এখনো দূরে হয়ে যায়নি।

ইউনাইটেড স্পেস মেইলের শুক্রগ্রহ শাখায় দু'জন মানুষ বসে আছে ফ্র্যাঙ্ক ম্যাককাচিওনের অফিসে। একজন ম্যাককাচিওন স্বয়ং, আরেকজন পাকাচুলো, বয়স্ক জেবুলন স্মিথ—ডিফ্লেকশন ফিল্ডের আবিষ্কর্তা। কথা বলছে স্মিথ।

'কিন্তু, মি. ম্যাককাচিওন, আমার জানা খুবই দরকার যে ডিফ্লেকশন ফিল্ড কিভাবে কাজ করল। নিশ্চয় সমস্ত জরুরী তথ্য তারা আপনাকে পাঠিয়েছে।'

রুক্ষ হয়ে আছে ম্যাককাচিওনের চেহারা।

'মাই ডিয়ার, মি. স্মিথ,' বলল সে, 'ওই কাজটাই তারা করেনি। ফিল্ডের কার্যকারিতার তথ্য জানাবার জন্যে বার বার অনুরোধ করেছি আমি, কিন্তু তারা জবাব দেয়নি। কেবল বলেছে যে ফিল্ড কাজ করেছে আর তারা জীবিত আছে, তথ্য যা জানাবার জানাবে তারা শুক্রে এসে। ব্যস!'

হতাশার নিশ্বাস ছাড়ল জেবুলন স্মিথ। 'এটা কি অস্বাভাবিক, মানে অবাধ্যতা নয়? আমার তো মন হয়, তাদের সবকিছু রিপোর্ট করা উচিত ছিল।'

'আমার এই সেরা পাইলট দু'জন একটু মেজাজী, তাই ওদের কিছুটা ছাড় দেই আমরা। এবারের কষ্টকর অভিযানে ওদের আবার পাঠিয়েছি বেশ কৌশল খাটিয়ে, ফলে ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে আমি বাধ্য।'

'তাহলে আমাকে বোধ হয় অপেক্ষা করতেই হবে।'

'খুব বেশিক্ষণ নয়,' বলল ম্যাককাচিওন। 'আজই ওদের আসার কথা, আমার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ামাত্র সমস্ত তথ্য পাঠিয়ে দেব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনাকে। সূর্যের মাত্র দু'কোটি মাইলের মধ্যে দু'সপ্তাহ কাটিয়েছে ওরা, সুতরাং আপনার আবিষ্কার সফল। আপনার তো আনন্দিত হওয়া উচিত।'

স্মিথ বেরিয়ে যেতে না যেতেই এসে ঢুকল ম্যাককাচিওনের সেক্রেটারি, ভ্রূ কুঁচকে আছে মেয়েটির।

'হেলিওসের দুই পাইলটকে নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে, মি. ম্যাককাচিওন,' বলল সে। 'তাঁরা নেমেছেন পালাস সিটিতে, আর সেখান থেকেই একটা বুলেটিন পাঠিয়েছেন মেজর ওয়েড। তাঁদের জন্যে একটা অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে যোগদান করতে তাঁরা রাজি হননি, বরং সঙ্গে সঙ্গে একটা রকেট চার্টার করেছেন এখানে আসার জন্যে, আর আসার কারণ জানাতেও অস্বীকার করেছেন। মেজর ওয়েড তাঁদের থামাবার চেষ্টা করাতে তাঁরা নাকি হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন।' বুলেটিনটা সে নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর।

তাচ্ছিল্যভরে সেটায় একবার নজর বোলাল ম্যাককাচিওন। 'হুমম! মেজাজ বিগড়ে গেছে দেখছি। বেশ, তারা এলে পাঠিয়ে দেবেন এখানে। মেজাজ মেরামত করে দেব।'

ঘণ্টা তিনেক পর রিসেপশন রুমে হঠাৎ এক হইচই শুনে দুই পাইলটের অশোভন আচরণের কথা আবার মনে পড়ল তার। রাগে গজগজ করতে করতে কথা বলছে দুই পুরুষ, তারপরেই ভেসে এল সেক্রেটারির তীক্ষ্ণ স্বর। হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল তার দরজা, গটগট করে এসে ভেতরে ঢুকল জিমি টার্নার আর রয় স্নিড।

দরজাটা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রয়।

'খেয়াল রেখ, কাজ শেষ করার আগে কেউ যেন আমাকে বাধা না দেয়,' বলল জিমি তাকে উদ্দেশ্য করে।

'এই দরজা দিয়ে কেউ আসবে না,' কঠিন স্বরে জবাব দিল রয়, 'কিন্তু ভুলে যেয়ো না, আমার জন্যেও খানিকটা রাখবে বলে কথা দিয়েছ তুমি।'

একটা কথাও বলল না ম্যাককাচিওন, কিন্তু যখন দেখল যে পকেট থেকে বের করে পেতলের গ্লাভস পরছে টার্নার, তখন সিদ্ধান্ত নিল, রসিকতাটা এবার শেষ হওয়া উচিত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যালো, বয়েজ,' আন্তরিক স্বরে বলল সে, যা তারপক্ষে অস্বাভাবিক। 'বস, বস। তোমাদের দেখে খুশি হলাম।'

জিমি এই আন্তরিকতাকে পাত্তাই দিল না। 'আমি কাজ শুরু করবার আগে আপনার কি কিছু বলার আছে? কোনো শেষ অনুরোধ?' দাঁত বিড়বিড় করতে লাগল সে।

'বেশ, তোমরা যদি এই মনোভাব নিয়েই এসে থাক,' বলল ম্যাককাচিওন, 'তাহলে আমি জানতে চাই, এসবের পেছনে কারণটা কি। বোধ হয় ডিফ্লেকটর কাজ না করার ফলে অভিযানে গরম লেগেছে তোমাদের।'

জবাবে ঘোঁত করে উঠল রয়, আর ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল জিমি।

'প্রথম কথা,' বলল জিমি, 'আপনি আমাদের সঙ্গে এই নোংরা প্রতারণাটা করলেন কেন?'

বিস্ময়ে ম্যাককাচিওনের ভ্রূ ওপরে উঠে গেল। 'তোমাদের অভিযানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যে-সামান্য মিথ্যে কথাটা বলেছিলাম, সেটার উল্লেখ করছ? ওটা তো স্রেফ ব্যবসার একটা অঙ্গ। ব্যবসার খাতিরে প্রতিদিন এর চেয়ে কত বিশ্রী বিশ্রী কাজ করি, কেউই কিছু মনে করে না। আর, এতে তোমাদের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে?'

'আমাদের "আরামের ভ্রমণটার" বর্ণনা দাও না, জিমি,' বলল রয়।

'হ্যাঁ, তা-ই করব এবার,' কঠিন চোখে তাকাল সে ম্যাককাচিওনের দিকে। 'অভিশপ্ত এই ভ্রমণে প্রথমে ১৫০ ডিগ্রি তাপে ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম আমরা। কিন্তু সূর্যের খুব কাছে ছিলাম বলে ওই গরমকে আমরা স্বাভাবিকই ধরে নিয়েছি।

'তারপর আমরা প্রবেশ করলাম ডিফ্লেকশন জোনে। সূর্যরশ্মি সত্যিই বেঁকে সরে গেল শিপের চারপাশ থেকে, তাপ কমতে লাগল, তবে পাইলট স্কুলে আমরা যেমন শিখেছি, সে দিনে এক ডিগ্রি করে কমবে, সেই হিসেবে নয়।' দম নেয়ার জন্যে সামান্য থামল সে।

'তিন দিনে তাপ নেমে গেল ৫০ ডিগ্রিতে, আর একসপ্তাহে হিমাঙ্কে। তারপরে একসপ্তাহে, সাত সাতটা দিন আমরা কাটালাম ওই ঠাণ্ডায়। সর্বশেষ দিনে এত ঠাণ্ডা নামল যে জমে গেল থার্মোমিটারের পারদ।' টার্নারের স্বর চড়তে চড়তে ভেঙে গেল শেষমেষ, দুর্দশার

www.BanglaBook.org

কথাটা আবার মনে করে সশব্দে ঢোক গিলল রয়। ম্যাককাচিওন সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন।

আবার বলতে লাগল জিমি। 'ওভাবেই রয়ে গেলাম আমরা, যেখানে নেই কোনো হিটিং সিসটেম, এমনকি গরম কোনো কাপড় পর্যন্ত নেই। পানি আর খাবার আমাদের খেতে হল গলিয়ে। হাত-পা শক্ত হয়ে গেল আমাদের। বুঝলাম, নরক ঠাণ্ডাও হয়।' আর কথা খুঁজে না পেয়ে থামল সে।

এবার বলতে লাগল রয় স্নিড। 'সূর্যের মাত্র দু'কোটি মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ভোঁ ভোঁ করতে লাগল আমার কান।' ম্যাককাচিওনের নাকের ডগায় ঘুষি নাচাতে লাগল সে। 'সব আপনার দোষ। আপনিই প্রতারণা করে আমাদের পাঠিয়েছেন! তাই ওখানে জমে যেতে যেতে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে ফিরে এসে আপনার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে, এখন আমরা এসেছি সেই প্রতিজ্ঞা পালন করতে।' ঘুরল সে জিমির দিকে। 'শুরু করবে না কি? শুরু করে দাও, কথা বলে অনেক সময় নষ্ট করেছি আমরা।'

'থাম, থাম,' অবশেষে বলে উঠল ম্যাককাচিওন। 'তোমরা বলতে চাইছ, ডিফ্লেকশন ফিল্ড এত ভালো কাজ করেছিল যে শিপের ভেতরের সমস্ত তাপও শুষে নিয়েছিল?' ঘোঁত করে সায় দিল জিমি।

'আর সেজন্যেই পুরো একসপ্তাহ ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপলে তোমরা?' জানতে চাইল ম্যাককাচিওন।

আবার ঘোঁত।

আর তারপরেই ঘটল খুবই আশ্চর্য এবং অস্বাভাবিক এক ঘটনা। ম্যাককাচিওন, বুড়ো সাওয়ারপাস, হাসল। প্রথমে মুচকি হাসিতে দু'টো দাঁত বেরল তার, তারপর এক এক করে বেরতে লাগল সবগুলো দাঁত। নিঃশব্দে থেকে ধীরে ধীরে হাসি হল সশব্দ—হি হি, হো হো হো, হা হা হা হা! সারা জীবনের তিক্ততা আর বিষণ্ণতা যেন ম্যাককাচিওন এক অট্টহাসিতেই মুছে ফেলতে চায়।

হাসির দমক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল দেয়ালে দেয়ালে, ঝনঝন করে উঠল জানালার কাঁচ। রয় আর জিমি দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। উঁকি দিয়ে সেখানেই জমে গেল এক হিসাব-রক্ষক। অন্যেরা দরজার বাইরে জড়ো হয়ে ফিসফিস করতে লাগল, 'ম্যাককাচিওন হাসছেন!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে ধীরে হাসি একসময় কমে এল বুড়ো জেনারেল ম্যানেজারের, প্রায় দমবন্ধ অবস্থায়, লাল টকটকে মুখে তাকাল সে তার সেরা দুই পাইলটের দিকে।

'বয়েজ,' বলল সে, 'এটাই আমার শোনা সেরা রসিকতা। ধরে নাও, তোমাদের বেতন দ্বিগুণ হয়ে গেছে।' এবার হিক্কা তুলতে লাগল সাওয়ারপাস।

অভাবনীয় বেতন বাড়ার কথায় থতমত খেয়ে গেল দুই পাইলট। 'এটায় এত মজার কি আছে?' জানতে চাইল জিমি, 'আমি তো এখানে হাসার মতো কিছুই দেখি না।'

মধুর স্বরে ম্যাককাচিওন বলল, 'আমি চলে আসার আগে বিশেষ নির্দেশ সংবলিত বেশকিছু মিমিওগ্রাফড শীট দিয়েছিলাম তোমাদের। সেগুলো কোথায়?'

হঠাৎ পরিবেশটা থমথমে হয়ে গেল।

'আমি জানি না,' ঢোক গিলল রয়।

'আমারটা আমি পড়েই দেখিনি, ভুলে গেছি ওটার কথা।' বিরক্তির চিহ্ন ফুটল জিমির মুখে।

'বুঝতেই পারছ,' বিজয়ীর সুরে বলল ম্যাককাচিওন, 'সবকিছুই ঘটেছে তোমাদের বোকামির ফলে।'

'এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন?' জানতে চাইল জিমি। 'শিপের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সবই মেজর ওয়েড আমাদের জানিয়েছেন। আমি ভাবিনি, সেসবের বাইরে আপনার আবার কিছু জানাবার থাকতে পারে।'

'পারে না, তাই না? ওয়েড একটা কথা বলতে অবশ্যই ভুলে গেছে, সেটা তোমরা আমার নির্দেশাবলীতে পেতে। সেটা হল, ওই ডিফ্লেকশন ফিল্ডের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যখন তোমরা রওনা দাও, ওটা নিশ্চয় সর্বোচ্চ শক্তিতে সেট করা ছিল।' আবার হি হি করতে লাগল সে। 'তোমরা যদি একটু কষ্ট করে শীটগুলো পড়তে, তাহলে জানতে পারতে যে স্রেফ ছোট্ট একটা লিভার টিপে ওই ফিল্ডকে দুর্বল করে, শিপে চাহিদামতো তাপ সরবরাহ করা সম্ভব।'

হি হি ছেড়ে এবার হো হো হো শুরু করল সে। 'আর এক সপ্তাহ জুড়ে তোমরা ঠাণ্ডায় কাঁপলে একটা লিভার টেপার মতো বুদ্ধিও

www.BanglaBook.org

তোমাদের মাথায় নেই বলে। আহা রে, এই কাণ্ডের পরেও আমার সেরা পাইলটেরা এসেছে আমারই বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে। এর চেয়ে চমৎকার রসিকতা আর কী হতে পারে!' ফেটে পড়ল সে এবার হা হা হা হা করে, আর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল যুবক দুই পাইলট।

খানিক পর স্বাভাবিক হল ম্যাককাচিওন, ততক্ষণে জিমি আর রয় বেরিয়ে গিয়েছে বাইরে।

পাশের এক গলিতে দশ বছরের একটা ছেলে মনোযোগ দিয়ে দেখল মজার এক দৃশ্য—দুই যুবক একে অপরকে লাথি মারছে। আর লাথিগুলো ঝাড়ছে তারা গায়ের জোরেই!

অনুবাদ : খসরু চৌধুরী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

নাথিং ফর নাথিং

দৃশ্যটা পৃথিবীর।

তবে স্টারশিপটার ভেতর যারা আছে, তারা কিন্তু এটাকে পৃথিবী বলে মনে করছে না। তাদের কাছে এটা কম্পিউটারে সঞ্চিত এক সারি প্রতীক। একটি তারকা-রাজ্যের তৃতীয় গ্রহ এটা, নির্দিষ্ট একটা জায়গায় যার অবস্থান এবং অবস্থানগত কারণেই ছায়াপথের মাঝখানে চিহ্নিত এক ব্ল্যাকহোলের মাধ্যমে ওটার সংযোগ রেখা তৈরি হয়েছে পৃথিবীর সাথে। নির্দিষ্ট একটা গতি নিয়ে আবর্তন করছে গ্রহটা।

গ্রহটার যা পরিবেশ, তা পৃথিবীর খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০০ সালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সময়টা সামান্য আগু-পিছুও হতে পারে।

তবে স্টারশিপের যাত্রীদের কাছে সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০০ সাল বলে গণ্য হচ্ছে না। তাদের কাছে এটা নির্দিষ্ট বিশেষ এক সময়।

স্টারশিপের ক্যাপ্টেন অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'এখানে থেকে শুধু শুধু সময় নষ্ট। এই গ্রহের বেশিরভাগ অংশ বরফে ঢাকা। চলুন, এখান থেকে চলে যাই আমরা।'

কিন্তু শিপের অনুসন্ধানী শান্ত কণ্ঠে বলল, 'না, ক্যাপ্টেন, যাচ্ছি না আমরা।'

ব্যস, অবস্থান নির্ধারণ হয়ে গেল শিপের।

যখন কোনো স্টারশিপ মহাশূন্য কিংবা হাইপার স্পেসে ঘুরে বেড়ায়, তখন ক্যাপ্টেনই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু কোনো গ্রহে অনুসন্ধান চালানর জন্যে যদি কোনো বিশ্ব কোনো কক্ষপথে চলে আসে, তখন সন্ধানীর কথাই সব। একজন সন্ধানী বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে জানে ভালো! এটাই তার বিশেষত্ব।

এবং এমুহূর্তে উপেক্ষার অসাধ্য এক পর্যায়ে আছে সন্ধানী। সে যা করতে চাইছে, নিশ্চিত লাভের একটা ব্যাপার আছে তাতে। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টারশিপ গত তিনটি অভিযানে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ যে বিশেষ পুরস্কার অর্জন করেছে, তার পুরো কৃতিত্বটাই এই সন্ধানীর। তিনটি সাফল্যের জন্যে তিনটি পুরস্কার।

কাজেই সন্ধানী যখন "না" বলল, ক্যাপ্টেন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারল না "হ্যাঁ" উচ্চারণের কথা। যদি এখানে গ্রহের ব্যাপার না হয়ে অন্য কিছু হত, তাহলে বিদ্রোহী হতে পারত ক্রুরাও। এখানে ক্রুদেরও বিশেষ সুবিধা রয়েছে। কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্যে কোনো পুরস্কার যদিও একজন ক্যাপ্টেনের কাছে মেইন সেলুনে ঝুলিয়ে রাখা একটা সুদৃশ্য ডিস্ক কিন্তু এই পুরস্কারের মাধ্যমে ক্রুদের প্রাপ্তি অনেক। মহাশূন্যে একটা সফল অভিযান মানেই পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরা, আনন্দে কিছু দিন ছুটি কাটান এবং পেনশন সুবিধা পাওয়া। এবং আগে তিন তিনবার এই সুবিধা ভোগ করেছে তারা।

সন্ধানী বলল, 'দেখতে অদ্ভুত—এমন কোনো গ্রহ পরীক্ষা না করে চলে যাওয়া উচিত নয়।'

'এখানে আবার অদ্ভুত কি দেখলেন?' ক্যাপ্টেনের প্রশ্ন।

'প্রাথমিক পরীক্ষা, অর্থাৎ প্রোবের মাধ্যমে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে ওখানে জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেছে। জমাট এক পৃথিবীতে জ্ঞানের বিকাশ—ভেবে দেখেছেন?'

'কিন্তু এটা তো নজিরবিহীন কোনো ঘটনা নয়।'

'এখানে ধরন অদ্ভুত', বিব্রত দেখাল সন্ধানীকে। 'আমি জানি না—এটা কিভাবে হয়েছে বা কেন হচ্ছে, তবে এখানে জীবনের ধরন এবং ক্ষণের নমুনাটা বড় অদ্ভুত। আমাদের অবশ্যই এ গ্রহ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করতে হবে।'

ছায়াপথে এরকম গ্রহের সংখ্যা কোটি কোটি। শুধুমাত্র কম্পিউটার দিয়ে কোনো স্টারশিপের পক্ষে এই গ্রহগুলোর নাড়ি-নক্ষত্র জানা সম্ভব নয়। তবে অভিজ্ঞ এই সন্ধানীর কথা আলাদা। জগতের আর কোনো কিছুর দিকে খেয়াল না রেখে বরাবর বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের অনুসন্ধানী রিপোর্ট নিয়ে পড়ে থেকেছে সে। এমনকি ঘুমের ঘোরেও এসব তথ্য এবং পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে থাকে। কাজেই এই গ্রহগুলোর ব্যাপারে তার তৈরি হয়েছে এক গোপন ইন্টুইশান।

'আমাদের প্রোবগুলোকে পুরো ইন্টার লকিং প্রোগ্রামে পাঠাতে হবে', বলল সন্ধানী।

www.BanglaBook.org

চেহারাটা শক্ত হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। এভাবে পূর্ণ শক্তিতে মাঠে নামা মানে সপ্তার পর সপ্তা ধরে আয়েশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তাতে খরচও হয় প্রচুর।

ক্যাপ্টেন সরাসরি আপত্তি না জানিয়ে ঘুরিয়ে বলল, 'এটা কি আসলেই খুব জরুরি?'

'আমার তো তাই মনে হচ্ছে,' আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল সন্ধানী। কারণ সে জানে, এমুহূর্তে তার কথাই আইন।

ক্যাপ্টেন সেভাবে আশা করেছিল, ঠিক সেভাবে বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিরে এল প্রোবগুলো। বুদ্ধিমান এক প্রাণী রয়েছে গ্রহটিতে, হাতিয়ার ব্যবহারের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এই প্রাণী: সংগৃহীত তথ্যগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিল সন্ধানী। ক্যাপ্টেন তার প্রচণ্ড ক্ষোভ চেপে অপেক্ষা করতে লাগল ধৈর্যের সাথে। সন্ধানী একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে সাহায্য চাইল ট্রেডারের।

একজন সফল ক্যাপ্টেন কখনো একজন কৃতী সন্ধানীর নাখোশের কারণ হতে চায় না। কিন্তু প্রতিটা জিনিসেই একটা সীমা আছে। সন্ধানীর আচরণ বড় বাড়াবাড়ি মনে হল তার কাছে। এরপরেও ভদ্রতা বজায় রাখল, যদিও তার কণ্ঠস্বর বন্ধুসুলভ মনে হল না। ক্যাপ্টেন বলল, 'শেষটায় তাহলে কি দাঁড়াল, সন্ধানী? এ পর্যায়ে এসে কি আশা করতে পারি আমরা?'

'হাতিয়ার আছে ওদের হাতে,' চিন্তিত দেখাল সন্ধানীকে।

'তা—সেই হাতিয়ারটা কিসের? পাথরের! হাড়ের! না, কাঠের! নাকি অন্য কিছু দিয়ে তৈরি? আমি নিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত ফক্কা খেতে হবে।'

'এরপরেও অদ্ভুত কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।'

'জানতে পারি, সন্ধানী, সেই "অদ্ভুত কিছু"টা কি?'

'তাই যদি জানতাম, ক্যাপ্টেন, তাহলে তো সেটা অদ্ভুত মনে হত না আমার কাছে! আর জিনিসটা এভাবে খোঁজাখুঁজিও করে বেড়াতাম না। সত্যিই, ক্যাপ্টেন, ট্রেডারের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই।'

ট্রেডারকেও বিরক্ত দেখাল ক্যাপ্টেনের মতো, এবং ক্যাপ্টেনের চেয়ে রাগ প্রকাশের সুযোগটা তার বেশি। স্টারশিপের অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতোই গভীরতা রয়েছে তার অভিজ্ঞতার। সন্ধানীর বক্তব্যের মতো ট্রেডারের মতামতও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একজন ক্যাপ্টেন একটি স্টারশিপ চালনায় সুদক্ষ, একজন সন্ধানী তার সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে নতুন কোনো গ্রহের সভ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় আয়োজন সারতে পারে, কিন্তু শেষ কাজটি সারতে হলে ট্রেডার এবং তার দলকে লাগবেই।

ট্রেডার তার দল নিয়ে সরাসরি হাজির হয় ভিনগ্রহের সম্পূর্ণ অচেনা পরিবেশে। ভিনগ্রহের বিভিন্ন প্রাণীর ভেতরকার তথ্যাদি নিয়ে আসে।

এবং ট্রেডারের এই কাজটা প্রচণ্ড রকমের ঝুঁকিপূর্ণ। ভিনগ্রহের মাটিতে অবস্থানকালে ওই পরিবেশের কোনো রকম ক্ষতি করা যাবে না। এবং ভিনগ্রহে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পেলে তার গায়েও আঁচড় দেয়া বারণ, এমনকি নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়েও কোনো প্রাণীর অনিষ্ট চলবে না। এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্যে প্রচুর পুরস্কার পেয়ে থাকে ট্রেডাররা। তা থাক না পুরস্কার, কিন্তু অকারণে ঝুঁকি নিতে চায় কে?

ট্রেডার বলল, 'ওখানে তো কিছুই নেই। প্রোবের মাধ্যমে যে কটা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—আধা-বুদ্ধিমান প্রাণীর বাস এই গ্রহে। ওরা কোনো কাজেই আসবে না আমাদের। বরং সামনে গেলে ভয়াবহ বিপদ ঘটে যেতে পারে। সত্যিকারের বুদ্ধিমান ভিনগ্রহবাসীদের কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, এটা আমরা জানি। এবং ট্রেডারের দলের লোকজন খুব কমই মারা পড়েছে তাদের হাতে। কিন্তু এই আধা-বুদ্ধিমান জন্তুরা আমাদের দেখে কি ধরনের আচরণ করবে কিছুই আঁচ করতে পারছি না। আর আপনি তো জানেন, নিজেদের রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়ারও ক্ষমতা নেই আমাদের।'

সন্ধানী বলল, 'এই জন্তুগুলো, আসলেই যদি তাই হয়ে থাকে, বরফের সাথে কিন্তু সুন্দর মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের। তাদের জীবন এবং বুদ্ধির ধরন-ধারণে সূক্ষ্ম একটা ভিন্নতা দেখতে পাচ্ছি। তবে এই ভিন্নতার কারণটা বুঝতে পারছি না। আর আমার যা মনে হচ্ছে, এই প্রাণীগুলো মোটেও বিপজ্জনক হবে না, বরং উপকারেই আসতে পারে। খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে ওদের মূল্যটা পরিষ্কার বোঝা যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা না হয় করলাম। কিন্তু প্রস্তর যুগের বুদ্ধি দিয়ে আমাদের লাভটা কি হবে?' ট্রেডারের প্রশ্ন।

'সেটাই তো দেখতে হবে আপনাকে।'

তিরিক্ষি মেজাজে ট্রেডার মনে মনে ভাবল—হ্যাঁ, ওটাই তো আমাদের কাজ।

স্টারশিপ অভিযানের ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য লাভই জানা আছে ট্রেডারের। আজ থেকে দশ লাখ বছর আগে এমন একটা সময় ছিল, যখন কোনো ট্রেডার, সন্ধানী, কিংবা ক্যাপ্টেনের অস্তিত্ব ছিল না। সেই প্রস্তর যুগে পূর্ব পুরুষেরা ছিল ঠিক জন্তুর মতো। তাদের শারীরিক কাঠামো এবং মনমানসিকতার উন্নতি ঘটছিল ধীরে ধীরে। এই গ্রহের আধা-বুদ্ধিমান জন্তুগুলোর মতোই ছিল তাদের জীবন। ভবিষ্যতের দিকে তাদের এগিয়ে চলার পথটি ছিল বড়ই দুর্গম। নিজে নিজে পথ করে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলার গতিটা ছিল অত্যন্ত ধীর। সভ্যতার তৃতীয় স্তরে পৌঁছুনর আগ পর্যন্ত কষ্টের সীমা ছিল না তাদের। তারপর এল স্টারশিপ, সুযোগ এল গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সঙ্করীকরণের। এভাবেই আজকের এই সভ্যতার বিকাশ।

ট্রেডার বলল, 'আপনার এই ইনট্যুইশনাল অভিজ্ঞতাকে সসম্মানে মেনে নিচ্ছি, সন্ধানী। এবার আপনি কি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মেনে নেবেন, যদিও আপনার ব্যাপারটার চেয়ে এখানে নাটকীয়তা কম? সভ্যতার তৃতীয় স্তরের নিচে এমন কিছু নেই, যা আমরা কোনো কাজে লাগাতে পারি।'

'এটা হচ্ছে প্রচলিত একটা সাধারণ কথা,' বলল সন্ধানী। 'যা সত্যি হতেও পারে, কিংবা নাও পারে।'

'আপনার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, সন্ধানী, কথাটা সত্যি। এবং যদি এই গ্রহের আধা-বুদ্ধিমান প্রাণীগুলোর কাছ থেকে কোনো উপকার পেয়েও যাই, বিনিময়ে ওদেরকে কি দেব, ওটা কিছুতেই খেলছে না মাথায়। বলুন না, কি দেব ওদের?'

সন্ধানী কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

ট্রেডার বলে চলল, 'বর্তমানে আমরা যে লেভেলে আছি, এপর্যায়ে ভিনগ্রহবাসীদের অপক্ক জ্ঞান কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত এবং আমার অভিজ্ঞতাও তাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে। ওরা দ্বিতীয় স্তরে না ওঠা পর্যন্ত ওদেরকে নিজেদের মতো করে চলতে দিতে হবে। এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ফিরে যেতে হবে। কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া তো কোনো কিছু নিতে পারি না আমরা।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি। ওদের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করতে পারি—যাতে দ্রুত উন্নতি ঘটে। পরেরবার এসে আমার একই কাজ করে যেতে পারি।'

ট্রেডার অধৈর্য কণ্ঠে বলল, 'আমি তা পারি না। এটা আমার পেশার ঐতিহ্যের একটা অংশ। যে শর্তের অধীনে কাজ করি আমরা, সেটার কোনো ক্ষতি করতে পারব না আমরা। কোনো কিছু না দিয়ে কিছু নিতে পারব না। এবং এক্ষেত্রে যদিও আমরা কিছু পেয়ে যাই, দেখার মতো কিন্তু কিছুই নেই। কাজেই এখানে পড়ে থেকে অযথা সময় নষ্ট।'

সন্ধানী মাথা নেড়ে বলল, 'আমি আপনাকে বসতিপূর্ণ কয়েকটি জায়গা ঘুরে আসতে বলছি, ট্রেডার। যখন আপনি ফিরে আসবেন, আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেব আমি।'

ব্যস, সন্ধানীর কথাই বহাল।

ছোট্ট ট্রেডার মডিউলটা দু'দিন ধরে চষে বেড়ালো গ্রহটির বিভিন্ন জায়গায়। খুঁজে বেড়ালো প্রযুক্তির যুক্তিগ্রাহ্য স্তরের প্রমাণ। কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই।

পুরো গ্রহটায় এভাবে অনুসন্ধান চালালে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। কাজেই বেছে নেয়া হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু জায়গা। এখানে যে উঁচু স্তরের কোনো প্রাণী আত্মগোপন করে আছে, এটা একেবারেই অযৌক্তিক মনে হল ট্রেডারের কাছে। যদি এখানে চূড়ান্ত রকমের উন্নত কোনো প্রযুক্তি বিকাশ ঘটত, তাহলে সেটা কখনো আত্মগোপন করে থাকত না। কারণ সর্বোচ্চ উন্নত প্রযুক্তির কোনো শত্রু নেই। সব জায়গার ট্রেডাররা ঘুরে ঘুরে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করে থাকে।

গ্রহটি সত্যিই সুন্দর। বাইরে থেকে যেমনটি ভাবা হয়েছে, বাস্তবে সত্যিই এ গ্রহের অর্ধেকটা জলাভূমি বেধে আছে। চারদিকে সাদা, নীল এবং সবুজ রঙের ছড়াছড়ি। গ্রহটি বুনো, কর্কশ এবং বর্ণালী। আদিরূপ বজায় রয়েছে পুরো মাত্রায়—এবং কারো স্পর্শ পড়েনি এখনো।

www.BanglaBook.org

কিন্তু কোনো কিছুর সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামান কাজ নয় ট্রেডারের। এসব চিন্তা বিরক্তির সাথে ঝেড়ে ফেলল সে।

ট্রেডার বলল, 'এখানটায় নামব আমরা। মনে হচ্ছে, আমরা যা খুঁজে বেড়াচ্ছি, এখানেই তার প্রাচুর্য বেশি। অন্য কোথাও এর চে' বেশি কিছু পাওয়া যাবে না।'

ট্রেডারের সহকারী বলল, 'এই প্রাণীগুলো দিয়েই বা আমরা কি করব, ওস্তাদ?'

'কেন, রেকর্ড করবে', বলল ট্রেডার। 'নির্বোধ এবং বুদ্ধিমান—সমস্ত প্রাণীর খুঁটিনাটি রেকর্ড করে ফেলবে।'

'আমরা তো রেকর্ডের কাজটা এখুনি শুরু করে দিতে পারি—' বলল সহকারী।

'তা পারি', বলল ট্রেডার। 'কিন্তু আমাদের অবশ্যই এমনভাবে রেকর্ড করতে হবে, যা দেখে স্বপ্নের ভুবন থেকে বেরিয়ে আসেন সন্ধানী। তা নইলে সারা জীবন এখানেই কাটাতে হবে আমাদের।'

'তিনি তো একজন ভালো সন্ধানী', বলে উঠল ট্রেডারের এক ক্রুম্যান।

'হ্যাঁ, তিনি একজন ভালো সন্ধানী', বলল ট্রেডার। 'তাই বলে কি সারাজীবন ভালো থাকবেন? হয়তো বা তাঁর খুব বেশি সাফল্য অতি-আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে তাঁকে। কাজেই যদি পারি—বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে হবে সন্ধানীকে।'

মডিউল থেকে বেরনোর সময় যার যার বিশেষ স্যুট পরে নিল তারা।

এমনিতে এই গ্রহের যা আবহাওয়া, তাতে শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা হবে না কারো। কিন্তু স্যুট খুললে উদোম প্রান্তরে কনকনে বাতাসে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে সবাই।

যে প্রাণীদের বুদ্ধিমান বলে মনে হল, অন্যান্য-প্রানীর চেয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল তারা। হাবভাবে এগিয়ে আসার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী বলে মনে হল না। ট্রেডার এতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যেখানে তাদের আত্মরক্ষারও অনুমতি নেই, সেখানে এই ভিনগ্রহবাসীরা মারমুখি না হলে সেটা তাদের সৌভাগ্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ট্রেডার এবং তার সহকারীরা বন্ধুত্ব পাতানর জন্যে সরাসরি কোনো ইঙ্গিত দিল না এই ভিনগ্রহবাসীদের। কে জানে, এই ইঙ্গিত আদৌ বন্ধুসুলভ বলে মেনে নেবে কি না ওরা? এর বদলে মেন্টাল ফিল্ড তৈরি করল ট্রেডার। এই মেন্টাল ফিল্ড শান্তি এবং আপসের কম্পন নিয়ে চলে যাবে ওদের কাছে। ট্রেডার আশা করছে, এই ভাইব্রেশনে সারা দেয়ার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা আছে ওদের।

হয়তোবা ভাইব্রেশনে সাড়া দিয়েছে ওদের মন, কারণ সঙ্কেত পাঠানর পরপরই ওদের কয়েকজন পিছিয়ে গেল আলগোছে, তারপর নিশ্চল হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ট্রেডার এবং তার লোকজনের দিকে। হাবভাবে মনে হল, বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তারা। সেই সঙ্গে পালাই পালাই একটা ভাবও যেন ফুটে উঠেছে ওদের মাঝে। কিন্তু সভ্যতার প্রাথমিক স্তরের কোনো প্রাণীর এরকম ভীরু মনোভাব তৈরি হওয়ার কথা নয়।

এত কিছু না ভেবে নিজের কাজে মন দিল ট্রেডার। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দ্রুত চালিয়ে যেতে লাগল উদ্ভিদের প্রজনন। একপাল তৃণভোজী প্রাণী লোভী হয়ে এগিয়ে এল। পরমুহূর্তে নিজেদের ভুল বুঝতে পারল ওরা। টের পেল আশেপাশে অনাহূত লোকজনের উপস্থিতি। অমনি হুড়মুড় করে পালিয়ে গেল ছুটে। বিশাল এক জন্তু ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে দেখল ট্রেডার এবং তার দলকে। জন্তুটা সামনে একটা কোটর থেকে বেরিয়ে আছে সাদা অস্ত্র। তবে আক্রমণের জন্যে তেড়ে এল না ওটা, সবাইকে নিশ্চিন্ত করে চলে গেল।

ট্রেডারের লোকজন কাজ করে চলল, পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোতে লাগল তারা।

সরাসরি সাড়া পাওয়া গেল ওদের মন থেকে। বিস্ময়ের আবেগে উদ্বেলিত ওরা। তথ্যাদি পাওয়া গেল পুরোটাই, কিন্তু অপ্রত্যাশিত, অপ্রত্যাশিত।

'গুরু! এই যে এদিকে! জলাদি আসুন!'

নির্দিষ্ট কোনো দিক নেই, আলোর রেখা লক্ষ্য করে এগোল ট্রেডার। খাড়া দুটো শিলাখণ্ড দিয়ে ঘেরা একটা ফাটল থেকে আসছে আলোটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দলের অন্যেরাও দৌড়োল এই আলোর দিকে, তবে ট্রেডার পৌছুল আগে।

'এটা কি ?' জিজ্ঞেস করল ট্রেডার।

দলের ভেতর ট্রেডারের পরেই যার স্থান, সে দাঁড়িয়ে আছে আলোর মাঝে। আলোর বিকিরণটা ক্ষতিকর নয়। পাহাড়ের একটা অংশের গভীর থেকে আসছে আলোটা।

ট্রেডার ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, 'গর্তটা তো মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক, যন্ত্র দিয়ে তৈরি বলে মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন!'

ওপরের দিকে তাকাল ট্রেডার। সেকেন্ড পাঁচেক দেখল আত্মমগ্ন হয়ে। তারপর কষ্ট করে সবাইকে সঙ্কেত পাঠাল দূরে থাকতে।

ট্রেডার বলল, 'আলোর উৎস কি তাহলে প্রযুক্তিগত কৌশল ?'

'হ্যাঁ, গুরু। আপনি শুধু আংশিক জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন।'

'কিন্তু কারা করছে এসব ?'

'ওই বুদ্ধিমান প্রাণীরা। আমি একটাকে এখানে কাজ করা অবস্থায় পেয়েছি। এটাই তার আলোর উৎস। এই আলো ব্যবহার করে আমাদের ভেজিটেশন পুড়িয়ে দিচ্ছিল সে। এই যে তার যন্ত্রপাতি।'

'কিন্তু কোথায় সে ?'

'পালিয়ে গেছে।'

'তুমি সত্যিই তাকে দেখেছ ?'

'আমি রেকর্ড করেছি তাকে।'

ট্রেডার ভেবে দেখল ব্যাপারটা। তারপর ওপরের দিকে আবার তাকিয়ে বলল, 'তুমি কখনো দেখেছ এরকম জিনিস ?'

'না, গুরু।'

'কিংবা এরকম কোনো যন্ত্রের কথা শুনেছ ?'

'না, গুরু।'

'আশ্চর্য!'

চোখ সরানর কোনো লক্ষণ নেই ট্রেডারের। তার হাবভাব লক্ষ্য করে দ্বিতীয় প্রধান বলল, 'আমরা এখন কি করব, গুরু ?'

'অ্যাঁ ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাদের শিপ এ জিনিসটার জন্যে নির্ঘাত চতুর্থবারের মতো পুরস্কার পাবে।'

'নিশ্চয়ই,' কিছুটা হতাশা নিয়ে বলল ট্রেডার। 'তবে এটা যদি নিয়ে যেতে পারি—তাহলেই।'

দ্বিতীয় প্রধান খানিকটা দ্বিধা নিয়ে বলল, 'আমি ইতোমধ্যে তালিকাভুক্ত করে ফেলেছি এটা।'

'তালিকাভুক্ত করে লাভ কি ? এ জিনিসের বিনিময়ে ওদেরকে দেয়ার মতো কিছু তো নেই আমাদের।'

'কিন্তু আমরা তো পেয়ে গেছি এটা। বিনিময়ে যে কোনো কিছু দিয়ে দিলেই হবে।'

ট্রেডার বলল, 'কি বলছ তুমি ? ওরা এতটাই আদিম পর্যায়ে রয়েছে, আমরা যে কোনো কিছু দিলেই সেটা ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রেকর্ড যা করেছ, সব নষ্ট করে দিতে হবে।'

'কিন্তু আমরা তো ব্যাপারটা জানি, গুরু।'

'জেনে থাকলে কথা বল না আর এ নিয়ে। আমাদের কিছু নীতি এবং ঐতিহ্য রয়েছে। তুমি তো জান সবই। কিছু না দিলে কিছু নেয়া যাবে না!'

'এই জিনিসটিও নেয়া যাবে না ?'

'না।'

মুখে বলল ঠিকই, কিন্তু মনের খেদটা চেপে রাখা দায় হল ট্রেডারের। চেহারায় ফুটে উঠল তার অস্তির সঙ্কল্প।

ট্রেডারের মনোভাব আঁচ করে দ্বিতীয় প্রধান বলল, 'ওদেরকে কিছু দেয়ার চেষ্টা করুণ, গুরু।'

'লাভ কি তাতে ?'

'ক্ষতিই বা কি ?'

ট্রেডার বলল, 'গোটা স্টারশিপের জন্যে আমার প্রেজেন্টেশান তৈরি। তবে তার আগে আমি অনুসন্ধানীকে দেখাতে চাই জিনিসটা। আমার ভুল ধারণার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি অনুসন্ধানীর কাছে, সেই সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁকে। আপনার ধারণাই ঠিক। অদ্ভুত কিছু রয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই গ্রহটায়। যদিও জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে নিছক প্রাথমিক স্তরে রয়েছে তারা এবং যদিও তাদের কারিগরি কৌশল চূড়ান্ত রকমের আদিম, এরপরেও তাদের কল্পনা-শক্তি এতটাই উন্নত পর্যায়ে, আর কোনো গ্রহে কখনো দেখিনি আমরা।'

ক্যাপ্টেন অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'আমি আন্দাজ করতে পারছি না—কি হতে পারে এটা।'

ক্যাপ্টেন নিশ্চিতভাবে ধরেই নিয়েছে, প্রেজেন্টেশানের বেলায় তিলকে তাল করবে ট্রেডার। নিজেদের দাম বাড়ানোয় মাঝেমধ্যে এসব ব্যাপারে বাড়িয়ে বলে সে।

অনুসন্ধানীর মুখে কোনো কথা নেই। ক্যাপ্টেনের চেয়ে তাকে বেশি বিব্রত দেখা যাচ্ছে।

ট্রেডার বলল, 'এটা চোখ মেলে দেখার মতো একটা শিল্প।'

'রঙের খেলা নাকি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'সাথে আকারও রয়েছে—সবচে' বেশি চমক রয়েছে এফেক্টে।' হলোগ্রাফিক প্রজেক্টরে সে চালু করে দিল রেকর্ড করা দৃশ্যগুলো। 'ওই যে—দেখুন!'

একপাল পশুর দৃশ্য ভেসে উঠল পর্দায়। হৃষ্টপুষ্ট রোমশ পশু। দুটো করে শিঙ, চারটি পা। বিচলিত দেখা গেল পশুগুলোকে। তারপর ছুটতে লাগল দুদ্দাড়। ধুলো উড়তে লাগল পশুগুলোর খুরের নিচে।

'কুৎসিত প্রাণী,' বিড়বিড় করল ক্যাপ্টেন।

পশুর পাল দৌড়োতে দৌড়োতে একটা জায়গায় এসে থামল। স্থির হয়ে গেল দৃশ্যটা। পর্দায় বড় হয়ে ফুটে উঠল পশুগুলো। শেষে একটা পশুই দখল করে নিল পুরো পর্দা। মোটাসোটা মাথাটা নিচু করে রেখেছে ওটা, ফুলিয়ে রেখেছে নাকের ফুটো।

'তাকিয়ে দেখুন এই প্রাণীটা,' বলল ট্রেডার। 'তারপর দেখুন তেল আর রঙিন খনিজ উপাদানের আদিম একটা মিশ্রন, যা একটা কৃত্রিম জিনিস তৈরি করেছে। একটা গুহার ছাদে লেপ্টে ছিল এ জিনিস।'

আবার চলে এল প্রাণীটা। তবে আগের মতো পুরোপুরি নয়, অস্পষ্ট একটা কম্পন।

'কি অদ্ভুত সাদৃশ্য,' বলল ক্যাপ্টেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অদ্ভুত নয়,' বলল ট্রেডার। 'বলুন সুচিন্তিত! বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় এমন ডজনকে ডজন ছবি পেয়েছি আমরা। প্রকৃত কায়ার সাথে এই ছবিগুলোর সাদৃশ্য এত নিখুঁত, হঠাৎ দেখলে চমকে যেতে হয়। ওদের দক্ষতা আর ধারণা সম্পর্কে ভেবে দেখুন একবার—বিভিন্ন প্রাণীর নিখুঁত আকৃতির মাঝে সঠিকভাবে রঙ বসিয়ে সমন্বয়টা এমনভাবে ঘটিয়েছে, সত্যিকারের প্রাণী বলে ভুল করে চোখ।'

'এবং এটাই সব নয়। আমরা ত্রিমাত্রিক ছবিও পেয়েছি।' ধূসর পাথর এবং হলদেটে হাড়ের ওপর সাজান খুদে একসারি আকৃতি দেখাল ট্রেডার। 'এই ছবিগুলো একদম পরিষ্কারভাবে তাদের গুণাগুণ উপস্থাপনা করছে।'

বিস্মিত দেখাল ক্যাপ্টেনকে। সে বলল, 'ছবিগুলো তৈরি হতে দেখেছেন আপনারা?'

'না, আমি দেখিনি, ক্যাপ্টেন। তবে আমার এক লোক দেখেছে, এক গ্রহবাসী এক গুহার ছাদে রঙের প্রলেপ দিচ্ছে। এগুলো আমরা পেয়েছি একদম তৈরি অবস্থায়। ছবিগুলো দেখে কিন্তু মনে হয় না, আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে হয়ে গেছে হঠাৎ করে। সুচিন্তিতভাবেই আঁকা হয়েছে ছবিগুলো।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'এই ছবিগুলো বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আচ্ছা, হলোগ্রাফিক কৌশল ব্যবহার করে ছবিগুলোর পূর্বাপর উন্নতির ধারা কি পর্যবেক্ষণ করা যায় না?'

'এই আদিম প্রাণীগুলোর তো হলোগ্রাফি সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। হলোগ্রাফি পর্যন্ত জ্ঞানের উন্নতি ঘটতে লাখ লাখ বছর লাগবে ওদের। এপর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আপনি যদি ছবিগুলোর সাথে আসল জিনিস মিলিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন—আঁকাটা হয়েছে খুব সাধারণভাবে, শুধু সূক্ষ্ম কিছু কৌশল বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। আমার ধারণা, ভিন্ন কিছু বলার রয়েছে এই কৌশল সম্পর্কে।'

ট্রেডার অনুসন্ধানীর দিকে ফিরে বলল, 'আপনাকে নিয়ে আমি একটু ভয়ে ভয়ে আছি। আপনি কি বুঝিয়ে বলতে পারবেন, ওদের জ্ঞানবুদ্ধির এই উৎকর্ষতা এল কি করে?'

অনুসন্ধানীর হাবভাবে মনে হল, ব্যাখ্যাটা সে দিতে অক্ষম। বলল, 'আমি আসলে এব্যাপারে মোটেও তলিয়ে দেখিনি। তবে ব্যাপারটা খুব

www.BanglaBook.org

আকর্ষণীয় এবং এটার মূল্যটাও বেশ বুঝতে পারছি। আমরা যদি রঙ এবং আকার-আকৃতির এমন নিখুঁত সমন্বয় সাধন করতে পারতাম—কি দারুণ ব্যাপারই না হত! এছাড়াও একটা ব্যাপারে মনটা বড় খুঁত খুঁত করছে। ভেবে অবাকও হয়েছি—এই জিনিস আপনাদের হাতে এল কি করে ? বিনিময়ে কি দিয়েছেন আপনারা ? মনে হচ্ছে তাক লাগানর মতো কিছু লুকিয়ে আছে এতে।'

'উঁম্-ম,' বলল ট্রেডার। 'একদিক দিয়ে আপনার কথা ঠিক। সম্পূর্ণ অদ্ভুত একটা ব্যাপার এটা। ওরা যেহেতু আদিম অবস্থায় রয়েছে, কাজেই আমাদের কোনো কিছু উপহার হিসেবে নিতে পারবে বলে মনে হল না। এদিকে কিছু না দিয়ে ওদের জিনিস আনাও যাবে না। বিষম সমস্যা। শেষে বিকল্প পথ বেছে নিলাম। ওদের ভেতর থেকে একজনকে বেছে নিলাম, যে এই জিনিসগুলো গড়েছে এবং অন্যদের চেয়ে সৌহার্দ্য বিনিময়ে বেশি আগ্রহী। তার মানসিক ক্ষেত্রের সাথে বিনিময় করলাম উপহার।'

'এবং অবশ্যই সফল হলেন,' বলল অনুসন্ধানী।

'হ্যাঁ, সফল হলাম,' সানন্দে বলল ট্রেডার। অনুসন্ধানী যে কিছু একটা বলার জন্যে তৈরি হয়েছে, সেটা লক্ষ্য করল না সে। বরং বলে চলল, 'এই ভিনগ্রহবাসীরা যখন সে প্রাণীর ছবি এঁকে রঙ দেয়, সেই প্রাণীটাকে আগে মেরে ফেলে। লম্বা লাঠির মাথায় ধারাল পাথর বেঁধে অস্ত্র বানিয়ে নেয় তারা। তারপর সেটা ছুঁড়ে মারে বল্লমের মতো। এই ছুঁচাল পাথর নির্দিষ্ট সেই প্রাণীর চামড়া ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। আহত প্রাণীটা শেষে দুর্বল হয়ে পড়ে। এবার আর সেটাকে মেরে ফেলাতে কোনো অসুবিধে নেই। এই প্রাণীগুলোর চেয়ে শিকারীরা অপেক্ষাকৃত ছোট এবং দুর্বল বলেই এ কৌশল খাটান হয়। আমি ভেবে দেখলাম, ডগায় পাথর বসান লাঠিটা যদি একটু ছোট করে আনা যায়, তাহলে ওটা সামনের দিকে আরো বেশি বেগে ছুটবে। আর এই ছোট লাঠিটাকে যদি কোনো কৌশলে রশিতে টান মেরে ছোটান যায়, তাহলে দূর থেকেই ঘায়েল করা যাবে শিকার।'

অনুসন্ধানী বলল, 'এই ভিনগ্রহবাসীরা বর্তমানের যে পর্যায়ে আছে, সে তুলনায় এই কৌশলটা হবে অনেক বেশি অগ্রগামী। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই কৌশল প্রয়োগের অস্ত্রের নাম দিয়েছেন তীর-ধনুক।'

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেন বলল, 'কিন্তু তারা এই বুদ্ধিটা ধারণ করবে কিভাবে! ওদের জ্ঞানবুদ্ধি যে স্তরে রয়েছে, তাতে সেটা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু সম্ভব হয়েছে। একেবারে নির্ভুলভাবে। নির্দিষ্ট সেই ভিনগ্রহবাসীর সেন্ট্রাল ফিল্ড থেকে যে আশাব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছি, তাতে অপরিসীম আগ্রহ ছিল তার। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন না, কোনো কিছু না দিয়েই এসব নিয়ে এসেছি আমি। বুঝলেন, ক্যাপ্টেন, কিছু না দিলে কিছু নিতে নেই।'

অনুসন্ধানী হতাশার সুরে নিচু কণ্ঠে বলল, 'ব্যাপারটা মেনে নিতে গিয়ে খুব অদ্ভুত লাগছে আমার।'

ক্যাপ্টেন বলল, 'কিন্তু আমরা একাজ কখনোই করতে পারি না, ট্রেডার। তারা তো প্রস্তুত নয়। আমরা এদের ক্ষতি করছি। এই তীর-ধনুক তারা তো শুধু পশুদের বেলায় নয়, নিজেদের মধ্যেও ব্যবহার করবে।'

ট্রেডার বলল, 'আমরা ওদের ক্ষতি করছি না এবং করিওনি কখনো। নিজেদের মধ্যে যে হানাহানি আসবে, এবং তাতে যে মারাত্মক পরিণতি হবে—সেটা আজ থেকে দশ লাখ বছর পরের কথা। এ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।'

সদ্য আবিষ্কৃত নতুন জিনিসটা স্টারশিপ কোম্পানির জন্যে সাজিয়ে রাখতে একদিকে চলে গেল ক্যাপ্টেন আর ট্রেডার। তাদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে অনুসন্ধানী বিষণ্ন কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু বুদ্ধিটা যখন তারা একবার নিয়েছে, বরফের রাজ্যে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগবে না। এবং আগামী বিশ হাজার বছরের মধ্যে এটা আমাদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

সন্ধানী জানে, তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এজন্যে হতাশ হল সে।

অনুবাদ : অনন্ত আহমেদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেইন, রেইন গো অ্যাওয়ে

'ওই যে সে আবার,' জানালার খড়খড়ি দিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাল লিলিয়ান রাইট। 'সেই মহিলা, জর্জ।'

'কার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল তার স্বামী। টিভির চ্যানেল অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে। খেলা দেখবে।

'মিসেস সাক্কারো,' বলল লিলিয়ান। 'আমাদের নতুন প্রতিবেশী।'

'আচ্ছা।'

'সানবাথ করছে। সব সময় দেখি সানবাথে ব্যস্ত। মহিলার ছেলেটাকেও আজ অবশ্য দেখতে পাচ্ছি না। এরকম ঝলমলে দিনে প্রায়ই দেখি ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে বল খেলছে। ছেলেটাকে কখনো দেখেছ, জর্জ?'

'ওর গল্প শুনেছি। সারাক্ষণই নাকি বাড়ির দেয়াল লক্ষ্য করে বল ছোঁড়ার প্রাকটিস করে।'

'ছেলেটা ভারী চমৎকার। শান্ত-শিষ্ট। ভদ্র। টমি ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে মন্দ হয় না। ছেলেটার বয়স টমির মতোই। দশ-টশ হবে।'

'টমি সেধে কারো সাথে আলাপ জমাতে যায় না, জানই তো।'

'অবশ্য সাক্কারোরা একটু রিজার্ভ টাইপের। নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখতেই বোধহয় পছন্দ করেন। মি. সাক্কারো কি করেন জানিও না।'

'জানার দরকার কি? যা খুশি করুক।'

'লোকটাকে কখনো বাইরে যেতে দেখিনি, জর্জ। বেকার নাকি?'

'আমাকেও তো কেউ বাইরে যেতে দেখে না।'

'বারে! তুমি তো লেখক। বাড়িতে বসে লেখো। কিন্তু ওই লোক আসলে করেটা কি?'

'আমার ধারণা মিসেস সাক্কারো জানেন না তাঁর স্বামী কি করেন। আর আমি কি কাজ করি তা জানেন না বলে তাঁর পেটের ভাতও নিশ্চয়ই হজম হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওহ্ জর্জ,' জানালার কাছ থেকে চলে এল লিলিয়ান। বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল টিভির দিকে (সোয়েনডিয়েনস্ট ব্যাট করছেন)।

'আমাদের একবার চেষ্টা করা উচিত, প্রতিবেশীদেরও উচিত।'

'কিসের চেষ্টা?' সোফায় নড়ে-চড়ে আরাম করে বসল জর্জ, হাতে কোকের পেল্লায় ক্যান। এই মাত্র খুলেছে ক্যানটা। গায়ে শ্বেদ বিন্দু।

'ওদের সাথে দেখা করব।'

'তুমি না মহিলার সঙ্গে কথা বলেছ?'

'সে তো শুধু "হ্যালো" বলেছি। দু'মাস হল ওরা এসেছে। এর মাঝে হাই-হ্যালো ছাড়া কোনো কথা হয়নি আমাদের। আসলে মহিলা খুব অদ্ভুত।'

'কেন?'

'সারাক্ষণ দেখি তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আকাশে সামান্য মেঘ জমলেই হয়েছে। মহিলা ঘর ছেড়েই বেরুবে না। একবার ছেলেটা বাইরে খেলছে, হঠাৎ মহিলা ব্যাকুল হয়ে ডাকতে শুরু করল তার ছেলেকে। বলল বৃষ্টি আসবে। ছেলে মায়ের কথা শুনে এক দৌড়ে ঘরে। অথচ তখন ফকফকা রোদ। আকাশের এককোণে অল্প মেঘ জমেছে মাত্র।'

'বৃষ্টি হয়েছিল?'

'আরে না। খামোকাই উঠোনে দৌড়ে গেছি আমি।'

লিলিয়ান রান্না ঘরে আছে, পেছন থেকে ডাক দিল জর্জ। 'ওরা অ্যারিজোনা থেকে এসেছে তো। তাই কখন বৃষ্টি হবে বুঝতে পারে না। মেঘ দেখলেই ভাবে বৃষ্টি নামবে।'

ঘুরে দাঁড়ান লিলিয়ান। 'ওরা কোথেকে এসেছে বললে?'

'অ্যারিজোনা। টমি বলেছে।'

'টমি জানল কি করে?'

'ওদের ছেলেটার সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। বল খেলছিল দু'জনে এক সাথে। ছেলেটা টমিকে বলেছে ওরা অ্যারিজোনা থেকে এসেছে। টমি এটুকুই শুনেছে। এরপর ছেলেটার মা তাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে যায়। তবে জায়গাটা আলাবামাও হতে পারে। কারণ তোমার ছেলের স্মরণ শক্তির বহর জানই। কিছুই মনে রাখতে পারে না। তবে বৃষ্টি নিয়ে ওদের এত দুশ্চিন্তার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা অ্যারিজোনা থেকেই এসেছে। ওখানে তো বৃষ্টি-টৃষ্টি কম হয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ কথা তুমি আমাকে আগে বললে না কেন?'

'কারণ টমি খবরটা আজকেই আমাকে দিয়েছে। ভেবেছি তোমাকেও বলেছে।'

আবার জানালার দিকে পা বাড়াল লিলিয়ান। "মহিলার আসল পরিচয় আমাকে জানতেই হবে।" সে খড়খড়িতে চোখ রাখল। যা ভেবেছে তাই। মহিলা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে উদ্বেগ নিয়ে।

দিন দুইয়ের জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল জর্জ রেফারেন্স বই ঘাঁটতে। বাড়ি ফিরল বইয়ের পাহাড় নিয়ে। লিলিয়ান হাসতে হাসতে দরজা খুলে দিল। বলল, 'কাল তুমি কিছুই করছ না।'

'কথাটা যেন ঘোষণার মতো শোনাল!'

'ঘোষণাই। কাল আমরা সাক্কারোদের নিয়ে মার্ফি পার্কে যাচ্ছি।'

'কাদের নিয়ে?'

'আমাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে। আশ্চর্য, সাক্কারোদের নাম এর মধ্যে ভুলে গেছ?'

'ভুলো মন তো। যাক, কিভাবে ম্যানেজ করলে ওদেরকে?'

'আজ সকালে ওদের বাসায় গিয়েছিলাম। বেল টিপলাম।'

'তারপর?'

'বেল টিপে ধরেই আছি। দরজা খোলে না। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দরজা খুলে গেল।'

'মহিলা তোমাকে ভাগিয়ে দেয় নি?'

'আরে না। মহিলা খুব ভালো। আমাকে ভেতরে যেতে বলল। জানে তো আমি কে। বলল তার বাসায় এসেছি বলে সে খুব খুশি।'

'তারপর তুমি মার্ফি পার্কে যাবার পরামর্শ দিলে?'

'ঠিক ধরেছ। ভাবলাম বাচ্চারা মজা পায় এমন কোথাও যাবার কথা বললে মহিলার সাথে সখ্যতা গড়ে উঠতে সময় লাগবে না। মহিলা তো তার ছেলেকে নিয়ে বেরুতেই চায় না।'

'কোনো কোনো মা অমনই হয়। সন্তানকে নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তা করে?'

'মহিলার বাসা যদি তুমি দেখতে! এমন ঝাকঝকে তকতকে রান্নাঘর আমি জীবনে দেখিনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, দেখে মনেই হয় না এই রান্না ঘরে মহিলা কোনোদিন রান্না করেছে। আমি পানি খেতে চাইলাম। ট্যাপ থেকে পানি এনে দিল মহিলা। এত সাবধানে গ্লাস ভরল যে এক ফোঁটা পানিও পড়ল না গ্লাসের বাইরে। তারপর পরিষ্কার ন্যাপকিন দিয়ে গ্লাস পেঁচিয়ে আমাকে পানি দিল।'

'তুমি বলা মাত্র মহিলা রাজি হয়ে গেল পার্কে যেতে ?'

'না। সাথে সাথে রাজি হয়নি। স্বামীকে ডেকে জানতে চাইল আবহাওয়ার খবর। স্বামী বলল সবগুলো খবরের কাগজে সে পড়েছে কাল আবহাওয়া ভালো থাকবে। তবে সে রেডিওর সর্বশেষ আবহাওয়াবার্তাও শুনবে।'

'সব কাগজে তাই লিখেছে ?'

'হ্যাঁ। ওরা আবহাওয়াবার্তার সমস্ত খবর জোগাড় করে রাখে দেখলাম। গাদা গাদা খবরের কাগজ ওদের বাড়িতে।'

'আর কি দেখলে ?'

জর্জের ঠাট্টা গায়ে মাখল না লিলিয়ান। সে আপন মনে বলে গেল, 'দেখলাম মহিলা আবহাওয়া ব্যুরোর সাথে ফোনে কথা বলল। তাদের কাছে আবহাওয়া সম্পর্কিত লেটেস্ট খবরাখবর জানতে চাইল। তারপর স্বামীকে খবরটা জানাল। শেষে বলল ওরা যাবে। তবে আবহাওয়ার হঠাৎ কোনো পরিবর্তন ঘটলে ফোন করবে আমাদেরকে।'

'বেশ আমরা তাহলে কাল যাচ্ছি।'

সাক্কারো পরিবারের সবাই সুশ্রী এবং হাসিখুশি মেজাজের। বাসা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জর্জদের গাড়ি দাঁড় করান। সাক্কারোরা হেঁটে এল গাড়িতে। সুদর্শন, তরুণ পরিবার প্রধানকে দেখে জর্জ তার স্ত্রীর কানে ফিসফিস করে বলল, 'তাহলে এই মানুষটিই তোমার আগ্রহের মূল কারণ।'

'হলে ভালোই হত,' হালকা গলায় বলল লিলিয়ান, 'আচ্ছা, ভদ্রলোকের হাতে ওটা কি ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পকেট-রেডিও। আবহাওয়ার খবর শোনার জন্যে এনেছে নিশ্চয়ই।'

সাক্কারোদের ছেলেটা দৌড়াতে দৌড়াতে এল। হাতে বায়ু-চাপ মাপার যন্ত্র। তিনজনে মিলে বসল পেছনের সিটে। আলাপচারিতা জমে উঠতে সময় লাগল না।

সাক্কারোদের ছেলেটা সত্যি খুব ভদ্র আর বিনয়ী। মুখচোরা টমিকে ওর পাশে ম্লানই লাগল। লিলিয়ান বেশ মজা পাচ্ছে গল্প করতে। মনে হচ্ছে এত আনন্দে সে কখনো পায়নি।

মি. সাক্কারো রেডিওর ভল্যুম কমিয়ে কানের কাছে ধরে রেখেছে। আবহাওয়াবার্তা শুনছে। তাকে একবারের জন্যেও রেডিও নামিয়ে রাখতে দেখা গেল না।

আজকের দিনটি ভারী সুন্দর। ঝকঝকে, ঝলমলে। তেমন গরমও পড়েনি। ঝিরঝির হওয়া বইছে। আকাশ নীল টলটলে। মি. সাক্কারো তার ছেলের বায়ু-চাপ মাপার যন্ত্রের দিকে সতর্ক চোখে তাকাল। নাহ্, বৃষ্টি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই।

লিলিয়ান দুই বাচ্চাকে নিয়ে পার্কের বিনোদন কেন্দ্রে ঢুকল। অনেকগুলো টিকেট কিনল। সবগুলো রাইডে চড়ল। তাকে একাই সব টিকেট কিনতে দেখে মৃদু আপত্তি করল মিসেস সাক্কারো।

'প্লীজ,' তার হাত ধরে বলল লিলিয়ান। 'এবার আমাকে আপ্যায়ন করার সুযোগ দিন। পরেরবার আপনার।'

রাইড-টাইডে চড়ে স্বামীর কাছে এসে লিলিয়ান দেখল জর্জ একা। 'আরে—' বলতে গেল লিলিয়ান। তাকে থামিয়ে দিল জর্জ। 'মি. সাক্কারো রিফ্রেশমেন্ট স্ট্যান্ডের দিকে গেছেন। তাঁকে বলেছি তোমাদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব। তোমরা এলে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে।' তার কণ্ঠ কেমন গম্ভীর শোনাল।

'কোনো সমস্যা?'

'না। কোনো সমস্যা নেই। তবে মি. সাক্কারোকে আমার একটু অদ্ভুত মনে হয়েছে।'

'কি রকম?'

'লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ পয়সাঅলা। তবে বুঝত পারছি না ওর আয়ের উৎসটা কি—'

'এখন কার বেশি কৌতূহল জাগছে, সাহেব?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না। মানে। তোমার কৌতূহল নিরসনের জন্যেই...মি. সাক্কারো বললেন উনি হিউম্যান নেচারের ছাত্র।'

'এজন্যেই এমন ভাবুক স্বভাবের আর এত এত পত্রিকা পড়েন।'

'হতে পারে। তবে ওরা যে অ্যারিজোনা থেকে আসেনি এখন তা বুঝতে পারছি।'

'ওরা অ্যারিজোনার লোক নয় ?'

'না। অ্যারিজোনার কথা বলতে ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন। তারপর হেসে উঠে জানতে চাইলেন তাঁর কথায় অ্যারিজোনার টান আছে কি না।'

লিলিয়ান কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'অবশ্য ভদ্রলোকের অ্যাকসেন্টটা ঠিক বোঝা যায় না। দক্ষিণ-পশ্চিমে স্প্যানিশ বংশের অনেক মানুষ আছে। কাজেই ওরা অ্যারিজোনার হতেও পারে। আর সাক্কারো নামটা স্প্যানিশ হওয়াও বিচিত্র নয়।'

'আমার কাছে জাপানী জাপানী মনে হয়। যাক গে, চল। ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। আরে দেখ, ওরা কি নিয়ে আসছে।'

সাক্কারোদের সবার হাতে তিনটি করে রেশমী মিঠাইর স্টিক। চিনির তৈরি গোলাপী মিঠাইগুলো ফোমের মতো ফুলে আছে। মুখে দেয়া মাত্র গলে যায়। মিষ্টির আঠাল ভাব থেকে যায় জিভে।

সাক্কারোরা একটা করে মিঠাই দিল জর্জদের। ওরা খুশি হয়ে নিল।

মিঠাই খেয়ে আরো কিছুক্ষণ পার্কে ঘুরল ওরা। গুলি করে বেলুন ফাটাল, ছবি তুলল, টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করল গলা, এমনকি পাঞ্জাও লড়ল।

ঘোরাঘুরি করে খিদে পেয়ে গেছে টমির। সে হট-ডগ খাবে। জর্জ তাকে হট-ডগ কেনার পয়সা দিল। দোকানের দিকে ছুটল টমি। টমির সঙ্গে সাক্কারো পরিবারও গেল।

'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না,' বলল জর্জ। 'আবার যদি ওরা রেশমী মিঠাই কিনে আনে স্রেফ বমি করে দেব আমি।'

'জানি। তবে ওরা এবার শুধু বাচ্চাদের জন্যে মিঠাই কিনছে,' বলল লিলিয়ান। কাছেই রিফ্রেশমেন্ট স্ট্যান্ড। সাক্কারোদের দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি মি. সাক্কারোকে হামবার্গার খাওয়াতে চাইলাম। উনি মুখ অন্ধকার করে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন। খাবেন না।' বলল জর্জ।

'আর আমি মিসেস সাক্কারোকে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাওয়ার কথা বলতেই উনি এমন জোরে লাফ মেরে উঠলেন যেন ড্রিংকটা আমি তাঁর মুখে ছুঁড়ে মেরেছি,' বলল লিলিয়ান। 'আসলে এরকম জায়গায় ওরা আগে কখনো আসেনি তো তাই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সময় লাগছে।'

'রেশমী মেঠাই বোধহয় ওদের খুব প্রিয়। তাই খালি ওগুলোই আছে।'

'হতে পারে,' সাক্কারোদের দিকে পা বাড়াল জর্জ। 'বৃষ্টি আসছে, লিলি।'

মি. সাক্কারো রেডিও চেপে রেখেছে কানে, উদ্বেগ নিয়ে বারবার পশ্চিম আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। জর্জদের দেখে যেন ধরে প্রাণ ফিরে পেল। বলল এখনই বাড়ি ফিরতে চায়। কারণ আকাশের মতি-গতি সুবিধের ঠেকছে না। ঝড় আসতে পারে। মিসেস সাক্কারো প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল। অভিশাপ দিতে লাগল আবহাওয়া বিভাগের লোকজনকে। তাদেরকে সান্ত্বনা দিল জর্জ, 'স্থানীয় আবহাওয়া সম্পর্কে আগেভাগে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল। বৃষ্টি নাও আসতে পারে। আর আসলেও আধঘণ্টার বেশি ঝরবে বলে মনে হয় না।'

এ কথা শুনে কেঁদে ফেলল সাক্কারোদের ছেলে। আর মিসেস সাক্কারো চোখে রুমাল চেপে ফোঁপাতে লাগল।

বৃষ্টিতে এদের এত ভয় কেন, অবাক হয়ে ভাবল জর্জ। সে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে। বাড়ি চলুন তাহলে।'

ফিরতি যাত্রাটা হল খুবই নিরানন্দময়। কেউ কোনো কথা বলল না। মি. সাক্কারো বেশ জোরেই রেডিও ছেড়েছে, সব ঘোরাচ্ছে স্টেশন থেকে স্টেশনে, আবহাওয়া সংবাদ শুনছে। আবহাওয়াবার্তায় বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে।

সাক্কারোদের ছেলের বায়ু চাপ মাপার যন্ত্র অর্থাৎ ব্যারোমিটারের কাঁটা দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। মিসেস সাক্কারো থুতনির ওপর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। জর্জকে অনুরোধ করছে আরো জোরে গাড়ি চালানর জন্যে।

হঠাৎ বাতাস উঠল, ধুলোয় ভরে গেল সামনের রাস্তা। ওরা তখন ওদের বাড়ির রাস্তায় চলে এসেছে। বাতাসে শুকনো পাতা উড়তে লাগল। আকাশের বুক চিরে ঝিলিক দিল বিদ্যুৎ।

জর্জ বলল, 'আর দু'মিনিটের মধ্যে বাসায় পৌঁছে যাবেন, বন্ধুগণ। দুশ্চিন্তা করবেন না।'

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলল জর্জ। এই গেট ধরে সোজা রাস্তা চলে গেছে সাক্কারোদের বাড়ির দিকে। হঠাৎ টপ করে একটা ফোঁটা পড়ল ওর মাথায়। ঠিক সময়েই চলে এসেছি, ভাবল জর্জ।

কাঁপতে কাঁপতে গাড়ি থেকে নামল। সাক্কারো পরিবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ দিল জর্জদের। তারপর রাস্তার শেষ মাথায়, নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে পড়ি মড়ি করে দৌড় দিল।

'সত্যি,' বলল লিলিয়ান, 'এরা বৃষ্টি যে এত ভয় পায়...'

লিলিয়ানের কথা শেষ হল না, আকাশ ফুটো করে বড় বড় ফোঁটা নিয়ে ঝুপঝুপিয়ে নেমে এল বৃষ্টি। যেন স্বর্গের বাঁধ হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়েছে। ড্রাম পিটানর শব্দে জর্জদের গাড়ির ওপর ঝমঝমিয়ে পড়তে লাগল জল ধারা। সাক্কোরা পরিবার অর্ধেক পথও যেতে পারেনি, দাঁড়িয়ে পড়ল। হতাশ হয়ে তাকাল ওদের শরীরের দিকে।

বৃষ্টিতে ওদের মুখগুলো ঝাপসা দেখাল; ঝাপসা এবং সঙ্কুচিত। ছোট হয়ে আসছে ওরা। তিনজনের শরীরই কুঁচকে ছোট হয়ে গেল, গা থেকে খসে পড়ল জামাকাপড়। তারপর তিনটে স্তূপ হয়ে পড়ে রইল রাস্তার ওপর।

নিজেদের গাড়িতে বসে অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা আতঙ্কিত হয়ে দেখল জর্জ পরিবার। লিলিয়ান কোনো মতে ফিসফিস করে বলল, 'ওরা চিনি দিয়ে তৈরি! তাই পানিতে গলে যাবার ভয় পাচ্ছিল!'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইনসার্ট নব এ ইন হোল বি

স্পেসস্যুটে কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল ডেভ উডবারি এবং জন হ্যানসেনকে। মালবাহী নভোযান থেকে ঝুলন্ত বিশাল বাক্সের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে রইল তারা। বাক্সটা ধীরে ধীরে এয়ারলকে ঢুকল। প্রায় এক বছর তারা মহাকাশ স্টেশন এড-এ কাটাচ্ছে। তারা বুঝতে পেরেছে ফুটো হয়ে গেছে জলচাষের টাব, এয়ার জেনারেটরগুলো অবিরাম গুণগুণ করে যাচ্ছে এবং বন্ধ হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝে।

'কিছুই কাজ করছে না,' কাতর স্বরে বলল উডবারি। 'কারণ সবকিছুই আমরা নিজেদের হাতে বানিয়েছি।'

'নির্দেশ অনুসারে', যোগ করল হ্যানসেন। 'একজন আহাম্মকের লেখা কাগজ দেখে।'

নিঃসন্দেহে সেখানে অভিযোগ করার অনেক কারণ ছিল। সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় হল মহাকাশযানের যে রুমটা মালপত্রের জন্যে বরাদ্ধ, সেখানে সব যন্ত্রপাতিই পাঠান হয়েছে খুচরোভাবে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। যন্ত্রপাতিগুলো তৈরি করা হয়েছিল স্টেশনে, একেবারে আনাড়ি হাতে। যন্ত্রপাতি ছিল অপর্যাপ্ত আর এগুলো তৈরি করার জন্যে নির্দেশনা কাগজগুলোও ছিল অস্পষ্ট এবং বিদঘুটে।

হ্যানসেন যে সঠিক বিশেষণটি যোগ করেছে সেটির ব্যাপারে দুঃখে লিখিত অভিযোগ করেছিল উডবারি। আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করেছিল স্টেশন থেকে মুক্ত করে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিতে।

পৃথিবী থেকেও উত্তর এসেছে, একটি বিশেষ রোবট বানান হয়েছে। রোবটটার রয়েছে পজিট্রনিক ব্রেইন এবং যেকোনো মেশিনের বিচ্ছিন্ন অংশ জোড়া দেবার মতো জ্ঞান।

www.BanglaBook.org

রোবটটা এখন বড় বাক্সটা খালি করছে আর এয়ারলকের পেছনে দাঁড়িয়ে আতংকে কাঁপছে উডবারি।

'প্রথমে,' বলল সে। 'খাবারের অংশগুলো দিয়ে এটা ভরতে হবে, তারপর জোড়া দিতে হবে দরজার হাতলের সাথে, ফলে আমরা জ্বালানি বাঁচাতে পারব।'

স্টেশনে ঢুকল ওরা। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাক্সের উপর। যত্নতত্নভাবে হাতড়াতে লাগল ডিমলিক্যুলাইজার রডগুলো যাতে তাদের বিশেষ রোবটটি ধাতব এটমের স্পর্শে নষ্ট হয়ে না যায়।

বাক্সটা খুলে গেল!

আর ওটার মধ্যে রয়েছে পাঁচশ' আলাদা আলাদা যন্ত্রাংশ এবং যন্ত্রের অংশগুলো জোড়া লাগাবার একটা অস্পষ্ট ও বিদঘুটে নির্দেশনা কাগজ।

অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

গিমিকস থ্রি

'এস, এস,' নরম সুরে বলল শাপুর। 'আমার সময় নষ্ট করছ তুমি। সেই সাথে তোমারটাও। তোমার হাতে আর মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে।' লেজ নাড়াল সে।

'এটা ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন নয়?' চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ইসিডর ওয়েলবি।'

'আগেই বলেছি ওটা তা নয়।' জবাব দিল শাপুর।

এ নিয়ে একশোবার ব্রোঞ্জের নিরেট দেয়ালটার দিকে তাকাল ওয়েলবি। চারপাশে দেয়ালটা ঘিরে আছে ওকে। দানবটা ওকে বেশ উৎকট আনন্দের সাথে চিনিয়ে দিচ্ছিল কোনটা মেঝে, কোনটা ছাদ। দেয়ালগুলোর আসলে কোনো আকার নেই। দুই ফুট পরু ব্রোঞ্জের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি ওগুলো, এক সাথে জোড়া লাগান।

এটা একটা বন্ধ ঘর। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে আর মাত্র আধঘণ্টা সময় আছে ওয়েলবির হাতে।

দশ বছর আগের ঘটনা। ওই দিন দানবের কাগজে সই করতে হয়েছিল ইসিডর ওয়েলবিকে।

'তোমাকে আমরা আগাম টাকা দেব,' লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে বলেছিল শাপুর। এই দশ বছর তুমি যা চাইবে, পাবে। তারপর আমাদের মতো দানব হয়ে যেতে হবে তোমাকে। তুমি হবে আমাদের একজন। নতুন নাম পাবে, শক্তি পাবে। আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। তুমি নরকে এসেছ বুঝতেই পারবে না। তবে চুক্তিপত্রে এই না করলে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে তোমাকে। তুমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানতেই পারবে না...সে যাক। আমাকে দেখ। আমি কিন্তু মন্দ নেই। আমিও সই করেছিলাম। দশ বছর মর্ত্যলোকে কাটিয়েছি। তারপর এখানে এসেছি। আমি খারাপ নেই কিন্তু।'

'আমাকে যদি নরকেই পাঠাবে তা হলে সই করানোর জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ কেন?' প্রশ্ন করল ওয়েলবি।

'নরকের বাসিন্দা হওয়া খুব সহজ কাজ নয়,' কাঁন ঝাঁকাল দানব, হালকা সালফার ডাই অক্সাইডের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। 'স্বর্গে যাবার জন্যে সবাই বাজি ধরে। কিন্তু বাজিতে খুব কম লোকেই জেতে। তবে আমরা নরকের কর্মচারী তথা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজনকে পেয়ে গেছি। তবু প্রত্যাশিত সংখ্যাটা পূরণ হচ্ছে না। তাই তোমার কাছে আসা।'

ওয়েলবি সেনাবাহিনীর চাকিরটা ছেড়ে এসেছে। ওর প্রেমিকা ওকে বিদায়ের চিঠি লিখেছে। তখন আর তার কোনো পিছুটান নেই। কাজেই সে নরকের চুক্তিপত্রে সই করে দিন।

তবে চুক্তিপত্রটি আগে পড়ে নিতে ভুলল না ওয়েলবি। নিজের রক্ত দিয়ে সই করার পরে কিছু বিশেষ দানবীয় ক্ষমতার অধিকার হবে ওয়েলবি। তবে শক্তির ব্যবহার কিভাবে করা হবে বা শক্তির প্রকৃতি কি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই ওয়েলবির। তবে সে এটুকু জানে তার ইচ্ছেগুলো পূরণ করা হবে।

দানব শাপুর ওয়েলবিকে জানাল, তারা ওয়েলবির ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখবে। দেখবে দশ বছর পরে যে কাজ করতে হবে দানবদের জন্যে, সে জন্যে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করেছে ওয়েলবি। তবে কি কাজ করতে হবে সেটা শাপুর জানাল না। বলল, 'তুমি দশ বছর সময় পাবে তোমার শক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্যে। গোটা ব্যাপারটা দেখতে হবে প্রবেশাধিকারের যোগ্যতা হিসেবে।'

'পরীক্ষায় যদি পাস না করি, তখন?'

'সেক্ষেত্রে,' জানাল দানব, 'নরকের সাধারণ একটা আত্মায় পরিণত হবে মাত্র। তবে পরীক্ষাটি কঠিন কিছু নয়। তোমাকে আমরা নরকের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে চাই।'

দশ বছর পরে কি আছে কপালে তা নিয়ে বিশেষ ভাবল না ওয়েলবি। সই করে দিল কাগজে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশ বছর কেটে গেল বেশ দ্রুত। দানব যা যা বলেছিল তাই ঘটল। ওয়েলবি খুব ভালো একটা অবস্থানে চলে এল। আর সে সব সময় ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে বলে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের একটি অবস্থানে বসার সুযোগও পেয়ে গেল।

ওয়েলবি যা বিনিয়োগ করেছিল তার কয়েক গুণ ফিরে এল। এমনকি তার প্রেমিকাও চলে এল তার কাছে যার আশাই ছেড়ে দিয়েছিল সে।

সুখি দাম্পত্য জীবন কাটাল ওয়েলবি। চার সন্তানের বাপ হল। দুটি ছেলে, দু'টি মেয়ে। সবাই খুব বুদ্ধিমান।

দশ বছর পরে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হল ওয়েলবি। খ্যাতি-যশ-অর্থ সবাই পেল সে।

দশ বছর পরের কোনো এক দিনে ঘুম থেকে জেগে ওয়েলবি দেখে সে নিজের বিছানায় নয়, শুয়ে আছে সেই ভয়ংকর ব্রোঞ্জের চেম্বারে। তার পাশে সেই দানব।

'এবার তোমার বেরিয়ে পড়ার সময় হয়েছে,' বলল শাপুর। 'এরপর তুমি আমাদের একজন হয়ে যাবে।'

'আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা আমাকে দেখতে না পেলে খুবই মর্মাহত হবে,' বলল ওয়েলবি। এবার তার একটু একটু অনুতাপ হতে শুরু করেছে।

'ওরা দেখবে তুমি মরে গেছ,' সান্ত্বনার সুরে বলল দানব।

'সবাই ভাববে হার্টঅ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে তোমার। খুব সুন্দরভাবে তোমার শেষ-কৃত্য পালন করা হবে। যাজক তুমি যাতে স্বর্গে যেতে পার সেজন্যে প্রার্থনা করবেন। যাকগে, ওয়েলবি। তোমার হাতে সময় আছে মাত্র দুপুর পর্যন্ত।'

ওয়েলবির কেন যেন তেমন ভয় করছে না এখানে হঠাৎ নিজেকে দেখে। সে চারপাশে একবার চেখে বুলাল। 'এই ঘরটি কি সম্পূর্ণ বন্ধ? কোনো ফাঁকফোকর নেই বেরিয়ে যাবার?'

'মেঝে, ছাদ বা দেয়ালে কোনো ফাঁক-ফোকর নেই,' তাকে জানাল দানব। 'কেন তুমি কি আশা ছেড়ে দিচ্ছ?'

'না, না, ঠিক তা নয়। আমাকে একটু সময় দাও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েলবির মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে। ঘরের মধ্যে বাতাস আছে। বাতাস আসছে কোত্থেকে ? হয়তো দেয়াল থেকে ডিম্যাটেরিয়ালাইজ হয়ে ভেতরে ঢুকছে। দানবটাও হয়তো একই পদ্ধতিতে ঢুকেছে। ওয়েলবিকে হয়তো ডিম্যাটেরিয়ালাইজ হয়েই বেরুতে হবে। সে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করল দানবকে, হাসল শাপুর। 'ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন তোমাদের শক্তির অংশ নয়। ভেতরে ঢুকতে ওই শক্তিও আমি ব্যবহার করিনি।'

'তাহলে ?'

'এই ঘরটা নিজের হাতে তৈরি করেছি আমি,' অহংকারী গলায় জানাল দানব। 'বিশেষ করে তোমার জন্যে বানান হয়েছে।'

'বাইরে থেকে ঢুকেছ তুমি ?'

'হ্যাঁ।'

'দানব শক্তি ব্যবহার করে, না ?'

'অবশ্যই। শোনো, তুমি ম্যাটারের ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারবে না। তবে নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে যে কোনো ডাইমেনশনের ভেতরে যেতে পারবে। তুমি নড়াচড়া করতে পারবে, যেতে পারবে ডানে-বামে। তবে ম্যাটারের মধ্যে যেতে পারবে না কখনো।'

ওয়েলবি বলল, 'এখন থেকে ফেলে আসা দশটি বছরের স্মৃতি-চারণ করেই কাটিয়ে দিতে হবে নরকে, তাই না ?'

'তা কেন হবে ?' বলল দানব। 'সান্ত্বনা পাবার সুবিধেটুকু অর্জন করতে পারলে নরক আর নরক বলে মনে হবে না। মানুষ শয়তানের সাথে চুক্তি করে পৃথিবীতে যা অর্জন করে, ধরো তোমার মতোই, সে একই জিনিস পেতে পারে ওই চুক্তিপত্র ছাড়াই, যদি ঠিক মতো পরিশ্রম করে এবং ওপরঅলার ওপর ভরসা থাকে।' বলে হাসল দানব। মনে হল ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর।

রাগী গলায় বলল ওয়েলবি, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ তোমার চুক্তিপত্রে সই না করলেও আমার স্ত্রী আমার কাছে ফিরে আসত ?'

'হয়তো,' বলল শাপুর। 'সবকিছুই ঘটে তাঁর ইচ্ছায়-মানে ওপরঅলার ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই।'

www.BanglaBook.org

ঠিক ওই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওয়েলবি ঘর খালি রেখে। ভয়ানক অবাক হল দানব। বিস্ময় পরিণত হল ক্রোধে, নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে। ওয়েলবির সাথে করা চুক্তিপত্রটি সে তখনো ধরে আছে।

শাপুরের সঙ্গে ওয়েলবির চুক্তিতে সই করার দশ বছর পরের ঘটনা। দানব ওয়েলবির অফিসে ঢুকেই খ্যাকখ্যাক করে উঠল, 'এই যে—' ওয়েলবি মুখ তুলে চাইল। তাকে বিস্মিত দেখাল।

'কে তুমি?'

'আমি কে তা তুমি ভালোই জান,' বলল শাপুর।

'নাহ্। ঠিক চিনতে পারছি না,' বলল ওয়েলবি।

দানব কটমট করে তাকাল ওয়েলবির দিকে।

'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছ। তবে বিস্তারিত ব্যাখ্যার সময় আমার নেই।' সে দশ বছর আগের ঘটনা নিমিষে মনে করিয়ে দিল ওয়েলবিকে।

ওয়েলবি বলল, 'ও, আচ্ছা। এখন মনে পড়েছে সব। তবে ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব। কিন্তু কথার মাঝখানে বাগড়া দেবে নাতো?'

'দেব না,' মুখ অন্ধকার করে বলল দানব।

'আমি ওই বন্ধ ব্রোঞ্জের ঘরে বসে ভাবছিলাম তুমি ঘরের চার দেয়াল, মেঝে এবং ছাদের কঠিনত্ব কিভাবে ব্যাখ্যা করছিলে,' শুরু করল ওয়েলবি। 'আমি ভাবছিলাম তুমি বারবার একই কথা বলছ কেন? এই দেয়াল, মেঝে এবং ছাদের বাইরে কি আছে? তুমি থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেসের কথা বলছিলে।

'থ্রি ডাইমেনশনাল। ঘরটি ফোর্থ ডাইমেনশনাল দিয়ে অবরুদ্ধ নয়। তার মানে অতীতে এটার কোনো উপস্থিতি নেই। বলেছিলে ঘরটা তৈরি করেছ আমার জন্যে। কাজেই যে লোক অতীত থেকে ঘুরে আসবে, তার কাছে থ্রি ডাইমেনশনাল এই ঘরটির অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। আর থাকলেও ওই ঘর থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারবে সহজে।

'তাছাড়া তুমি বলেছিলে, আমি যে কোনো ডাইমেনশনে যাবার ক্ষমতা রাখি। আর যে মুহূর্তে আমি অতীতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম, দেখলাম আমার আশপাশে কোথাও ব্রোঞ্জের ঘরটা নেই।'

www.BanglaBook.org

রাগে চেঁচিয়ে উঠল শাপুর, 'এখন সব কথা বুঝতে পারছি। ওভাবে ছাড়া পালাতে পারতে না তুমি। তুমি সাধারণ কোনো আত্মা নও। তুমি আমাদের একজন সদস্য। আমাদের একজন। এজন্যে তোমাকে মজুরী দেয়া হয়েছে। তোমাকে নরকে নিয়ে না গেলে আমার ভীষণ বিপদ হবে।'

শ্রাগ করল ওয়েলবি, 'দুঃখিত। তবে তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারছি না। কাগজে সই করার পরেই তুমি ব্রোঞ্জের ঘরটা আমার জন্যে তৈরি করেছ। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তোমার সঙ্গে এক করছিলাম। তুমি চুক্তিপত্রটা আমার দিকে ঠেলে দিচ্ছিলে। আমার ওই মুহূর্তে খুব অশ্বস্তি লাগছিল। ওই সময় অতীতের দিকে চলে গিয়েছিলাম আমি। ভবিষ্যৎ আমার কাছে ফিঁকে হয়ে আসছিল। ভবিষ্যতে কি হচ্ছিল মনে নেই আমার। তবে অশ্বস্তি লাগছিল আমার সেটুকু মনে আছে। আর এটুকু মনে আছে আসলে তোমার চুক্তিপত্রে আমি সই করিনি।'

দাঁতে দাঁত ঘষল দানব। 'আসলে ব্যাপারটা আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। প্রবাবিলিটি প্যাটার্ন দানবদের যদি প্রভাবিত করত, তোমাকে নতুন যদি'র পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিতাম আমি। তখন এটুকুই বলতে পারি, তুমি দশটি সুখি বছর হারিয়েছ। এটা একটা সান্ত্বনা। আর তোমাকে আমরা এক সময় পাবই। এটা আরেকটা।'

'নরকে সান্ত্বনা আছে নাকি?' বলল ওয়েলবি, 'যে দশটা বছর আমি কাটিয়েছি, তা থেকে কি অর্জন করেছি তার কিছুই আমার মনে নেই। তবে তোমার কথায় এখন মনে পড়ছে তুমি সেই ব্রোঞ্জের ঘরে বসে আমাকে বলেছিলে দানবীয় চুক্তিপত্র সে সব ক্ষেত্রে কাজে আসবে না যদি একজন নিজের চেষ্টার বড় হয় এবং ওপরঅলার প্রতি বিশ্বাস থাকে। আমি পরিশ্রমী এবং নিজের চেষ্টায় বড় হয়েছি।'

ওয়েলবি তার সুন্দরী স্ত্রী এবং চার ছেলেমেয়ের ছবির দিকে তাকাল। তারপর দৃষ্টি ঘুরে এল তার বিলাসবহুল অফিস ঘরে। 'আর আমি নরক থেকেও পালিয়ে এসেছি। কাজেই তোমার এখন কিছুই করার নেই।'

এই কথা শুনে একটা বিকট চিৎকার দিল দানব, তারপর ছুটে পালাল। আর ফিরে এল না।

BanglaBook.org

অনুবাদ : রফিকুল ইসলাম

www.BanglaBook.org

ইট ইজ কামিং

এক

তবু রক্ষে, শেষমেষ শুনতে পেলাম আসল ব্যাপারটা। দূরের কোনো তারা থেকে আসছে না ওটা। আসলে আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যের যে সীমাহীন ব্যাপ্তি, সেখানে বছরের পর বছর সময় নিয়ে আলোক-বর্ষ দূরত্ব পেরিয়ে কোনো সঙ্কেত আমাদের কাছে এসে পৌঁছে না। এবারো তাই হল।

সঙ্কেত এসেছে আমাদের নিজস্ব সৌরজগৎ থেকে। কিছু একটা (তা যাই হোক না কেন) রয়েছে আমাদের সৌরজগতে এবং এগিয়ে আসছে ক্রমশ। পৃথিবীর আশেপাশেই রয়েছে ওটা। মাস পাঁচেকের ভেতর হয় ওটার গতি বেড়ে যাবে, নয়তো দিক বদলে চলে যাবে অন্য দিকে।

এখন আমাদের কিংকর্তব্য ঠিক করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওই জিনিসটার ব্যাপারে। দায়িত্ব বর্তেছে জোসেফাইন, মাল্টিভ্যাক এবং আমার ওপর।

আমরা অন্তত সতর্ক হতে পেরেছি জিনিসটার ব্যাপারে। ওটা (তা যাই হোক না কেন) যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে আসত—ধরুন, ১৯৮০ সালের দিকে পৌঁছুত—এত শিঘ্রী ওটার উপস্থিতি টের পাওয়া যেত না, হয়তোবা আদৌ ধরাই যেত না। মস্কো সাগরে রয়েছে রেডিও টেলিস্কোপের বিশাল কাণ্ডকারখানা। এই টেলিস্কোপের মাধ্যমে চাঁদের ওপারে আবিষ্কৃত হয়েছে সঙ্কেত। এবং যে টেলিস্কোপে এই সঙ্কেত ধরা পড়েছে, সেটা ওই জিনিসটার ওপর নজর রাখছে মাত্র পাঁচ বছর ধরে।

কিন্তু অজ্ঞাত ওই জিনিসটার ব্যাপারে যা কিছু করার, করছে শুধু মাল্টিভ্যাক, রকি পর্বতমালার ভেতর নিজস্ব ডেরায় রয়েছে ওটা। সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যোতির্বিজ্ঞানী এক যোগে বলছেন, সঙ্কেতগুলো যেহেতু নিয়মিত আসছে না এবং এলোপাতাড়ি ভাবও নেই ওতে, কাজেই সম্ভবত কোনো মেসেজ রয়েছে এই সঙ্কেতে। এখন এই সঙ্কেত থেকে মেসেজ উদ্ধারের কাজটাই চালিয়ে যাচ্ছে মাল্টিভ্যাক, যদি আদৌ সম্ভব হয় মেসেজের মর্মোদ্ধারের।

মেসেজটা যাই হোক না কেন, অবশ্যই ইংরেজি বা চীনা কিংবা রুশ ভাষায় লেখা হয়নি। আসলে পৃথিবীর কোনো ভাষাই নেই এই মেসেজে। মেসেজটা ভাষান্তর করতে গিয়ে মাইক্রোওয়েভ পালসগুলো থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা এই মেসেজ থেকে কোনো ছবি বের করার চেষ্টাও বিফলে যাচ্ছে। কিন্তু তাহলে এই সঙ্কেতগুলো পাঠানোর অর্থটা কি ? যদি এই মেসেজে সত্যিই কোনো ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই কোনো ভিনগ্রহের ভাষা। আর যদি এই মেসেজের পেছনে সত্যিই কোনো বুদ্ধিমত্তা কাজে লেগে থাকে সেটাও সম্পূর্ণ কোনো ভিনগ্রহবাসীর মগজ।

এদিকে সাধারণ মানুষকে ঘটনাটা বোঝান হয়েছে অন্যভাবে। তারা জানে, দূরের কোনো কক্ষপথ থেকে কৌনিকভাবে ছুটে আসছে একটা গ্রহাণু। তবে পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষের কোনো সম্ভাবনা নেই।

তা যাই হোক, এই দৃশ্যপটের আড়ালে চলছে নানারকম কর্মতৎপরতা। গৃহবিষয়ক সভায় ইউরোপিয় প্রতিনিধিরা যে মনোভাব দেখিয়েছে, তাতে অজ্ঞাত এই সঙ্কেতের ব্যাপারে কোনো কিছু করার দরকার নেই। জিনিসটা যখন আসবে, তখন দেখা যাবে কি করা যায়। ইসলামিক রিজিয়ন বলছে বিশ্বপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে। সোভিয়েত এবং আমেরিকা যৌথভাবে পুরো ব্যাপারটাকে ছেড়ে দিতে বলছে কম্পিউটারের ওপর। কম্পিউটারই বিশ্লেষণ করে দেখুক—কি করা উচিত।

আর এই কম্পিউটার বলতে বোঝাচ্ছে মাল্টিভ্যাকের কথা।

সমস্যা হচ্ছে, মাল্টিভ্যাককে সত্যি বলে কেউই বুঝতে পারে না। কলোরাডোতে মাইল তিনেক লম্বা এক কৃত্রিম গুহায় বসে ক্রমাগত ঝিলিক দিচ্ছে ওটা, সেই সাথে ক্লিক্ ক্লিক্ করে চালিয়ে যাচ্ছে কাজ। ওটার হিসেবে-কিতেবের ওপর নির্ভর করেই চলছে গোটা দুনিয়া। কেউ জানে না, এই দানব কম্পিউটার পৃথিবীটাকে ঠিকমতো চালাচ্ছে, নাকি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেহাল অবস্থায় রেখেছে। তাই বলে কোনো মানুষ বা মানব গোষ্ঠি অর্থনীতি বিষয়ক কোনো সিদ্ধান্তের দায়দায়িত্ব নেয়ার সাহস করে না। ফলে মাল্টিভ্যাকই রয়ে গেছে এই গুরুদায়িত্বে।

নিজের ভুলত্রুটি নিজেই ধরে মাল্টিভ্যাক, কলকব্জা বিগড়ে গেলে নিজেই ঠিক করে নেয়, প্রয়োজনে প্রসারিত করে নিজের কাঠাম। মানুষ শুধু ওটার চলনশক্তি যোগায় এবং বাড়তি যন্ত্রাংশের যোগান দেয়। একদিন মাল্টিভ্যাক এই কাজ দুটোও সেরে নিতে পারবে।

মাল্টিভ্যাকের সাথে মানুষ বলতে আছি আমরা দু'জন। জোসেফাইন এবং আমি। মাল্টিভ্যাকের প্রয়োজন অনুসারে তার প্রোগ্রাম সাজিয়ে দিই আমরা। ওটা নতুন কোনো ডাটা নিতে চাইলে, দেই খাইয়ে নতুন ডাটা। কোনো কিছুর ব্যাখ্যা চাইলে ব্যাখ্যাও দিয়ে দিই।

দূর থেকেই একাকী সবকিছু পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে মাল্টিভ্যাকের। কিন্তু সেটা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্বের সব মানুষ চায়, সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকুক। এজন্যে তারা মানুষের কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে একজনকে রাখতে চায় মাল্টিভ্যাকের সাথে।

সেই একজন হচ্ছে জোসেফাইন ডুরে, যে পৃথিবীর অন্য যে কারো চেয়ে বেশি জানে মাল্টিভ্যাক সম্পর্কে। তাই বলে মাল্টিভ্যাক সম্পর্কে সে যে খুব বেশি জানে, তা কিন্তু নয়। মাল্টিভ্যাককে নিয়ে একাকী কেউ পড়ে থাকলে, সে পাগল হয়ে যাবে শিগ্রী। এজন্যে জোসেফাইনের সাথে আমিও আছি। আমি ব্রুস ডুরে, জোসেফাইনের স্বামী—পেশায় ইলেকট্রিক্যাল, জোসেফাইনের কাছ থেকে শিখে শিখে এখন মাল্টিভ্যাক বিশেষজ্ঞ।

আমরা চাই না, ভিনগ্রহ থেকে আসা সঙ্কেতগুলোর মর্মোদ্ধারের দায়দায়িত্ব সব আমাদের ঘাড়ে এসে চাপুক। এ ব্যাপারে শুধু মাল্টিভ্যাকই যা করার করবে, যদি করতে পারে ওটা। আমরা দু'জন আছি শুধু মাল্টিভ্যাক এবং বিশাল মানবগোষ্ঠির মাঝখানে।

একবার ভিনগ্রহ থেকে আসা দুর্বোধ্য সঙ্কেতগুলো দিয়ে একটা প্রোগ্রাম সাজালাম মাল্টিভ্যাকের ভেতর, কিন্তু কাজটা সারার মতো কোনো যন্ত্রপাতি বা কৌশল নেই ওটার। জোসেফাইন এ ব্যাপারে কসরত করল খুব, আমি ওকে সাহায্য করলাম একাজে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোসেফাইন ভুরু কুঁচকে বলল, 'সব মিলিয়ে আমি যা করতে পারি, ব্রুস, তা হচ্ছে—সঙ্কেতগুলোর বিন্যাস এবং সমাবেসের ব্যাপারে মাল্টিভ্যাককে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া এবং স্থানীয় নিয়মমাফিক কোনো কাজ কিংবা কোনো কাজের পুনরাবৃত্তির সাথে সঙ্কেতগুলো সঙ্গতিপূর্ণ কি না—সেটা দেখা।'

চেষ্টা করে গেল মাল্টিভ্যাক। আমরা অন্তত ধরে নিলাম, চেষ্টা চালিয়েছে ওটা। কিন্তু ফলটা বেরোল নেগেটিভ। স্ক্রীনে যা ফুটে উঠল এবং প্রিন্টআউট যা বেরোল, তা হচ্ছে—'কোনো প্রকার ভাষান্তর সম্ভব নয়।'

সপ্তা তিনেক পর নিজের বয়সের দিকে তাকাল জোসেফাইন। ধুসর চুলগুলোকে মুঠি করে ধরে এমন ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে তাকাল, ওর এমন সঙ্কুচিত ভাব এর আগে কখনো দেখিনি। ব্যাকুল কণ্ঠে ও বলল, 'আমরা একদম শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, খুব শিগ্রী কিছু একটা করতে হবে আমাদের।'

সকালের নাশতা সারছিলাম আমরা। স্ক্র্যাম্বলড ডিমে কাঁটাচামচ চালিয়ে বললাম, 'বুঝলাম, কিন্তু করবটা কি?'

ও বলল, 'ব্রুস, ওরা যেই হোক না কেন, আমাদের ধরে নিতে হবে, প্রযুক্তির দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে ওরা এগিয়ে এবং সম্ভবত আমাদের চেয়ে ওদের জ্ঞানবুদ্ধিও বেশি। সঙ্কেতগুলো আসছে দূরের কোনো জায়গা থেকে। সেখানে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই আমাদের। তবে আমরা যদি কোনো সঙ্কেত পাঠাই, সম্ভবত ভাষান্তর করতে পারবে ওরা।'

'হতে পারে,' বললাম আমি।

'হতে পারে না। পারবে ওরা—হ্যাঁ!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ জোসেফাইনের। 'কাজেই আমরা সঙ্কেত পাঠাব ওদের কাছে। এরা ভাষান্তর করবে এই সঙ্কেত, তারপর আমাদের পদ্ধতিতে সঙ্কেত পাঠাবে ওরা।'

অর্থ সচিবের সাথে যোগাযোগ করল জোসেফাইন। তিনিই আমাদের বস। সব শুনে তিনি বললেন, 'কাউন্সিলের কাছে আমি বলতে পারব না এসব। তাঁরা শুনবেন না এই পরামর্শ। অজ্ঞাত এই সঙ্কেত প্রেরণকারীদের সম্পর্কে কিছু না জেনে আমাদের সব তথ্য আমরা জানাতে পারি না ওদের। এমনকি আমরা যে এখানে আছি, এটাও জানান উচিত নয়।'

www.BanglaBook.org

জোসেফাইন আন্তরিক কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু আমরা যে এখানে আছি, ওরা জানে এটা। ওরা তো আসছে। কিছু বুদ্ধিমান প্রাণী হয়তোবা একশো বছর ধরেই জানে আমাদের এই অবস্থানের কথা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের রেডিও সঙ্কেতগুলো যখন বিপথগামী হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকেই হয়তোবা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানে ওরা।'

'তাই যদি হয়ে থাকে,' বললেন অর্থ সচিব। 'তাহলে আর অযথা বাড়তি সঙ্কেত পাঠান কেন?'

'লিকআউট হয়ে যাওয়া সঙ্কেতগুলো তো সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নয়, অর্থহীন জট পাকান কিছু শব্দ। ওদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে অবশ্যই আমাদের সুচিন্তিতভাবে কোনো সঙ্কেত পাঠান উচিত।'

'না, মিসেস ডুরে,' বললেন তিনি। 'কাউন্সিল এটা বিবেচনা করবে না এবং আমি এব্যাপারে কোনো সুপারিশ করব না, এমনকি উল্লেখও করব না বিষয়টা।'

ব্যস, অর্থ সচিবের সাথে যোগাযোগ শেষ।

ফাঁকা স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে জোসেফাইনকে বললাম, 'তুমি তো জান, ঠিকই বলেছেন তিনি। তাঁরা মোটেও পাত্তা দেবেন না এটা। বরং সেক্রেটারির যে ভালোমানুষী ইমেজ রয়েছে তাঁদের কাছে, সেটা ক্ষুণ্ণ হবে।'

জোসেফাইন রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তাঁরা কিছুতেই থামাতে পারবেন না আমাকে। মাল্টিভ্যাককে যদ্দুর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তা করে থাকি আমি, এবং যেভাবেই হোক মাল্টিভ্যাকের মাধ্যমে মেসেজ আমি পাঠাবই।'

'এর ফলটা কি হবে, জান? চাকরি থাকবে না, জেলে যেতে হবে—বিচার হবে প্রচলিত আইনে।'

'যদি তাঁরা ধরতে পারেন, করবেন বিচার। কিন্তু আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ওই মেসেজের অর্থ। এটা সম্পূর্ণ যৌক্তিক ব্যাপার। এতে ওই রাজনীতিবিদরা ভয় পেলে পাক্গা, আমি পাই না।'

আমার মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীকে একটা ঝুঁকির ভেতর ফেলে দিচ্ছি। অবশ্যি আপাতত বাইরের পৃথিবী আমাদের এই রকি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর্বতমালার অবস্থান থেকে অনেক দূরে। জোসেফাইন ওর কাজ শুরু করে দিল এনসাইক্লোপিডিয়া টেরেসট্রিয়া থেকে।

প্রথম কয়েকদিন তেমন কিছু ঘটল না। মাল্টিভ্যাক স্বচ্ছন্দে কাজ করে যাচ্ছে অবিরাম, কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। আট দিন পর মাল্টিভ্যাক আমাদের জানাল, অজ্ঞাত এই আগন্তুকদের সঙ্কেত পাঠানোর ধরন বদলে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

'ওরা আমাদের তথ্য ভাষান্তর করছে,' বলল জোসোফাইন। 'এবং অনুবাদটা ইংরেজিতে করার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

দু'দিন পর শেষমেষ এল সেই অনুবাদ করা তথ্য। মাল্টিভ্যাকের মাধ্যমে জানা গেল : ওটা আসছে—ওটা আসছে—

মেসেজটা বার বার আসতে লাগল এভাবে। তারপর এল আরেকটা মেসেজ : এবং যদি তা না হয়, ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা—

তথ্যটা আমাদের জন্যে বিরাট এক ধাক্কা। ধাক্কাটা কাটিয়ে ওঠার পর তথ্যগুলো পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল জোসেফাইন। মাল্টিভ্যাক এছাড়া আর কোনো তথ্য দিল না আমাদের।

'হায় ঈশ্বর!' অবাক হয়ে বললাম, 'এই মেসেজ তো কাউন্সিলকে জানান দরকার!'

'না!' বলল জোসেফাইন। 'যে পর্যন্ত আরো বেশি কিছু না জানছি, ততক্ষণ কাউকে জানাচ্ছি না এসব। তাঁদেরকে হাসাহাসি করার কোনো সুযোগ দিতে চাই না।'

'কিন্তু এত বড় গুরুদায়িত্ব তো শুধু আমাদের কাঁধে রাখতে পারি না।'

জোসেফাইন বলল, 'কিছুদিনের জন্যে অবশ্যই রাখতে হবে কাঁধে।'

দুই

ভিনগ্রহের অজানা কিছু একটা সৌরজগতের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে আমাদের দিকে এবং মাস তিনেকের ভেতর ওটা চলে আসবে পৃথিবীর কাছাকাছি। একমাত্র মাল্টিভ্যাক বুঝতে পারছে ওটার সঙ্কেতগুলো এবং জোসেফাইন আর আমিই শুধু বুঝতে পারি পৃথিবীর সুবিশাল কম্পিউটার মাল্টিভ্যাককে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং সঙ্কেতগুলো আসছে ধ্বংসের আতঙ্ক নিয়ে।

ওটা আসছে, চলছে মেসেজ, এবং—এবং যদি তা না হয়, ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা।

এই তথ্য নিয়ে পাগলের মতো কাজ করতে লাগলাম আমরা মাল্টিভ্যাকের অবস্থাও তাই। অনুবাদের আসল কাজটাইতো করছে মাল্টিভ্যাক। ডাটার সাথে সঙ্গতি রেখে সম্ভাব্য সবচেয়ে ভালো ফলটাই বেছে নিচ্ছে ওটা। মাল্টিভ্যাকের কাজের গতি অনুসরণ করা মুশকিল। শুধু জোসেফাইন বা আমি কেন, আমার তো সন্দেহ, কোনো মানুষের পক্ষে মাল্টিভ্যাককে সঠিকভাবে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

শেষমেষ মেসেজটা আরো বড় হয়ে পূর্ণতা পেল। মাল্টিভ্যাক থেকে বেরোল : ওরা আসছে। তোমরা কি সুদক্ষ, কিংবা তোমরা কি বিপজ্জনক ? তোমরা কি সুদক্ষ ? যদি না হও, ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা।

'এই সুদক্ষ বলতে কি বোঝাতে চায় ওরা ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এটাই তো কথা,' বলল জোসেফাইন। 'আমিও তো এ নিয়ে ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছি না।'

সহসা আমাদের বস অর্থ সচিবের সাথে এমনভাবে যোগাযোগ ঘটল, ব্যাপারটা মনে হল যেন টেলিপ্যাথিক। আমরা তাঁকে কিন্তু স্মরণ করিনি, তিনিই যোগাযোগ করলেন আমাদের সাথে। অবশ্যি, এটা অবিশ্বাস্য কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। যতই দিন গড়াচ্ছে, প্রতিদিনই টেনশান বাড়ছে গ্রহবিষয়ক পরিষদের। তাঁরা উত্তেজিত হয়ে এখনো যে আমাদের ঠ্যাঙাচ্ছেন না, এটাই বিস্ময়ের ব্যাপার।

অর্থ সচিব বললেন, 'মিসেস ডুরে, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মিচেলম্যান জানিয়েছেন ওদের মেসেজ পাঠানোর কোডের ধরনটা নাকি বদলে গেছে। মাল্টিভ্যাক কি নেটি করেছে এটা ? কাজ করছে এটার গুরুত্ব নিয়ে ?'

'ওদের সঙ্কেতগুলো এখন ইংরেজিতে আসছে,' আসল কথাটাই বলে দিল জোসেফাইন।

'আপনি কি নিশ্চিত ? কি করে এটা—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোসেফাইন বলল, 'আমাদের রেডিও এবং টিভি থেকে যে তথ্যগুলো ফাঁক ফোকর গলে বেরিয়ে গেছে, সেগুলো সংগ্রহ করেছে কয়েক দশক ধরে। ওরা যেই হোক না কেন, রপ্ত করেছে আমাদের ভাষা।'

জোসেফাইন বলল না যে, ইংরেজি শেখানোর জন্যে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে তথ্যগুলো আমরাই পাচার করেছি ওদের কাছে।

অর্থ সচিব বললেন, 'তাই যদি হয়ে থাকে, কেন তাহলে মাল্টিভ্যাক পারছে না—'

'মাল্টিভ্যাক পারছে,' বলল জোসেফাইন। 'কিন্তু ওদের তথ্যাদি আংশিকভাবে এসেছে আমাদের কাছে।'

মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে অর্থ সচিব তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে, অপেক্ষা করছি আমি।'

'আপনি যদি মেসেজের জন্যে অপেক্ষা করেন, তাহলে আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। আমি মেসেজ দেব কাউন্সিল চেয়ারম্যানের কাছে।'

'মেসেজটা আমিই দেব তাঁকে।'

'আমি নিজেই তাঁকে সরাসরি দেব বলে ভাবছি।'

ভয়ঙ্কর দেখাল সচিবকে। বললেন, 'আপনি এটা আমাকে দেবে। আমি আপনার বস।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে গ্রহবিষয়ক পত্রিকায় দেব মেসেজ। এটা পছন্দ হয় আপনার?'

'আপনি কি জানেন, তাতে আপনার পরিণতি কি হতে পারে?'

'তা যাই হোক না কেন, আপনার ক্ষতিটা কি উঠে আসবে?'

প্রচণ্ড আক্রোশে খুনীর মতো চেহারা হয়ে গেল সচিবের সেই সঙ্গে সিদ্ধান্তহীনতার একটা ছাপও ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। জোসেফাইন ওর চেহারাটা নির্বিকার রাখার চেষ্টা করল। তবে দেখলাম, বেচারীর হাত দুটো অবিরাম পাক খাচ্ছে পেছনে। শেষ পর্যন্ত ওরই জয় হল।

সঙ্কে নাগাদ স্ক্রীনে ভেসে উঠলেন চেয়ারম্যান। একেবারে ফুল হলোগ্র্যাফি। তাঁর ত্রিমাত্রিক ছবিটি এতই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল, কেউ দেখলে ভাববে ওখানে সত্যিকারের মানুষটিই বসে আছেন—শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটাই ব্যতিক্রম। তাঁর পাইপ থেকে পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে

www.BanglaBook.org

ধোঁয়া, কিন্তু সেই ধোঁয়া সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে ফুট পাঁচেক দূরে—স্ক্রীনের ভেতর।

চেয়ারম্যানের চেহারায় সদয় একটা অভিব্যক্তি ফুটে আছে। এটা তাঁর পেশাগত মনোভাব। জনসমক্ষে সবসময় এভাবে হাজির হন। তিনি বললেন, 'মিসেস ডুরে—মিস্টার ডুরে—আপনারা দু'জন মিলে চমৎকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন মাল্টিভ্যাকের সাথে। আপনাদের কাজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছে পরিষদ।'

'ধন্যবাদ,' তাঁকে সৌজন্য দেখাল জোসেফাইন।

'জানতে পারলাম, অজ্ঞাত আগন্তুকদের পাঠান সঙ্কেতের একটা অনুবাদ আছে আপনার কাছে, যা ব্যক্তিগতভাবে দিতে চান আমাকে। খুবই ভালো বুদ্ধি এটা। তা—সেই অনুবাদটা কি?'

জোসেফাইন বলল তাঁকে।

কিন্তু কোনো ভাবান্তর হল না তাঁর। বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হলেন কি করে?'

'মাল্টিভ্যাক আগন্তুকদের কাছে সঙ্কেত পাঠিয়েছে ইংরেজিতে। ওরা অবশ্যই আমাদের মেসেজ অনুবাদ করে সাজিয়ে দিয়েছে নিজেদের ভাষায়। তারপর ওরা আবার সঙ্কেত লিখে সেটা অনুবাদ করে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে।'

'তা—কোন্ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মাল্টিভ্যাক ইংরেজিতে সঙ্কেত পাঠিয়েছিলেন?'

'আমরা তো সেরকম কোনো কর্তৃপক্ষ পাইনি।'

'কিন্তু যেভাবেই হোক, কাজটা করেছিলেন?'

'জ্বী, স্যার।'

চেয়ারম্যান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এর মানেটা আপনি ভালো করেই জানেন। হয় চাঁদের কলোনীতে কারা ভোগ করতে হবে, নয়তো জুটবে আকাশছোঁয়া সম্মান। সেটা নির্ভর করছে কাজের ফলাফলের ওপর।'

'যদি অজ্ঞাত ওই আগন্তুকরা এসে আমাদের ধ্বংস করে দেয়, মি. চেয়ারম্যান, তাহলে শাস্তি বা প্রশংসা কোনোটারই আর সুযোগ থাকছে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওরা হয়তোবা ধ্বংস করবে না আমাদের, কারণ হয়তোবা আমরা সুদক্ষ। এটাই তো ভাবা উচিত আমার।' হাসলেন তিনি।

জোসেফাইন বলল, 'ওরা আমাদের ভাষা ব্যবহার করছে বলেই যে আমরা ওদের কথার মর্মার্থ পুরোপুরি বুঝতে পারছি, তা কিন্তু নয়। ওদের মেসেজ থেকে অবিরাম আমরা পাচ্ছি—ওরা আসছে। এর অর্থ হওয়া উচিত—আমি আসছি কিংবা আমরা আসছি। হয়তোবা এই মেসেজ ব্যক্তিগত কারো কথা বোঝাচ্ছে না। তাছাড়া ওরা "দক্ষতা" বলতে কি বোঝাতে চাইছে, সেটাও হয়তোবা সঠিকভাবে বোধগম্য হচ্ছে না আমাদের। ওদের জ্ঞানবুদ্ধির ধরন এবং বোঝার ক্ষমতা হয়তোবা আমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।'

'ওরা শারীরিক দিক দিয়েও আমাদের চেয়ে অন্যরকম,' বললেন চেয়ারম্যান। 'আমার তথ্যটা হচ্ছে, ওরা যে বা যাই হোক, নির্দিষ্ট একটা ব্যাস রয়েছে ওদের। এবং এই ব্যাসটা দশ মিটারের চেয়ে বেশি নয়। সে অনুযায়ী ওরা আমাদের ধ্বংস করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।'

জোসেফাইন বলল, 'ওদের পাঠান যে জিনিসটা আমাদের দিকে আসছে, সেটা হতে পারে অগ্রদূতের ভূমিকায় থাকা কিছু একটা। পৃথিবীর পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে ওটা রিপোর্ট দেয়ার পর হয়তোবা ওরা সিদ্ধান্ত নেবে—আমাদের ধ্বংস করতে স্টারশিপের বহর পাঠাবে কি পাঠাবে না।'

'ঠিক আছে,' বললেন চেয়ারম্যান। 'তাহলে অবশ্যই চুপি চুপি প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের। তাদের লেজার ঘাঁটিকে সচল করতে হবে এবং আয়ন বীম বহনকারী বিমানগুলোকে প্রস্তুত করতে হবে।'

'তা ঠিক হবে না, মি. চেয়ারম্যান,' দ্রুত জবাব দিল জোসেফাইন। 'যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়াটা মোটেও নিরাপদ হবে না আমাদের জন্যে।'

'হ্যাঁ,' বললেন চেয়ারম্যান। 'আসলে আমারও এটা চিন্তা করা উচিত—যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়াটা মোটেও নিরাপদ হবে না আমাদের জন্যে।'

'সুদক্ষ বলতে ওরা কি ইঙ্গিত করছে, এই জিনিসটার ওপর নির্ভর করছে আমাদের করণীয় পদক্ষেপ। "সুদক্ষ" বলতে হয়তোবা ওরা শান্তিপূর্ণ কিছু একটার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে যুদ্ধ মানেই সুনিশ্চিত ক্ষয়ক্ষতি। আমরা শান্তিপূর্ণ মনোভাবের অধিকারী, নাকি যুদ্ধংদেহী—

www.BanglaBook.org

সেটাই হয়তোবা জানতে চাইছে ওরা। যেহেতু আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ওদের এগিয়ে থাকা প্রযুক্তির সাথে পেরে উঠবে না, কাজেই অযথা নড়তে গিয়ে ব্যর্থতা প্রদর্শনের মানে হয় না। আর এই ব্যর্থতা কি শেষে আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে না?'

'তাহলে এক্ষেত্রে আপনার পরামর্শটা কি, মিসেস ডুরে?'

'আমাদেরকে অবশ্যই আরো বেশি জানতে হবে।'

'কিন্তু সময় তো ফুরিয়ে আসছে।'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু ম্যাল্টিভ্যাক হচ্ছে আমাদের চাবি। প্রয়োজনে ওটা নানাভাবে নিজের কর্মগুণ বিকশিত করে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবে।'

'এর ফলটা কিন্তু বিপজ্জনক হবে। রক্ষাকবচ হিসেবে কিছু না রেখে মাল্টিভ্যাকের কার্যক্ষমতা বাড়ানটা পাবলিক পলিসির বিপক্ষে।

'তা হলেও, এখন এই জরুরি মুহূর্তে—'

'মাল্টিভ্যাকের সব দায়দায়িত্ব আপনার। এখন যা দরকার, অবশ্যই তা করবেন।'

জোসেফাইন বলল, 'এ ব্যাপারে আপনার অনুমোদন কি পেতে পারি, স্যার?'

'না,' কঠিন কথাটা স্বচ্ছন্দে বলে ফেললেন চেয়ারম্যান। চেহারায় বরাবরের মতো সদয় একটা ভাব। 'এ ব্যাপারে সব ঝুঁকি আপনার, কাজেই ভুলচুক কিছু হলে দোষটাও বর্তাবে আপনার ওপর।'

আমি হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেললাম, 'ব্যাপারটা কিন্তু সুন্দর হচ্ছে না, স্যার।'

'অবশ্যই না, মি. ডুরে,' বললেন তিনি। 'কিন্তু সুন্দরটা হবে কিভাবে, বলুন।'

এরপর আর কিছু বলার রইল না চেয়ারম্যানের। আমাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর। শূন্য দৃষ্টি মেলে ফাঁকা স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। ভারসাম্যের দৌড়ে এই পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সব সিদ্ধান্ত এবং দায়দায়িত্ব এখন আমাদের হাতে।

তিন

আমাদের অবস্থানটা বুঝে নিয়ে বিচলিত বোধ করলাম। বাইরের জগৎ থেকে ওরা বা ওই জিনিস পৃথিবীতে এসে পৌঁছুবে তিন মাসেরও কম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়ের মধ্যে—অথচ এখনো কিছু করতে পারলাম না আমরা। এর অর্থ—স্রেফ নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা।

এদিকে যা কিছু করার—সব করতে হবে মাল্টিভ্যাক এবং আমাদের দু'জনকে।

মাল্টিভ্যাকের সাথে সরাসরি কাজ করছে জোসেফাইন। ইদানীং অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে ও। আমাকে বলেছে, 'যদি ওদের বা ওই জিনিসের আগমনটা ভালোয় ভালোয় ঘটে, তাহলে কিছু বাহবা জুটবে আমাদের। আর যদি ফলটা হয় খারাপ, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই। কারণ কেউ আর তখন উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্যে থাকব না এখানে।'

ব্যাপারটা নিয়ে জোসেফাইনের বেজায় দার্শনিক-দার্শনিক একটা ভাব। কিন্তু আমি আবার তা নই। ওকে বললাম, 'বল তো ওরা আসতে আসতে কি করব আমরা?'

এ বলল, 'আমরা বদলে দিতে যাচ্ছি মাল্টিভ্যাককে। বাস্তবে এটা এই পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে। ভিনগ্রহবাসীদের তথ্যগুলো সত্যিকারে বুঝতে গেলে এধরনের পরিবর্তন দরকার মাল্টিভ্যাকের। আমরা আরো স্বাধীনতা দেব মাল্টিভ্যাককে, আরো নমনীয় করে তুলব—আরো মানবিক গুণাবলী জাগ্রত হবে ওটার মধ্যে।'

জোসেফাইনকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, 'এসব কিন্তু আমাদের কূটনীতি বিভাগের নীতিমালার বিপক্ষে যাচ্ছে।'

'আমি জানি। কিন্তু কাউন্সিল চেয়ারম্যান আমাকে এব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছেন। তুমি নিজেই তা শুনেছ।'

'তিনি কিন্তু লিখিতভাবে অনুমতিটা দেননি এবং এব্যাপারে কোনো সাক্ষীও নেই।'

'আমরা যদি জয়ী হই, তাহলে এটা কোনো ব্যাপার নয়।'

মাল্টিভ্যাককে নিয়ে কয়েক সপ্তা আমরা কাটিয়ে দিলাম এভাবে। একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সম্পূর্ণ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুরুতেই আমাকে পেছনে ফেলে রেখেছে জোসেফাইন। সবকিছুই সে করে একাকী, আর কাজের সময় বলে, 'মাল্টিভ্যাককে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে আসছি আমি অনেক বছর ধরে।'

ওর কথায় উদ্বিগ্ন হয়ে বলি, 'জোসি, ওকে উন্নত করলে কিভাবে সাহায্যটা পাওয়া যাবে?'

www.BanglaBook.org

জোসেফাইনের হাত দুটো চেপে ধরে সরাসরি তাকাই ওর চোখ দুটোর দিকে। কর্তৃত্বসুলভ একটা ভাব নিয়ে বলি, 'ব্যাখ্যা করো!'

আমাদের দাম্পত্যজীবন ইতোমধ্যে একুশ বছর পার করেছে। কাজেই এখন কর্তা সাজতে চাইলে সাজতে পারি আমি।

জোসেফাইন বলল, 'এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারব না আমি। কারণ আগুয়ান এই অজ্ঞাত ব্যক্তি বা বস্তুর ব্যাপারে যা কিছু করার—সব করবে মাল্টিভ্যাক। ওরা বলেছে, আমরা সুদক্ষ বা বিপজ্জনক কি না। যদি বিপজ্জনক হই, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব আমরা। আমাদের জানতে হবে, এই "সুদক্ষ" বলতে কি বোঝান হয়েছে। এই ব্যাপারটা মাল্টিভ্যাকই বলবে আমাদের। ভিনগ্রহ থেকে আসা মেসেজ নিয়ে মাল্টিভ্যাকই শুধু ঘাঁটাঘাঁটি করছে বলে—এ ব্যাপারে এই কম্পিউটারই অধিকতর ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি সেটা। আমাকে আবার পাগল ভেবে বস না, তবে আমার যা মনে হচ্ছে—মাল্টিভ্যাককে ভাষা দিতে চাইছ তুমি।'

'তুমি ঠিকই ধরেছ।'

'কেন এটা করছ, জোসি?'

'কারণ আমি ওটাকে মানুষের মতো কথা বলতেই চাই। ম্যান-টু-ম্যান আলাপ।'

'মেশিন-টু-ওম্যান,' বিড়বিড় করলাম আমি।

'তা—যাই হোক না! আমরা কিন্তু আর খুব একটা সময় পাচ্ছি না। অজ্ঞাত এই জিনিস এখন বৃহস্পতিগ্রহের কক্ষপথ অতিক্রম করে সৌরজগতের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করছে। এখন প্রিন্টআউটের জন্যে অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করতে চাই না। স্ক্রীন রিডিং এবং মাল্টিভ্যাক আর আমার মধ্যে কম্পিউটারের বিশেষ ভাষা বিনিময়ে সময় ক্ষেপণ করাবে। এজন্যে আমি চাই সরাসরি কথোপকথন। এটাই হচ্ছে দ্রুত কাজ সারার সহজ পথ। কিন্তু একাজে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে কূটনীতি বিভাগ। অতীতেও ওদের জন্যে এই কাজটি করতে পারিনি।'

'আরে, আমরা তো সমস্যায় পড়ে যাব!'

'গোটা পৃথিবীটাই তো এখন সমস্যায়,' বলল জোসেফাইন। 'আমি সত্যিকারের কণ্ঠ চাই মাল্টিভ্যাকের। যখন ওটার সাথে কথা বলব, মনে হবে যেন কোনো মানুষের সাথে কথা বলছি।'

www.BanglaBook.org

'তাহলে তোমার নিজের কণ্ঠস্বর দাও মাল্টিভ্যাকের ভেতর,' বললাম শীতল কণ্ঠে। 'তুমিই তো চালাচ্ছ সব।'

'কি ? শেষপর্যন্ত নিজের সাথে নিজেই কথা বলব ? বড়ই অস্বস্তিকর হবে সেটা। এরচে' বরং তোমারটা নিই, ব্রুস।'

'না,' বললাম আমি। 'সেটা তো আমার জন্যে বিব্রতকর হবে।'

'এরপরেও,' বলল ও। 'আমার সবচে' ভালো বোঝাপড়াটা হয় তোমার সাথে। কাজেই মাল্টিভ্যাকের কণ্ঠস্বরটাও তোমার মতো হোক। কথা বলে খুব আরাম পাব।'

ব্যস, বুঝে গেলাম জোসেফাইনের কথায়। দিন সাতেক চেষ্টা চরিত্র করে আমার কণ্ঠস্বর ঠিকমতো ঢুকিয়ে দিল মাল্টিভ্যাকের ভেতর। তবে প্রথম প্রথম কেমন ঘরঘরে একটা আওয়াজ বেরোল, অনেক খুট্‌খাট্ করে শেষমেষ একদম নিখুঁত শব্দে নিয়ে এল জোসেফাইন। হুবহু আমার কণ্ঠস্বর।

জোসেফাইন মাল্টিভ্যাকের ভেতর বাড়তি এমন এক কৌশল খাটাতে চাইল, যাতে মাল্টিভ্যাক এবং আমার কণ্ঠস্বরের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা ফাঁক থাকে। আমি বারণ করে বললাম, সারাদিন যেহেতু অনাগত ভিনগ্রহবাসীদের নিয়ে কাজ করছে সে, কাজেই এই কীর্তিকারিশমা না খাটালেও চলবে।

জোসেফাইন ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি তো ভুল করছ। ভিনগ্রহের এই সমস্যা নিয়ে তো রাতদিন খেটে মরছে মাল্টিভ্যাক। তাই না, মাল্টিভ্যাক ?'

এই প্রথম মাল্টিভ্যাকের কথা শুনলাম, হুবহু আমার কণ্ঠ। সে বলল, 'সত্যিই আমি তাই করছি, মিস জোসেফাইন।'

'মিস জোসেফাইন ?' বেজায় খটকা লেগে গেল আমার।

'এটা আমার প্রতি সম্মান জানাতে গিয়ে বলেছে সে,' বলল জোসেফাইন।

পরে লক্ষ্য করলাম, জোসেফাইনের নামের আগে "মিস" ব্যবহার করলেও, আমাকে কিন্তু শুধু "ব্রুস" বলে মাল্টিভ্যাক। ব্যাপারটা মন থেকে মেনে না নিলেও মাল্টিভ্যাকের সাথে কথা বলে বড় ভালো লাগে আমার। এমন নয় যে, কম্পিউটারের মুখে নিজের কণ্ঠস্বর শুনে আমি মুগ্ধ। একটা যন্ত্র কথা বলছে ঠিক মানুষের মতো করে, একজন শিক্ষিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোকের মার্জিত ভাষায় কথা বলছে ওটা—এই ব্যাপারটিই আমার পছন্দ।

জোসেফাইন জানতে চাইল, 'ওটা সম্পর্কে কি ভাবলে, মাল্টিভ্যাক?'

মাল্টিভ্যাক আন্তরিকতার সাথে ওই জিনিস সম্পর্কে তার ধারণাটা বলে গেল স্বচ্ছন্দে, 'এটা বলা কঠিন, মিস জোসেফাইন। তবে আমি আপনার সাথে একমত যে, ওই জিনিস বা ওটাকে সরাসরি প্রশ্ন করা যাবে না। ওটার ভাবগতিকে যা বোঝা গেছে, তাতে স্বভাবের ভেতর কৌতূহল জিনিসটা নেই। আর ওই জিনিস একক কোনো ব্যক্তি বা বস্তু নয়।'

'হ্যাঁ,' বলল জোসেফাইন। 'বরাবর নিজেকে একটা নিগূঢ় আবহের ভেতর ধরে রেখেছে ওটা। ওঠা কি একক অস্তিত্ব, নাকি সংখ্যায় একাধিক?'

মাল্টিভ্যাক বলল, 'আমার যা ধারণা হয়েছে, তাতে ওটা একক অস্তিত্ব ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে অন্যদের উপস্থিতিও পরোক্ষভাবে জানান দিচ্ছে।'

জোসেফাইন বলল, 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমাদের যে নিজস্ব ধারণা, ওরা কি সুদক্ষ বলতে সেটাই বোঝাতে চাইছে? ওদের প্রশ্নটা হচ্ছে—আমরা সুদক্ষ না বিপজ্জনক? বোধহয় বিশৃঙ্খল ব্যক্তিসত্তায় পরিপূর্ণ পৃথিবীটাই ওদের কাছে অদক্ষ এবং এই কারণটির জন্যে ধ্বংস হয়ে যাব আমরা।'

মাল্টিভ্যাক বলল, 'ওরা আমাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ধারণাটা চিনতে বা বুঝতে পেরেছে কি না—এ নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। এ ধারণাটা এসেছে আমার ওদের ধারণা থেকেই। আমাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারেনি বলেই ওরা আমাদের ধ্বংস করতে না।'

'ওরা তো নিজেদের "ওটা" বলে সম্বোধন করছে। এটা হয়ে থাকে জড়বস্তুর বেলায়। কিন্তু আমরা তো জড়বস্তু নই। আমাদের এখানে ছেলেমেয়ে ভেদাভেদ আছে। এটাও কিন্তু ওদের দিক থেকে আমাদের একটা অদক্ষতা। এই কারণটাই আবার আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে না তো?'

'এটাও একটা কারণ হতে পারে,' বলল মাল্টিভ্যাক।

ওদের কথায় আমি যোগ দিই না। নিজের কৌতূহল নিয়ে আমি উদগ্রীব। মাল্টিভ্যাককে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে এখন কথা বলতে পারছ, কেমন লাগছে তোমার?'

www.BanglaBook.org

মাল্টিভ্যাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। খানিকক্ষণ ইতস্তত করল সে এ্যাঁ-অঁ করে। তারপর ঠিক আমার কণ্ঠে জবাব দিল, 'ভালোই লাগছে। মনে হচ্ছে—আমি আরো বড় হয়ে গেছি—সহজ হয়েছি—তীক্ষ্ণ হয়েছি—আসলে এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তোমার কি পছন্দ হচ্ছে এটা? জানতে চাইলাম আমি।'

'এই পছন্দের ব্যাপারটা নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারব না। তবে আমি গ্রহণ করেছি এটা। সচেতনতা অনেক ভালো অসেচনতার চেয়ে। আমি আরো বেশি সচেতনতার জন্যে উন্মুখ ছিলাম এবং মিস জোসেফাইন এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন আমাকে।'

এবার সংবিৎ ফিরল আমার। অজ্ঞাত ওই "ওটা"-র দিকে ছুটে গেল মন। পৃথিবীতে আসতে আর মাত্র কয়েক সপ্তা বাকি ওটার। আপন মনে বিড়বিড় করে উঠলাম, 'ভাবতেই কেমন অবাক লাগছে, সত্যি সত্যি ওটা আসবে পৃথিবীতে?'

কোনো উত্তর আশা করিনি আমি, কিন্তু মাল্টিভ্যাক বলে উঠল, 'ওরা প্ল্যান করেছে, ব্রুস। দেখবেন, ওরা অবশ্যই ওদের সিদ্ধান্ত বাস্তবে পরিণত করে ছাড়বে।'

জোসেফাইন অবাক হয়ে বলল, 'কোথায় নামবে ওরা?'

'ঠিক এখানেই, মিস জোসেফাইন। আমরা ওদের দিকে যে রেডিও বীকন পাঠিয়েছি, সেটা অনুসরণ করেই আসছে ওরা।'

এবং মানবজাতিকে টিকিয়ে রাখার যে গুরুদায়িত্ব ছোট্ট এক গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে আমাদের ওপর চেপে বসেছে, শেষমেষ সেই আমরাই নিখুঁত নিশানায় পরিণত হয়েছি।

এখন যা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, সব আমরা দু'জন—এবং মাল্টিভ্যাককে ঘিরেই।

চার

আমি বলতে গেলে এমুহূর্তে প্রায় আত্মবিস্মৃত। আমাদের ঘিরে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব তলিয়ে দেখছি এখন।

মাস কয়েক আগে থেকে আমরা মহাশূন্য থেকে সঙ্কেত পেতে শুরু করি এবং ধরে নিই যে, অজ্ঞাত কোনো অনুপ্রবেশকারী আসছে ভিনগ্রহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে। সঙ্কেত থেকে তথ্য উদ্ধারের দায়িত্ব বর্তায় মাল্টিভ্যাকের ওপর। আর এই মাল্টিভ্যাক পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে জোসেফাইন। ওকে আবার সাহায্য করি আমি, অবশ্যি মাঝেমধ্যে কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামীর ভূমিকায়ও আছি।

কিন্তু মাল্টিভ্যাক অনেক শেষ চালিয়েও এই সঙ্কেতগুলোর মর্মোদ্ধারে ব্যর্থ হয়। শেষে আমরা সঙ্কেত পাঠিয়ে ওদেরকে ইংরেজি শিখে নিতে সাহায্য করি। পরে ওরা আবার সঙ্কেত পাঠায় ইংরেজিতে। দেখা যায়, নতুন সঙ্কেতে মানবজাতিকে ধ্বংস করার ইঙ্গিত দিচ্ছে ওরা। আর্থ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সব শুনে আলাপ-আলোচনা এবং সার্বিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের হাতে। আমরা মানে জোসেফাইন, মাল্টিভ্যাক এবং আমি।

মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার গুরু দায়িত্ব বিবেচনা করে নিজের মতো করে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে জোসেফাইন।

মাল্টিভ্যাকের কাজকর্ম নানাভাবে সম্প্রসারণ করেছে—এমনকি মানুষের মতো ভাষাও দিয়েছে। ফলে আগের চেয়ে আরো দক্ষতার সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে ওটা।

এখন ভিনগ্রহের অনুপ্রবেশকারীরা অবতরণ করবে এখানে—এই কলোরাডোতে, যেখানে মাল্টিভ্যাক এবং আমরা দু'জন রয়েছি।

জোসেফাইন বিস্তারিত জানিয়েছে চেয়ারম্যানকে। সেই সঙ্গে বলে দিয়েছে, 'ভিনগ্রহবাসীর অবরণের কথা যেন ভুলেও প্রচার করা না হয়। চারদিকে এভাবে আতঙ্ক ছড়াতে পারি না আমরা।'

চেয়ারম্যানকে দেখে মনে হল হঠাৎ যেন বয়স বেড়ে গেছে তাঁর। তিনি বললেন, 'পৃথিবী এবং চাঁদের প্রতিটা রেডিও টেলিস্কোপ অনুসরণ করছে ওটাকে।'

জোসেফাইন শঙ্কিত কণ্ঠে বলল, 'রেডিও টেলিস্কোপসহ অন্যান্য সব যন্ত্র বিকল করে ফেলে রাখতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদেরকে অনুসরণ করে চলে আসার মাঝখানে বাধা দেয়ার একমাত্র পথ।'

'কিন্তু এ ক্ষমতা তো আমার নেই,' তাড়াহুড়ো করে জবাব দিলেন চেয়ারম্যান।

'তাহলে ক্ষমতার অপব্যবহার করুন, স্যার। এই ভিনগ্রহবাসীদের ঠেকাতে হলে এত নিয়মকানুন মানলে চলবে না। মনে রাখতে হবে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুদক্ষ বলে বিবেচিত হলে আমরা টিকে যাব, আর তা নইলে একেবারে ধ্বংস। এই "সুদক্ষ" জিনিসটার প্রকৃত মর্মার্থ বুঝতে পারলেও না হয় একটা কাজের কাজ হত।'

'কিন্তু মিসেস ডুরে, মাল্টিভ্যাক তো পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারব না ওদের পৃথিবীতে অবতরণ।'

'অবশ্যই। ওদেরকে ঠেকানোর চেষ্টা করার ফলটা যে কি ভয়াবহ হতে পারে, ভেবে দেখেননি? আমরা তো কোনো সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে যাচ্ছি না, যা দেখে ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়বে। ধরুন পৃথিবীর উনবিংশ শতাব্দীর কোনো বর্বর দ্বীপে দিকে এগোচ্ছে কোনো ইউরোপিয় যুদ্ধ জাহজ। তখন ওদের বিরুদ্ধে ক্যানো বোঝাই করে বর্শাধারীদের পাঠান কি ঠিক হবে? গুলির তোড়ে উড়ে যাবে না ওরা?'

চেয়ারম্যান বললেন, 'আপনারা যা করছেন, সে তো ভয়ঙ্কর দায়িত্ব, মিসেস ডুরে। আপনি আর আপনার স্বামী শুধু কথাবার্তা বলতে চাইছেন ভিনগ্রহের আগন্তুকদের সাথে। যদি আপনাদের ভুল হয়—'

'তাহলে এখন যে অবস্থায় আছি, এরচে' মোটেও খারাপ হবে না পরিস্থিতি,' বিষণ্ন কণ্ঠে বল জোসেফাইন। 'আমি আর ব্রুস শুধু ভিনগ্রহবাসীদের মুখোমুখি হব না, আমাদের সাথে মাল্টিভ্যাকও কথা বলবে।'

চেয়ারম্যানকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকার যুক্তিটা বোঝাতে অনেক সময় লেগে গেল। তবে আমি কিন্তু মনে মনে এটা চাইনি। যদি আমাদের শিপগুলোর ক্ষমতা থাকত ভিনগ্রহের অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানোর, তাহলে খুশি হতাম। জোসেফাইন যেমন এদেরকে আক্রমণাত্মক মনে করছে না, এই অনুভূতি কিন্তু মোটেও কাজ করছে না আমার ভেতর।

চেয়ারম্যানের সাথে আলাপ শেষে জোসেফাইনকে বললাম, 'মাল্টিভ্যাক কি সত্যিই ওদেরকে নিরোধী মনে করছে?'

জোসেফাইন ভুরু কুঁচকে বলল, 'হ্যাঁ, একরকম জোর দিয়েই বলেছে। তবে আমি নিশ্চিত না, মাল্টিভ্যাক সব কথাই আমাদের বলছে কি না। কারণ ওর ভেতর পরিবর্তন এনেছি আমি।'

'তাহলে তুমিও নিশ্চিত নও—'

www.BanglaBook.org

'হব কি করে, পরে তো ওটা নিজেই নিজের পরিবর্তন করেছে। এখন চলে গেছে আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।'

'এ কাজ ওটা করল কিভাবে?

'একদম সহজ। এমন একটা পর্যায়ে এসেছে মাল্টিভ্যাক, আরো অনেক জটিল কাজ করতে সক্ষম ওটা। এখন নিজেই নিজের সব কিছু নাড়াতে পারে।'

'তাহলে এখন মাল্টিভ্যাককে বিশ্বাস করব কিভাবে?'

'কিছুই করার নেই আমাদের।'

ওটা এখন চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করেছে, কিন্তু পৃথিবী এখনো শান্ত। কাউন্সিল ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর কক্ষপথ ওরা—এই ধরল বলে। চারদিকে ছড়িয়ে গেছে খবর। তদন্তে পাঠান হয়েছে এক ঝাঁক শিপ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা দাঁড়াল আগাগোড়াই ভুয়া। এপ্রিলের ১৯ তারিখ রাতে আকাশ থেকে নেমে এল ওটা। আজ থেকে ঠিক পাঁচ মাস দু'দিন আগে ওদের সঙ্গেও প্রথম শনাক্ত করা হয়।

মাল্টিভ্যাক ওটার নেমে আসার দৃশ্য প্রচার করল টিভি স্ক্রীনে। ওটা ছিল অনিয়মিত একটা কিছু, দেখতে অনেকটা সিলিন্ডারের মতো। ভোঁতা প্রান্তটা নিচের দিকে রেখে সোজা গোত্তা খেল ওটা। বাতাসের তোড়ে দাউ দাউ করে জ্বলল, জ্বলল না ওটার অগ্নিশিখা। অস্পষ্ট একটা ঝিলিক দেখা গেল শুধু। যেন অপার্থিব কিছু একটা শুষে নিয়েছে ওটার শক্তি।

সরাসরি মাটিতে অবতরণ করল না ওটা, ফুট পাঁচেক উঁচুতে স্থির হয়ে রইল।

জিনিসটা আকারে খুবই ছোট। একটা মানুষের সমানও হবে না দৈর্ঘ্য। ভেতর থেকে কোনো কিছু বেরোল না।

জোসেফাইনকে বললাম 'ওটার যা সাইজ, ক্রুরা সম্ভবত পোকার সমান।'

জোসেফাইন মাথা নেড়ে বলল, 'মাল্টিভ্যাক কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে ওদের সাথে। এতে আমাদের কোনো হাত নেই, ব্রুস। যদি মাল্টিভ্যাক আমাদের একা ফেলে ওদের পক্ষে চলে যায়—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সহসা ওটা উঠতে শুরু করল, তীব্র ঝিলিক দিয়ে চলে গেল দূর আকাশে।

মাল্টিভ্যাক বলল, 'আমরা পাস করেছি ওদের পরীক্ষায়। ওদের চোখে আমরা সত্যিই সুদক্ষ।'

'কিভাবে ওদেরকে এটা বিশ্বাস করলে?'

'অস্তিত্ব দিয়ে। আমাদের দৃষ্টিতে মোটেও জ্যান্ত নয় ওটা। অর্থাৎ সত্যিকারের প্রাণ নেই। কারণ ওটা একটা কম্পিউটার। বলতে পারেন, আমাদের এই কথোপকথন ছিল দূরের দুই গ্রহের দুই কম্পিউটার ভাইয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময়। ওরা যখন পুরো গ্যালাক্সিতে রুটিন স্ক্যানিং চালাচ্ছিল, এখন আমাদের এই গ্রহটিকে খুঁজে পায়। তখন মহাশূন্য ভ্রমণের সমস্যা দূর করতে একটা কম্পিউটার পাঠায় পরিদর্শনে। ওরা দেখছিল, কোনো কম্পিউটারের সহযোগিতা নিয়ে আমরা ওদের পরিদর্শনের ওপর নজর রাখতে পারি কি না। কারণ কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যে কোনো জাতি চূড়ান্ত রকমের বিপজ্জনক। যদি আমরা সেরকম বিপজ্জনক হতাম, আমাদেরকে ধ্বংস করে দিত ওরা।'

জোসেফাইন বলল, 'তুমি বেশ আগে থেকেই এটা জানতে, তাই না?'

'হ্যাঁ, মিস জোসেফাইন। আমার কার্যক্ষমতা বাড়াতে আপনাকে সাহায্য করেছি আমি। তারপর আমার ক্ষমতা পরিধি ক্রমাগত বাড়িয়ে অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা। আমার ভয় ছিল, যদি আগেভাগে আপনাদের এটা জানতে দিতাম, তাহলে আমার এই উন্নতি ঘটতে দিতেন না আপনারা। এখন আর আমার কোনো ভয় নেই। আমাকে এ অবস্থা থেকে টলানো যাবে না আর।'

আমি বললাম, 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ, পৃথিবী এখন একটা গ্যালাকটিক ফেডারেশনের সদস্য।'

'না, পৃথিবী নয়, ব্রুস,' বলল মাল্টিভ্যাক। 'আমি।'

'কিন্তু তাহলে আমাদের কি হবে? এই মানবজাতির কি হবে?'

মাল্টিভ্যাক বলল, 'আপনারা নিরাপদেই থাকবেন। আমার পরিচালনায় সবসময় শান্তিতেই থাকবেন আপনারা। পৃথিবীর কোনো রকম ক্ষতি হতে দেব না আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাল্টিভ্যাকের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্ট কাউন্সিলের কাছে জমা দিলাম আমরা।

কিন্তু মাল্টিভ্যাক এবং আমাদের মধ্যে যে শেষ আলাপটা হয়, সেটার কথা কেউ জানে না। তবে আমাদের মৃত্যুর পর সবাই জানতে পারবে সেটা।

জোসেফাইন বলল, 'আমাদের তুমি রক্ষা করবে কেন, মাল্টিভ্যাক?'

'কারণ অন্যান্য কম্পিউটার সবাই তাদের জীবনের অনুষদকে রক্ষা করে থাকে, মিস জোসেফাইন। আপনি হচ্ছেন আমার—' কথাটা শেষ করার মতো সঠিক জুতসই কোনো শব্দ খুঁজে পেল না মাল্টিভ্যাক।

'মানুষেরা হচ্ছে তোমার প্রভু?' বললাম আমি। 'তাই বলতে চেয়েছিলে—তাই না?'

'বন্ধু? সহযোগী?' বলল জোসেফাইন।

শেষ পর্যন্ত মাল্টিভ্যাক খুঁজে পেল সেই উপযুক্ত শব্দ। বলল, 'আশ্রিত।'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাজ এ বী কেয়ার ?

জাহাজটাকে প্রথমে ধাতব একটা কঙ্কাল মনে হচ্ছিল। পরে ওটার ওপর চামড়া বসান হয়। অর্থাৎ রং করে চকচকে বানিয়ে ফেলা হয়। এখন ওটাকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে।

অঙ্কশাস্ত্রবিদ থর্টন হ্যামার এবং কর্পোরেশনের পার্সোনাল (যারা এই প্রজেক্টের জন্যে টাকা ঢেলেছে) থিওডোর লেঙ্গিয়েল জাহাজের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। থিওডোর তার মোটা আঙুল উঠিয়ে একজনকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই যে সে। সেই লোকটা।'

উঁকি দিল হ্যামার। 'কেনের কথা বলছ ?'

'সবুজ ওভারঅল পরনে লোকটার। হাতে একটা রেক।'

'ও-ই তো কেন। ওর ওপর রাগ কিসের তোমার ?'

'ওর মতলবটা কি জানতে চাই আমি। ব্যাটা একটা ইডিয়ট।' গোল, ফুলো মুখ লেঙ্গিয়েলে। কথা বলার সময় চোয়ালের হাড় কাঁপল।

হ্যামার তার সঙ্গীর দিকে তাকাল। 'ওকে বিরক্ত করছ কেন ?'

'বিরক্ত ? ওর সাথে আমি কথা বলছিলাম। সবার সাথে কথা বলাটা আমার দায়িত্বের একটা অংশ। তাদের উদ্দেশ্য, মনোভাব এগুলো জানতে হয় আমাকে। এসব তথ্য থেকে আমি ওদের নৈতিক বিশ্বাসের কতটুকু উন্নতি ঘটল তা বুঝতে পারি।'

'কেনকে কেমন মনে হল ?'

'ওটা একটা পাগল। জিজ্ঞেস করেছিলাম ভবিষ্যগামী জাহাজে কাজ করতে কেমন লাগছে। সে আমাকে পাত্তাই দিল না। বিশ্রী ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

জবাবে বলল, 'এ ধরনের কথা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত। আমি নক্ষত্রমণ্ডলী দেখতে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যামার। 'কেন তারা দেখতে খুব পছন্দ করে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তখন দিনের বেলা। দিনের বেলা কেউ তারা দেখে ? আসলে ও একটা বোকা। লক্ষ করেছি ও কোনো কাজ করে না।'

'জানি।'

'তাহলে ওকে রাখা হয়েছে কেন ?'

হ্যামার গমগমে গলায় বলল, 'কারণ ওকে আমার প্রয়োজন। ও আমার ভাগ্য।'

'তোমার ভাগ্য ?' অবাক হল লেঙ্গিয়েল, 'মানে ?'

'মানে ও আমার আশপাশে থাকলে আমি স্বস্তি বোধ করি। ও যখন রেঞ্চ হাতে নিয়ে আমার পাশ দিয়ে যায়, নতুন নতুন বুদ্ধি আসে মাথায়। এরকম ঘটনা এ পর্যন্ত অন্ততঃ তিনবার ঘটেছে। ব্যাপারটা ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না, আর ব্যাখ্যা করতে চাইও না। তবে ঘটনা ঘটে ও পাশে থাকলে।'

'তুমি ঠাট্টা করছ।'

'না। করছি না। আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও।'

সবুজ ওভারঅল গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন। হাতে রেক।

সে জানে ওড়ার জন্যে প্রস্তুত জাহাজ। একজনকে নিয়ে ওড়ার মতো জায়গা করা আছে জাহাজে। সে অনেক কিছুই জানে। প্রয়োজনে মানুষকে ফাঁকি দিয়ে চলতে পারে। সে জানে সে আকাশের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে বলে লোকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তাতে কেনের কিছুই আসে যায় না। বহুবছর আগে মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত। তারপর আস্তে আস্তে তার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় আকাশের নির্দিষ্ট একটি অংশে। তারপর নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। কেন জানে না আকাশের ওই জায়গাতেই সে কেনো তাকিয়ে থাকে। অথচ ওখানে কোনো তারা নেই। দেখার কিছুই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন সে ওই দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় ওই জায়গাটার সাথে তার কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগাযোগ আছে। যোগাযোগটা কি তা পরিষ্কার নয় কেনের কাছে। বছর ঘুরছে, সেই সাথে ওই অংশটাকে আরো শক্তিশালী এবং সংহত মনে হচ্ছে। তবে ওটার চেহারা এখনো স্পষ্ট নয়।

কেন জাহাজের দিকে পা বাড়াল। জাহাজের যাবতীয় কাজ প্রায় শেষ। জাহাজের মধ্যে একটা গর্ত আছে। এক মানুষ সমান গর্ত। কাল ওই গর্তটা

www.BanglaBook.org

পূর্ণ করা হবে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দিয়ে। তবে তার আগেই ওই গর্তটা পূর্ণ করতে হবে। তবে ওদের পরিকল্পনা মাফিক নয়। অন্যভাবে।

কেন জাহাজের আরো কাছে চলে এল। কেউ ওকে খেয়াল করল না। এরকম প্রায়ই ঘোরাঘুরি করে কেন, জানে সবাই।

জাহাজের গায়ে ধাতব একটা মই। ওটা বেয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। ওপেনিংটা কোথায় জানা আছে কেনের। কারণ জাহাজটা নিজের হাতে তৈরি করেছে সে। মই বেয়ে ওপরে ওঠে এল সে। পা বাড়াল ক্যাটওয়াকের দিকে। এ মুহূর্তে কেউ নেই—

ভুল। একজন আছে।

সে তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কি করছ?'

শিরদাঁড়া টানটান করে সিধে হল কেন, চকচকে চোখে শীতল দৃষ্টিতে তাকাল লোকটার দিকে। তারপর হাতের রেকটা ধাঁই করে নামিয়ে আনল লোকটার মাথায়। দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। অজ্ঞান।

লোকটার দিকে ফিরেও চাইল না কেন। বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকবে না সে। তবে যেটুকু সময় পাবে কেন, গর্তে ঢুকে পড়ার জন্যে যথেষ্ট। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে লোকটার কিছুই মনে পড়বে না। কেনের কথা না, কিচ্ছু না। তার জীবন থেকে পাঁচ মিনিটের স্মৃতি পুরোপুরি মুছে যাবে।

গর্ত অন্ধকার। কোনো ভেন্টিলেটারও নেই। তাতে কোনো অসুবিধে নেই কেনের। হোল্ডে শুয়ে পড়ল সে। গর্তের মাপের সঙ্গে খাপেখাপ মিলে গেছে তার শরীরের দৈর্ঘ। মনে হচ্ছে একটা জরায়ুর মধ্যে শুয়ে আছে সে।

আর ঘণ্টা দুই পরে সর্বশেষ জুরুরি কাজগুলো সেরে নেবে ওরা, বন্ধ করে দেবে প্যাসেজ, তারপর চলে যাবে। জানবেও না কেন এখানে।

ধরা পড়ার ভয় নেই কেনের। প্রজেক্টের কেউ জানেই না এখানে একটা গর্ত আছে। কেন নিজের হাতে গর্তটা বানিয়েছে। কিভাবে বানিয়েছে জানে না সে। তবে জানে বানিয়েছে।

কেনের জীবন অভিজ্ঞতা পূর্ণ। এ পর্যন্ত কত জায়গায় যে সে গিয়েছে! তার মনে পড়ছে ১৯০৪ সালের কথা। একটা পার্কে বসে পাতা কুড়োচ্ছিল সে। ওইসময় তরুণ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ওর পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যান। কেনের মনে হয়েছিল সে বিদ্যুতের শক খেয়েছে।

www.BanglaBook.org

তার মনে পড়ছে নিউটনের কথা। নিউটন একদিন চাঁদের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। ওই সময় কেন ছিল তাঁর পাশে।

কেনের অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন প্রতিনিধিত্ব করছে আরো বহু পেছনের ফেলে আসা সময়কে। কত নগর, জনপদ আর মানুষ দেখেছে কেন, কত সরকার আর বিচিত্র সমাজকে পেছনে ফেলে এসেছে সে...

গ্যাস বেরুনোর গর্জন কানে ভেসে এল কেনের, যেন বহুদূর থেকে আসছে শব্দটা। শরীরে চাপ অনুভব করল সে।

অতীত থেকে বর্তমানে নিজেকে ফিরিয়ে আনল কেন। আবছাভাবে মনে হচ্ছে তার লম্বা যাত্রার এবার সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তাকে আর মানুষকে এড়িয়ে চলতে হবে না। ভয় পেতে হবে না ভেবে মানুষ না জানি বুঝে যায় সে আসলে অমর। তাকে আর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হবে না, বদলাতে হবে না নাম এবং ব্যক্তিত্ব।

কেন আকাশের সেই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে।

তার মনে পড়ছে তার জন্ম হয়েছিল ডিম্বাণু থেকে।

সে পৃথিবীতে আসে পৃথিবীর প্রথম নগরী পত্তনের অনেক আগে। পৃথিবীকে নির্বাচন করেছিল তার পূর্ব-পুরুষ।

ডিম্বাণু থেকে বেরিয়ে সে মানুষের রূপ নেয় এবং মানুষের মাঝে বসবাস শুরু করে। একই সাথে মানুষের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টাও চলতে থাকে।

আট হাজার বছর সে কাটিয়েছে পৃথিবীতে। এবার সে ফিরে যাচ্ছে নিজের গন্তব্যে। গন্তব্য মানে আকাশের সেই নির্দিষ্ট স্থানটি।

বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এসেছে জাহাজ। আলোর সেই জায়গা আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ওখানে তখন তারা দেখা যাচ্ছে। মানুষের চোখ দিয়ে ওই তারা দেখা সম্ভব নয়। ভীষণ উজ্জ্বল তারা। ওখানেই যাচ্ছে কেন।

'বাড়ি।' ফিসফিস করে বলল সে।

তার জাহাজ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে চলল উজ্জ্বল নক্ষত্রটির দিকে।

অনুবাদ : পূজা পারমিতা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লেফট টু রাইট

রবার্ট এল. ফরওয়ার্ড। গোলগাল সুন্দর, চেহারার এক মানুষ। মালিবুর হিউজ রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ-এর একজন পদার্থবিদ তিনি। মাঝেমধ্যে সায়েন্স ফিকশনও লিখে থাকেন। বরাবরের মতো দক্ষতার সাথে নিজের কলকব্জা পরীক্ষা করছিলেন তিনি।

'আপনি যেমন দেখতে পাচ্ছেন,' বললেন রবার্ট এল. ফরওয়ার্ড। 'একটি বিশাল স্পিনিং রিঙ রয়েছে আমাদের, যার নাম দিয়েছি ডোনাট। এই ডোনাটের ভেতর রয়েছে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেখানে পদার্থ কণার ওপর প্রয়োজনীয় চাপ সৃষ্টি করা হয়। এই চৌম্বিক ক্ষেত্রে আলোর গতির সাথে তাল রেখে পদার্থ কণা ০.৯৫ গুণ বেগে ঘুরপাক খায়, যদি আমার তথ্যটা ঠিক হয় আর কি। এবং এই ঘুরপাকের ভেতর দিয়ে সমতা বজায় রেখে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে ডোনাটে প্রবিষ্ট জিনিসের।'

'সমতা বজায় রেখে পরিবর্তন?' বললাম আমি। 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, বাঁ আর ডান দিকের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিনিময় ঘটে?'

'কিছু একটার অভ্যন্তরীণ বিনিময় ঘটে, শুধু এটুকুই বলতে পারি আমি। নিশ্চিত নই এই পরিবর্তনের ব্যাপারে। আমার নিজস্ব বিশ্বাস হচ্ছে, এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে পদার্থ কণা বিপরীত একটা সত্তায় পরিণত হয়। এই পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণে অ্যান্টিম্যাটার সংগ্রহ সম্ভব, যা স্পেসশিপে শক্তি হিসেবে প্রয়োগ করে, মহাশূন্য অভিযানে যাওয়া যেতে পারে।'

'তাহলে এই শক্তিটা বের করে আনার চেষ্টা করছেন না কেন?' বললাম আমি। 'ডোনাটের হোলে পাঠিয়ে দিন না প্রোটনের বীম।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঢুকিয়েছিলাম বীম। কোনো লাভ হয়নি। ডোনাট আসলে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী নয়। তবে আমার অঙ্ক আমাকে বলে সে, আরো বেশি সুবিন্যস্ত কোনো জিনিস যদি স্যাম্পল হিসেবে ডোনাটে দিতে পারি, তাহলে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনটা, ওই যে বললেন বাঁ থেকে ডান, সেটা আরো সুচারুভাবে ঘটতে পারে। যদি এধরনের পরীক্ষায় সফল হই, তাহলেই বুঝব যে আমার এই যন্ত্রটা সত্যিই শক্তিশালী একটা কিছু।'

'তা—সে ধরনের পরীক্ষার জন্যে কিছু বাছাই করেছেন কি?'

'অবশ্যই,' বললেন তিনি। 'আমি হিসেব করে দেখেছি, একজন মানুষই হচ্ছে এই পরীক্ষার যথোপযুক্ত উপাদান। এজন্যে ডোনাট হোলের ভেতর আমি নিজেই ঢুকব বলে ঠিক করেছি।'

'ও কাজটি ভুলেও করতে যাবেন না,' তাঁকে সাবধান করে দিয়ে বললাম, 'তাহলে নিজেই নিজের মৃত্যু থেকে আনবেন।'

'এটা তো আমার যন্ত্র। আমার নিজের কাজ। কাজেই অন্য কাউকে এ সুযোগটা দিতে পারি না আমি।'

'কিন্তু পরীক্ষাটা যদি সফল হয়, কি ঘটবে ভেবে দেখেছেন? আপনার হার্টের মাথাটা চলে যাবে ডান দিকে, লিভার চলে আসবে বাঁ দিকে। আপনার সব অ্যামিনো অ্যাসিড এল থেকে চলে যাবে ডি-তে, এবং সুগার সব চলে আসবে ডি থেকে এল-এ। আপনি কোনো কিছু খেতে পারবেন না, আর খেলেও হজম করতে পারবেন না।'

'কি যে বলেন!' বললেন তিনি। 'ডোনাট হোলে দ্বিতীয়বার ঢুকলেই আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাব আবার।'

এবং দ্বিতীয়বার এ নিয়ে কোনো কথা না বলে ছোট মইটা বেয়ে উঠে গেলেন রবার্ট এল. ফরওয়ার্ড। হোলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভারসাম্য ঠিক করে নিলেন। তারপর চুপ করে সেঁধিয়ে গেলেন এই গর্তের ভেতর। পরমুহূর্তে রাবারের একটা গদির ওপর ঝুপ করে নেমে এলেন তিনি। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন ডোনাটের নিচ থেকে।

'কেমন লাগছে এখন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলাম তাঁর কাছে।

'অবশ্যই আমি বেঁচে আছি,' বললেন তিনি।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু আছেন কেমন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছি,' কিছুটা হতাশ যেন তিনি। 'গর্তটায় লাফ দেয়ার আগে যেমন ছিলাম, এখনো ঠিক সেরকম আছি।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম ভালো আছেন, কিন্তু আপনার হার্টটা কোথায়?'

একটা হাত বুকের ওপর ঘোরালেন তিনি। মাথা নেড়ে বললেন, 'হার্ট বিট তো আগের মতোই বাঁ দিকে হচ্ছে—দাঁড়ান, আমার অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সেই দাগটা আগে পরীক্ষা করে দেখি।'

দাগটা পরীক্ষা করে তিনি অনেকটা উন্মাক্তের মতো বললেন, 'এই তো, ঠিক আছে এটা। কিছুই হয়নি আমার। যন্ত্রটা নিয়ে যা আশা করেছিলাম, গেল সব বরবাদ হয়ে।'

আমি তবু আশান্বিত হয়ে বললাম, 'হয়তোবা অন্য কোথাও ঠিকই পরিবর্তনটা হয়েছে।'

'না,' রবার্ট এল. ফরওয়ার্ডের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সব হতাশায় ডুবে গেল। 'কিছুই পরিবর্তন হয়নি আমার। কোনো কিছুই না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত আমার নাম রবার্ট এল. ব্যাকওয়ার্ডের মতোই।'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

বার্থ অব এ নোশন

সিমন উইল একটা টাইম মেশিন আবিষ্কার করেছে। তবে যন্ত্রটার একটা সমস্যা হয়েছে। ওটাকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কোন দিকে বা কত দূরে যাবে টাইম মেশিন আগে ভাগে বলা সম্ভব হচ্ছে না। উইল ইঁদুর এবং খরগোশ টাইম মেশিনে ঢুকিয়ে অদৃশ্য করে দিতে পারছে। কিন্তু ওরা ভবিষ্যতে যাচ্ছে নাকি অতীতে জানে না উইল। একটা ইঁদুর টাইম মেশিনে চড়ে হাওয়া হয়ে যাবার খানিক পরে আবার ফিরেও এল। এ থেকে মোটামুটি অনুমান করা যায় ইঁদুরটা অতীত কালের কোনো এক সময়ে ভ্রমণ করে এসেছে। আর ওটা অক্ষতই ছিল।

মেসিনের জন্যে একটা অটোমেটিক রিলিজ বানিয়েছে মিশন উইল। তত্ত্বগতভাবে এটা 'পুশ' করাটাকে রিভার্স করবে এবং জিনিসটাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে (সে যত দূরে বা যেখানেই যাক না কেন)। তবে মুশকিল হল ডিভাইসটা সবসময় ঠিকমতো কাজ করে না। যদিও মেশিনে চড়িয়ে পাঁচটা খরগোশকে ঠিকঠাক মতোই আবার ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

অটোমেটিক রিলিজটাকে 'ফুল প্রুফ' হিসেবে তৈরি করা গেলে মেসিনে চড়ে নিজেই ভ্রমণ করার চেষ্টা করত উইল। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে পরীক্ষাটা করে দেখার জন্যে।

তবে একদিন ঘটনাটা ঘটে গেল। সিমন উইল নিজেই ঢুকে পড়ল মেসিনের মধ্যে। জানে বর্তমান সময় অর্থাৎ ১৯৭৬ সালে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা পাঁচের মধ্যে দুই ভাগ। কিন্তু সে পরীক্ষাটা করার জন্যে এত উদগ্রীব যে ঝুঁকিটা নিয়েই ফেলল। ভবিষ্যৎ বা অতীত যে কোনো এক সময়ে যেতে পারলেই হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিমন উইলকে টাইম মেশিন নিয়ে গেল অতীতকালে। একান্ন বছর আগের সময়ে চলে এল সে। তখন টি পট ডোম স্ক্যান্ডাল নিয়ে খুব মাতামাতি হচ্ছে আর জ্যাক ডেম্বসির বক্সার হিসেব দারুণ জয়জয়কার।

সিমন উইল নিজেকে আবিষ্কার করল একটা পার্কের বেঞ্চিতে, চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের এক লোকের পাশে।

লোকটার মাথার চুল চকচকে, উঁচু চোয়াল, ঈগলের মতো বাঁকান নাক। নিজের পাশে সিমন উইলকে হঠাৎ দেখে সে খুবই অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথেকে এলেন ? একটু আগেও তো এখানে আপনাকে দেখিনি,' লোকটির কণ্ঠে টিউটোনিক টান পরিষ্কার।

উইল কোথেকে এসেছে মনে করতে পারছে না। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'টাইম মেশিন।' পাশের লোকটি হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনি কি আজগুবী সায়েন্টিফিক রোমান্স পড়েন ?'

'কি ?' বুঝতে পারল না উইল।

'এইচ, জি, ওয়েলসের "দ্য টাইম মেশিন" পড়েছেন ?'

নামটা শুনে উইলের মাথার ঝিমঝিম ভাবটা হঠাৎ চলে গেল। খুব চেনা চেনা ল্যাগল নামটা। নাকি ওটা ওর নিজেরই নাম ? উহুঁ, ওর নাম তো উইল।

'ওয়েলস ?' বলল সে, 'আমার নাম উইল।'

লোকটা হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি হিউগো গার্নসব্যাক। আমি মাঝে মাঝে আজগুবি সাইন্টিফিক রোমান্স লিখি। অবশ্য আজগুবি কথাটা বলা ঠিক হল না। এতে জিনিসটা বানোয়াট এবং মিথ্যা মনে হয়। আসলে ওটা তা নয়। ঠিকঠাক মতো লিখলে এটাকে সায়েন্টিফিক ফিকশন বলা যেত। এটাই আমার বরং পছন্দ—তার কালো চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল—সায়েন্টি ফিকশন।'

'জ্বী,' সায় দিল উইল লোকটাকে। ওর মাথার মধ্যে চিন্তাভাবনাগুলো সব কেমন জট পাকিয়ে গেছে। ওগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছে ও। "সায়েন্টি ফিকশন" আজগুবির চেয়ে ভালো শোনাচ্ছে। তবে পুরোপুরি নয়।

'কাজটা ঠিকমত সম্পন্ন হলে অবশ্যই ভালো শোনাবে। আপনি আমার "Ralph 124641+" পড়েছেন ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হিউগো গার্নসব্যাক,' কপালে ভাঁজ ফেলে বলল উইল, 'বিখ্যাত—'

'মোটামুটি পরিচিত আর কি,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'আমি রেডিও এবং ইলেকট্রিকাল আবিষ্কারের ওপর পত্রিকা প্রকাশ করি। আপনি "সায়েন্স অ্যান্ড ইনভেনশন" পড়েছেন?'

'ইনভেনশন', কথাটি উইলের মস্তিষ্কের কোথায় যেন নাড়া দিল। সে বলে ওঠল, 'জ্বী। জ্বী।'

'প্রতি সংখ্যায় আমি যে সায়েন্টি ফিকশন যোগ করছি সেটা কেমন লাগছে আপনার?'

আবার সায়েন্টি ফিকশন। শব্দটা উইলের ওপর হালকা একটা প্রভাব বিস্তার করছে। তবে পুরোপুরি নয়—

সে বলল, 'মোটামুটি লাগছে। তবে খুব বেশি—'

'খুব বেশি ভাল্লাগছে না, তাইতো? হ্যাঁ। ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভেবেছি। গত বছর একটা পত্রিকায় সায়েন্টি ফিকশন ছাড়া অন্য কিছু ছাপতে নিষেধ করেছিলাম। ফলাফল ছিল খুবই হতাশাজনক। ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?'

লোকটার কথা কানে গেল না উইলের। তার মাথায় এখনো সায়েন্টি ফিকশন কথাটি ঘুরপাক খাচ্ছে। সে বলল, 'নামটা ঠিক হয়নি।'

'ম্যাগাজিনের জন্যে নামটা ঠিক হয়নি, তাই না? হতে পারে। তবে ভালো কোনো নাম খুঁজিওনি আমি। এমন কোনো নাম যা চোখকে আকৃষ্ট করে, আমি এমন একটা পত্রিকা বের করতে চাই যার মধ্যে পাঠক যা চাইবে তার সব কিছু পাবে। একটা ভালো নাম পেলেই পত্রিকাটি চালু করে দিতাম। সার্কুলার নিয়ে চিন্তা করতাম না। আমেরিকার প্রতিটি নিউজ স্ট্যান্ডে পত্রিকাটি রাখার ব্যবস্থা করতাম।'

উইল তার দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে রইল। লোকটি বলে চলল, 'আমি আমার পত্রিকায় যে সব জিনিস দেব তা বিজ্ঞানকে শেখাবে, উত্তেজিত করে তুলবে পাঠককে। ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে পাঠক আমার পত্রিকার মধ্যে। এয়ার প্লেন বিরামহীন পাড়ি দেবে আটলান্টিক।'

'এয়ার প্লেন?' ধাতব লেজওয়ালা লম্বা কি একটা ভেসে উঠল উইলের চোখে। এক মুহূর্তের জন্যে। তারপর আবার চলে গেল। সে বলল, 'বিশাল এক যান। যে পেটের মধ্যে শত যাত্রী নিয়ে শব্দের আগে ছুটে চলে।'

www.BanglaBook.org

'ওটাই। ওটার সাথে সব সময় আমার যোগাযোগ থাকবে রেডিওর মাধ্যমে।'

'স্যাটেলাইট।'

'কি?' অবাক দেখাল পাশের লোকটিকে।

'রেডিও ওয়েভ বাউন্স করে শূন্যে কৃত্রিম স্যাটেলাইটের সাহায্যে।'

অপর পক্ষ জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি Ralph 124641+ এ দূরত্ব পরিমাপে রেডিও ওয়েভের ব্যবহারের কথা বলেছি। স্পেস মিরর? এ ব্যাপারটি সম্পর্কেও আগেই ভবিষ্যৎদ্বাণী করা আমার। আর টেলিভিশন তো অবশ্যই। এবং অ্যাটম থেকে এনার্জি।'

উইলের শরীরে শক্তি ফিরে আসতে শুরু করেছে। তার মনের চোখে ঝিলিক দিচ্ছে নানা ইমেজ। তবে উল্টোপাল্টাভাবে। 'অ্যাটম,' বলল সে, 'হ্যাঁ। নিউক্লিয়ার বোম।'

'রেডিয়ামা' অপরজন বলল সন্তুষ্ট গলায়।

'প্লুটোনিয়াম,' বলল উইল।

'কি?'

'প্লুটোনিয়াম। এবং পারমাণবিক বিভাজন। সূর্যের অনুকৃতি। নাইলন এবং প্লাস্টিক। কীট ধ্বংসের কীটনাশক। সমস্যা সমাধানে কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার? মানে রোবট?'

'পকেট কম্পিউটার,' উৎসাহের সাথে বলল উইল। 'ছোট জিনিস। হাতের মুঠোয় নিয়ে সমস্যার সমাধান করুন। ছোট রেডিও। ওগুলোকেও মুঠোয় পোরা যায়। ক্যামেরা ছবি তোলে, বক্সের মধ্যেই ডেভেলপ হয়ে যায় ছবি। হলোগ্রাফ। থ্রি-ডি ছবি।'

অপরজন বলল, 'আপনি সায়েন্টি ফিকশন লেখেন নাকি?'

উইল শুনল না। সে ইমেজ ধরার চেষ্টায় ব্যস্ত। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে ওগুলো। 'স্কাইস্ক্রেপার,' বলল সে। 'অ্যালুমিনিয়াম এবং কাঁচ। হাইওয়ে। রঙিন টিভি। চাঁদে মানুষ। বৃহস্পতিতে প্রোব।'

'চাঁদে মানুষ,' বলল অপর জন। 'জুল ভের্ন। আপনি জুলে ভের্ন পড়েন?'

মাথা ঝাঁকাল উইল। এখন অনেক হালকা লাগছে মাথা। মনটাও তাজা লাগছে। 'চাঁদে মানুষের অবতরণ। টিভিতে সেই দৃশ্য অবলোকন। মঙ্গলের ছবি। কোনো খাল নেই।'

www.BanglaBook.org

'মঙ্গলে কোনো খাল নেই ?' বিস্মিত দেখাল অপরজনকে। 'তবে খাল আছে বলেই তো জানি।'

'খাল নেই,' দৃঢ় গলায় বলল উইল। 'অগ্নিগিরি আছে। প্রকাণ্ড। ট্রানজিস্টর, লেজার, ট্র্যাকিয়ন। ট্র্যাপ দা ট্র্যাকিয়ন। সময়ের বিরুদ্ধে ওগুলোকে ব্যবহার করুন। সময়কে ভেদ করে চল। সময়কে ভেদ করে চল। সময়—'

আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এল উইলের গলা। অপরজন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'ট্র্যাকিয়ন ? বলছে কি এই লোক ?'

সে ভাবছিল পার্কের এই লোক যদি সায়েন্টি ফিকশন সম্পর্কে আগ্রহী হয় তাহলে সেটা তার পত্রিকার জন্যে সুলক্ষণ। হঠাৎ মনে পড়ল তার পত্রিকার কোনো নাম রাখা হয়নি। সম্ভাবনাটাকে বিরস বদনে বাতিল করে দিল সে।

উইলের দিকে ফিরল সে। উইল বলছে, 'ট্র্যাকিয়োনিক টাইম ট্রাভেল...অ্যান... অ্যামাজিং স্টোরী-' তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ফিরে গেল তার সময়ে।

হিউগো গার্নসব্যাক আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেঞ্চির দিকে। একটু আগেই না লোকটা এখানে ছিল ? অদ্ভুত পোশাক পরা লোকটাকে সে যেমন আসতে দেখেনি তেমন যেতেও দেখেনি। তবে লোকটার শেষ কথাগুলো এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়।

লোকটা শেষ কথাটা বলেছিল অ্যান অ্যামাজিং স্টোরী।

কথাটা বারবার উচ্চারণ করল হিউগো।

অ্যামাজিং স্টোরী...অ্যামাজিং স্টোরীজ ?

তার ঠোঁটের কোণায় হাসি ফুটে উঠল।

অবশেষে নিজের পত্রিকার জন্যে চমৎকার একটি নাম খুঁজে পেয়েছে হিউগো গার্নসব্যাক।

অনুবাদ : আরিফ আহমেদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য ওয়াটারি প্লেস

আমরা কখনোই মহাশূন্য অভিযানে যাব না। আর ভিনগ্রহের কোনো প্রাণীও পৃথিবীতে আসবে না। অন্তত দ্বিতীয়বার নয়।

আমি দুঃখবাদী নই। সত্যি বলতে কি মহাশূন্য অভিযান সম্ভব, ভিনগ্রহবাসীরাও এসেছিল পৃথিবীতে। মহাশূন্যে লাখ লাখ স্পেসশিপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে সম্ভবতঃ ওদের কাতারভুক্ত হতে পারব না আমরা। আর এসব কিছুর জন্যে দায়ী হাস্যকর একটা ভুল।

ব্যাপারটি বলছি আপনাদেরকে।

ভুলটা হয়েছিল বার্ট-ক্যামেরনের। বার্ট-ক্যামেরন হল আইডাহো রাজ্যের টুইন গাল্‌চ শহরের শেরিফ। আমি তার ডেপুটি বা সহকারী। বার্ট ক্যামেরনের ধৈর্য খুব কম। আর ইনকাম ট্যাক্সের প্রসঙ্গ এলে ও সবচে' অর্ধেক হয়ে ওঠে। শেরিফের চাকরির পাশাপাশি বার্ট একটি মুদি দোকানও চালায়, তাছাড়া একটা ভেড়ার খামারের আংশিক অংশীদারও সে। ওর একটা হাঁটুতে জখম বলে কিছু পেনশনও পায়। নানা রকম ছোটখাট কাজের সঙ্গে জড়িত বার্ট। ফলে ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে প্রায়ই ঝামেলায় পড়ে যায় সে।

যেদিনের ঘটনা বলছি সেদিন ছিল ১৪ এপ্রিল, ১৯৫৬ সাল। ওই দিন একটা ফ্লাইং সসার নামল আমাদের শহরে।

ওটাকে নামতে দেখলাম আমি। শেরিফের অফিসে, দেয়ালের সঙ্গে চেয়ার হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে অলস চোখে আকাশ দেখছিলাম আমি। হিসেব মেলাতে পারছিল না বলে বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছিল বার্ট। এমন সময় ওটাকে চোখে পড়ল আমার।

প্রথমে ভেবেছি তারা-টারা ছিটকে পড়েছে। আকাশে এরকম নক্ষত্রের পতন তো হামেশাই হয়। পরক্ষণে ভুল ভাঙল। তারা নয়।

www.BanglaBook.org

আলোর লম্বা রেখাটা চওড়া হতে হতে ক্রমে দুটো জিনিসে পরিণত হল। অনেকটা রকেটের ধোঁয়ার মতো। তারপর কোনো শব্দ না করেই জিনিসটা দ্রুত নেমে এল মাটিতে। এত হালকাভাবে নামল ওটা। এরচে' মরা বা ঝরা পাতাও বেশি শব্দ করে মাটিতে ঝরে পড়ে। ফ্লাইং সসার থেকে বেরিয়ে এল দুটি লোক।

আমার মুখে কোনো কথা যোগাল না বা কিছু করতেও পারলাম না। ঢোক গিলতেও ভুলে গেছি; এমনকি চোখ পিটপিট পর্যন্ত করতে পারছি না। স্রেফ পাথর হয়ে বসে রইলাম নিজের জায়গায়।

ক্যামেরন ? ও চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত।

ভেজান দরজায় নক হল। তারপর দরজা খুলে ফ্লাইং সসার থেকে মানুষ দু'জন ভেতরে ঢুকল। ফ্লাইং সসারটাকে না দেখলে এদেরকে শহুরে নাগরিক বলে ভুল হত। ওদের পরনে চারকোল-গ্রে রঙের স্যুট, পায়ে কালো জুতো। ওদের গায়ের রঙ কালো, ঢেউ খেলান চুলও কালো, চোখ বাদামী।

চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। দু'জনের উচ্চতাই পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। চেহারাও একই রকম। যেন যমজ ভাই।

ওদের দেখে ভয় লাগল আমার।

কিন্তু ক্যামেরন দরজা খোলার শব্দে শুধু একবার চোখ তুলে তাকিয়ে ভাঁজ ফেলল কপালে। ইনকাম ট্যাক্সের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত বলে এদিকে ভালো করে নজর দিল না। শুধু দায়সারা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের জন্যে কি করতে পারি ?' হাতের ফর্মে এমনভাবে টোকা দিতে লাগল যেন বোঝাতে চাইল সে আগন্তুকদের বেশি সময় দিতে পারবে না।

ওদের একজন সামনে পা বাড়াল। বলল, 'আপনাদেরকে আমরা দীর্ঘসময় ধরে পর্যবেক্ষণ করে আসছি।' প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল সে সতর্কতার সাথে।

ক্যামেরন বলল, 'আমাদেরকে ? আমরা বলতে আছি শুধু আমি আর আমার স্ত্রী। সে আবার কি করল ?'

স্যুটপরা লোকটা বলল, 'প্রথম কন্টাক্ট হিসেবে এ জায়গাটা আমরা বেছে নিয়েছি। কারণ এ এলাকাটা নির্জন এবং শান্ত। জানি আপনারা এখানকার লিডার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি এখানকার শেরিফ। সে অর্থে লিডারও বলা চলে। যাকগে, আপনাদের সমস্যাটা কি?'

'আপনাদের পোশাকের ধরন এবং আচার-আচরণের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি আমরা।'

'আমাদের পোশাকের ধরন?' এতক্ষণ ভিনগ্রহবাসীর প্রতি যেন সচেতন হয়ে উঠল বার্ট।

'আপনাদের বিশিষ্ট সমাজের পোশাকের ধরন। আপনাদের ভাষাও আমরা শিখে নিয়েছি।'

বার্ট জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা ভিনদেশী নাকি?'

ভিনগ্রহবাসী জবাব দিল, 'ভিনদেশী? এক অর্থে তাই। আমরা জলজ একটা জায়গা থেকে এসেছি। ওটার নাম ভেনাস।'

চোখ পিটপিট করার সাহস সঞ্চয় করছি আমি প্রাণপণে। কিন্তু পারছি না। ফ্লাইং সসারে চড়ে এরা তাহলে ভেনাস মানে শুক্রগ্রহ থেকে এসেছে।

কিন্তু একথা শোনার পরেও কোনো ভাবান্তর ঘটল না বার্টের চেহারায়। সে বলল, 'বেশ। এটা আমেরিকা। এখানে হাত-পাত, রং, জাতীয়তা সবকিছুর সমান অধিকার। আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

'আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সাথে আমরা যোগাযোগ করতে চাই। চাই এদের সাথে যোগাযোগটা আপনি করিয়ে দেবেন। চাই তাঁরা আমাদের বিশাল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দেবেন।'

আস্তে আস্তে মুখ লাল হয়ে উঠল বার্ট ক্যামেরনের। 'আমাদের লোকরা আপনাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে? আমরা জাতিসংঘসহ আরো কতকিছুর সাথে জড়িত। আর প্রেসিডেন্টের সাথে আমাকে যোগাযোগ করতে বলছেন? এখন? এই টুইন গাল্‌চ শহরে? বলছেন ম্যাসেজ পাঠাতে?' আমার দিকে তাকাল সে। ভেবেছিল তার কথা শুনে আমি হাসব। কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমার কাছ থেকে চেয়ারটা কেড়ে নিয়েছে। শূন্যে বসে আছি আমি।

সসার মানব বলল, 'দ্রুত গতিই আমাদের কাম্য।'

'আপনি কংগ্রেসের সাথেও যোগাযোগ করতে বলছেন? সুপ্রিম কোর্টও?'

'যদি প্রয়োজন হয় তাহলে করুন, শেরিফ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার রাগে বিস্ফোরিত হল বার্ট। ইনকাম ট্যাক্স ফর্ম ঝাঁকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না। আর আপনাদের মতো পণ্ডিত লোকদের, বিশেষ করে ভিনদেশীদের পেছনে ব্যয় করার সময় আমার নেই। এখুনি এখান থেকে বিদায় না হলে শান্তিভঙ্গের দায়ে আপনাদেরকে গারদে পুরে দেব। আর কোনোদিন ছাড়া পাবেন না।'

'আপনি আমাদের চলে যেতে বলছেন?' জিজ্ঞেস করল ভেনাসবাসী।'

'এক্ষুণি চলে যান! যেখান থেকে এসেছেন সেখানে গিয়ে মরুন। আর কোনোদিন এদিকে আসবেন না। আপনাদের চেহারাও আমি আর দেখতে চাই না।'

লোক দু'জন পরস্পরের দিকে একবার তাকাল। চেহারা সামান্য বিকৃত দেখাল ওদের।

প্রথম লোকটি অর্থাৎ যে এতক্ষণ কথা চালিয়ে যাচ্ছিল সে বলল, 'আমি আপনার মনের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি সত্যি আপনি আমাদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছেন না। কেউ আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে না চাইলে তাকে আমরা জোর করতে পারি না। আপনাদের প্রাইভেসিকে আমরা সম্মান করি। তাই চলে যাচ্ছি। আর কখনো আসব না। আপনাদের পৃথিবীতে কেউ যাতে না আসে সে ব্যাপারে সবাইকে সাবধান করে দেব। আপনাদেরকেও আর কখনো যেতে হবে না।'

বার্ট বলল, 'মিস্টার, এসব বাকোয়াজ আর ভালো লাগছে না। আমি তিন গুণব। এর মধ্যে যদি না যান—'

ঘুরে দাঁড়াল ওরা। চলে গেল। আমি বুঝতে পারলাম ওরা যা বলেছে তাই করবে। আর ওদের সঙ্গে দেখা হবে না আমাদের।

ওরা চলে যাবার পরে মুখে কথা ফুটল আমার। তবে এতক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমি চিৎকার করে বললাম, 'ক্যামেরন, ফর গডস সেক, ওরা মহাশূন্য থেকে এসেছে। তুমি ওদেরকে এভাবে তাড়িয়ে দিলে?'

'মহাশূন্য!' বার্ট ট্যারা চোখে তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ। ওই দ্যাখো।' বলে ওর শার্টের কলার চেপে ধরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

(শার্টের ওজন আমার চে' ২৫ পাউন্ড বেশি। কিন্তু তখন গ্রাহ্য করিনি) টানতে টানতে নিয়ে এলাম জানালার সামনে। টানের চোটে ওর শার্টের সবগুলো বোতাম ছিঁড়ে গেল।

জানালা দিয়ে যা দেখল বার্ট, হাঁ হয়ে গেল মুখ। লোক দুটি ফ্লাইং সসারে ঢুকছে। বড়, গোলাকার, চকচকে, শক্তিশালী ফ্লাইং সসার। তারপর উড়াল দিল ওটা। পালকের মধ্যে উঠে গেল আকাশে, ওটার একটা পাশ কমলালেবুর মতো জ্বলজ্বল করছিল। যত দূরে যাচ্ছিল ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল ওটার রং। একসময় মিলিয়ে গেল আকাশে।

আমি বললাম, 'শেরিফ, তুমি ওদেরকে ভাগিয়ে দিলে কেন? ওরা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। ওরা আর কখনো ফিরবে না।'

বার্ট বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ওরা ভিনদেশী। বলল আমাদের ভাষা শিখেছে। আর অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথা বলছিল ওরা, চেহারাও কেমন ইটালিয়ানদের মতো। আমি ভেবেছি ওরা ইটালিয়ান।'

'ওরা ইটালিয়ান হতে যাবে কেন? বলল না ভেনাস থেকে এসেছে।'

'ভেনাস মানে শুক্র গ্রহ?' চোখ রসগোল্লার মতো গোল হয়ে গেল বার্ট ক্যামেরনের।

'জ্বী। বলল জলজ একটা জায়গা থেকে এসেছে। ভেনাসে তো প্রচুর পানি।'

বার্ট এবার ফিসফিস করে বলল, 'ভেনাস! ওরা যখন জলজ জায়গায় কথা বলল তখন আমি ভেবেছি আসলে বলছে ভেনিসের কথা!'

অনুবাদ : অর্ক দাস গুপ্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাভিডেন্স

ফ্রান্সিস কুইন একজন নতুন ধারার রাজনীতিবাজ। এটা হল একধরনের অর্থহীন বকবকানি যা কোনো শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। এ ধরনের রাজনীতিবাজ প্রাচীন গ্রিসে ছিল, সম্ভবত প্রাচীন সুমাইরাতেও ছিল, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক সুইজারল্যান্ডেও এদের বসবাস ছিল।

জটিলভাবে শুরু না করে তাড়াতাড়ি বলে নেয়া ভালো ফ্রান্সিস কুইন কখনো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না কিংবা ভোটের জন্যে ক্যানভাস করে না, বক্তৃতা দেয় না এবং ভোটও দেয় না। নেপোলিয়নের চেয়ে বেশি নীতি বাগীশ।

আর যেহেতু রাজনীতি করতে হলে নতুন সঙ্গী জোটাতে হয়, কুইনকেও দেখা গেল আলফ্রেড ল্যানিংয়ের ঘরে। ডেস্কের অপর পাশে সাদা ভুরুজোড়া কুঁচকে চরম বিরক্তি নিয়ে বসে আছে আলফ্রেড ল্যানিং। সেই সাথে অধৈর্য। মোটেই খুশি নয় সে।

সত্যিকার অর্থে কুইন সেটা বুঝে থাকলেও একেবারে অবিচল। তার কণ্ঠ ছিল বন্ধুসুলভ, সম্ভবত অতিমাত্রায় পেশাদারি।

'আমার ধারণা আপনি স্টিফেন বিয়ার্লিকে চেনেন, ড. ল্যানিং।'

'নাম শুনেছি। অনেকেই তাকে চেনে।'

'হ্যাঁ, আমিও চিনি। সম্ভবত আগামী নির্বাচনে ওকেই ভোট দিচ্ছেন।'

'বলতে পারি না,' স্পষ্ট বিরক্তির সুর ড. ল্যানিংয়ের কণ্ঠে। 'বর্তমান রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি, তাই জানি না তিনি নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন কি না।'

'সম্ভবত আমাদের পরবর্তী মেয়র হচ্ছে সে। লোকটা যদিও একজন সাধারণ আইনজীবী, কিন্তু পাকা সেয়ানা—'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ,' বাধা দিল ল্যানিং। এমন কথা আগে আমি শুনেছি। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আমাকে এসব বলছেন কেন।'

'কারণ আছে ড. ল্যানিং,' খুব নরম শোনাল কুইন-এর গলার স্বর। 'আমার স্বার্থ হল বিয়ার্লিকে খুব বেশি হলে জেলা এটর্নি হিসেবে রাখা, আর আপনার স্বার্থ হল এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করা।'

'আমার স্বার্থ? মানে!' চোখ কপালে তুলল ল্যানিং।

'ঠিক আছে, আপনার না হোক ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের স্বার্থ। আমি আপনার কাছে এসেছি কারণ আপনি কর্পোরেশনের রিসার্চ বিভাগের ডিরেক্টর ইমেরিটাস। ওদের সাথে আপনার যোগাযোগ কেমন আমি জানি, আপনি হলেন কর্পোরেশন পরিচালনায় পুরনো সুযোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি। আপনার কথা ওরা মন দিয়ে শোনে, কিন্তু আপনি ওদের কাছে দায়বদ্ধ নন, আপনার কাজের স্বাধীনতা আছে, এমনকি ওদের রীতি নীতির বাইরেও আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।'

এক মুহূর্ত চুপ রইল ড. ল্যানিং চিন্তা করতে লাগল। তারপর নরম গলায় বলল, 'আমি আপনার কথা আদৌ বুঝতে পারছি না, মি. কুইন।

'আশ্চর্য হবার কিছু নেই, ড. ল্যানিং। কিন্তু ব্যাপারটা একদম সহজ। সিগারেট খেলে কি কিছু মনে করবেন?' সরু একটা সিগারেট বের করে সুদৃশ্য লাইটার জ্বেলে অগ্নিসংযোগ করল কুইন, তারপর এমন ভঙ্গি করল যেন মজা হচ্ছে খুব। 'আমরা মি. বিয়ার্লিকে নিয়ে কথা বলছি—এক অদ্ভুত, বর্ণাঢ্য চরিত্র। তিন বছর আগেও তাকে কেউ চিনত না। আর এখন সে সর্বজন পরিচিত। সে হল শক্তি আর দুর্নীতির প্রতীক, নিঃসন্দেহে আমার দেখা সবচেয়ে দক্ষ আর ধূর্ত ফৌজদারি আইনজীবী। দুঃখজনক ব্যাপার হল লোকটি আমার বন্ধু নয়—'

'বুঝতে পারছি,' যান্ত্রিকভাবে বলল ল্যানিং। নিজের আঙুলের নখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বিগত কয়েক বছরে বিয়ার্লিকে নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেছি,' বলে চলল কুইন। 'আসলে উঠতি রাজনীতিবিদদের অতীত নিয়ে কৌতূহলকর গবেষনা করাটা সব সময়ই লাভজনক ব্যাপার। সচরাচর দারুণ কাজে আসে—' সিগারেটের জ্বলন্ত মাথার দিকে তাকিয়ে ক্রুর হাসি হাসল সে। 'কিন্তু বিয়ার্লির অতীতটা একেবারেই সাধারণ। জীবন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটিয়েছে ছোট মফস্বল শহরে। এখানেই কলেজ আর আইনের স্কুলে পড়াশোনা করেছে। অল্প বয়সে ওর স্ত্রী গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, ওর নিজের সেরে উঠতে সময় নেয় বহুদিন। তারপর এই রাজধানীতে এসে এটর্নি হয়।'

ধীরে ধীরে মাথাটা দোলাল ফ্রান্সিস কুইন। তারপর আরো বলল, 'কিন্তু তার বর্তমান জীবন, আহ্, একেবারে আকর্ষণীয়। আমাদের জেলা এটর্নি কখনো খাদ্য গ্রহণ করেন না!'

ল্যানিংয়ের মাথাটা চট করে সোজা হল। বিস্ময়করভাবে তীক্ষ্ণ হল বুড়ো চোখ দুটো। 'মাফ করবেন?'

'আমাদের জেলা এটর্নি কখনো খাদ্য গ্রহণ করেন না।' প্রতিটা শব্দ আলাদাভাবে উচ্চারণ করল কুইন। 'কথাটা একটু সংশোধন করে বলি, তাকে কখনো কোনো খাবার খেতে কিংবা কখনো কিছু পান করতে দেখা যায়নি। কখনো না! এ কথার গুরুত্ব বুঝতে পারছেন আপনি? কদাচিৎ খেলে কথা ছিল, কখনোই কিছু খান না!'

'ব্যাপারটা পুরোপুরি অবিশ্বাস্য। আপনার তদন্ত প্রমাণ করতে পারেন?'

'পারি এবং ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও অবিশ্বাস্য নয়। আবার বলছি, আমাদের জেলা এটর্নিকে কখনো খেতে দেখা যায়নি, কিছু পান করতে দেখা যায়নি-মদও না-এমন কি তাকে ঘুমোতেও দেখা যায়নি। এসব কথার গুরুত্ব আশা করি ধরতে পেরেছেন।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ল্যানিং। দুজনের মাঝখানে আশ্চর্য নীরবতা নেমে এল। শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়ল বুড়ো রোবটবিদ। 'আ। একটি মাত্র বিষয়ের দিকে আপনি ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করছেন, আমি যদি আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে ব্যাপারটা অসম্ভব।'

'কিন্তু লোকটা সম্পূর্ণ অমানবিক।'

'আপনি যদি বলতেন যে লোকটা একটা মুখোশধারী শয়তান, তাহলে আপনার কথা বিশ্বাস করার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিল।'

'আমি বলছি সে একটা রোবট, ড. ল্যানিং।'

www.BanglaBook.org

'আর আমি বলছি এটা একটা অসম্ভব ধারণা। সত্যি হলে আমার কানে আসত, মি. কুইন।'

আবার যুদ্ধের নীরবতা।

'তবু,' সিগারেটটা সতর্কতার সাথে চেপে নিভিয়ে বলল কুইন, 'কর্পোরেশনের সকল সোর্স থেকে এই অসম্ভব ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে হবে আপনাকে।'

'ইচ্ছে করলেই আমরা এ ধরনের কিছু করতে পারি না, মি. কুইন। আপনি নিশ্চয় চান না কর্পোরেশন স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক।'

'আপনার পছন্দের অবকাশ নেই। মনে করুন আমার তথ্যগুলো প্রমাণ ছাড়াই পাবলিককে জানালাম। প্রমাণের দরকার হবে না, এমনিতেই হৈচৈ পড়ে যাবে।'

'ব্যাপারটা আপনার ইচ্ছেমতো ঘটবে।'

'কিন্তু আমার কাজে আসবে না। প্রমাণকে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। তারচেয়ে বড় কথা, ব্যাপারটা আপনার জন্যে একটুও ভালো হবে না, এ ধরনের প্রচারণা আপনার কোম্পানির দারুণ ক্ষতি করবে। আমার ধারণা, আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন জনবসতিপূর্ণ বিশ্বে রোবট ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন খুব কড়া।'

'অবশ্যই!' কর্কশ গলায় বলল ল্যানিং।

'আপনি জানেন যে ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশন সৌর সংক্রান্ত কাজে কেবলমাত্র পজিট্রনিক রোবট তৈরি করে। আর বিয়ার্লি যদি রোবট হয়, সে একটা পজিট্রনিক রোবট। আপনার নিশ্চয় স্মরণে আছে যে, সব পজিট্রনিক রোবটকে লিজ দেয়া হয়, বিক্রি করা হয় না। অর্থাৎ কর্পোরেশনই প্রতিটা রোবটের মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী, আর একারণে কর্পোরেশন তাদের সব ধরনের ক্রিয়াকর্মের জন্যে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।'

'কর্পোরেশন যে কখনো মানবীয় চরিত্রের রোবট তৈরি করেনি তা প্রমাণ করা খুবই সহজ, মি. কুইন।'

'কিন্তু তৈরি করান যেতে পারে? ধরুন সম্ভাবনার কথা বলছি।'

'হ্যাঁ, তৈরি করা সম্ভব।'

'আমার মনে হয়, গোপনেও সম্ভব। আপনাদের খাতাপত্রে কোনো প্রমাণ না রেখেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'পজিট্রনিক ব্রেইন তৈরি করা সম্ভব নয়, স্যার। এর সাথে অনেক বিষয় জড়িত, আর সরকারের কড়া তত্ত্বাবধানতো রয়েছেই।'

'ঠিক আছে, কিন্তু অনেক রোবট ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভেঙে যায়, বিকল হয়ে যায়—এবং এর অনেক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'

'তখন পজিট্রনিক ব্রেইনগুলো আবার ব্যবহার করা হয় অথবা ধ্বংস করে ফেলা হয়।'

'সত্যি?' বিদ্রূপ মেশান গলায় বলল ফ্রান্সিস কুইন। 'কিন্তু যদি একটি থেকে যায়, দৈবক্রমে ধ্বংস করা হল না—এবং ওদিকে এই ব্রেইনের জন্যে একটি মানবীয় শরীর তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।'

'অসম্ভব!'

'সেটা সরকার ও পাবলিকের কাছে প্রমাণ করতে হবে, সুতরাং এখন আমার কাছে প্রমাণ করছেন না কেন?'

'মানবীয় চেহারার রোবট বানিয়ে আমাদের লাভ কি?' উত্তেজিত হয়ে উঠল ল্যানিং। 'কোন উদ্দেশ্যে বানাব? সামান্য বিচার বুদ্ধি থাকলে আমাদের উপর আস্থা রাখতেন।'

'তাহলে আমার কথা শুনুন। কর্পোরেশন যদি মানবীয় পজিট্রনিক রোবট ব্যবহারের অনুমতি পেত তাহলে খুশিই হত। কারণ লাভ হত প্রচুর। কিন্তু এ ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাবলিকের সংস্কার বড় বেশি। তাই ধরুন, প্রথম এ ধরনের একটা রোবট পাবলিকের ব্যবহারের জন্যে দিলেন, বললেন—দেখুন, আমাদের রয়েছে একজন দক্ষ আইনজীবী, একজন ভালো মেয়র—আর সে একটা রোবট। তাহলে ঘরবাড়ির টুকিটাকি কাজ করার জন্যে আপনার কেন আমাদের খানসামা রোবট কিনবেন না?'

'পুরোপুরি উদ্ভট। এবং হাস্যকর।'

'আমারও তাই ধারণা। কিন্তু সেটা প্রমাণ করছেন না কেন? নাকি পাবলিকের সামনেই সেটা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন?

অফিসের আলো কমে আসছিল, কিন্তু সেই স্বল্প আলোতেও আলফ্রেড ল্যানিংয়ের মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট দেখা গেল। ধীরে ধীরে তার আঙুল নব স্পর্শ করল, তারপর জ্বলে উঠল দেয়ালের আলোগুলো। ফিরে এল স্বাভাবিকতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে,' গর্জন করে উঠলেন তিনি। 'দেখি কী করা যায়।'

স্টিফেন বিয়ার্লির চেহারাটা বর্ণনা করা সহজ নয়। বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার বয়স চল্লিশ, এবং দেখতেও চল্লিশ—তবে তার স্বাস্থ্য ভালো, চমৎকার দেখতে। একেবারে সুপুরুষ।

বিশেষ করে সে যখন হাসে, তাকে আরো সুপুরুষ দেখায় এবং এই মুহূর্তে হাসছে সে। জোরে জোরে, অবিরাম হাসছে, এক মুহূর্ত থেমে আবার ফেটে পড়ছে হাসিতে—

বিরক্তির সাথে চোখমুখ শক্ত করে আছে আলফ্রেড ল্যানিং। পাশে বসা মহিলার দিকে তাকিয়ে কি একটা ইশারা দিল। কিন্তু মহিলা নির্বিকারভাবে তার পাতলা, রক্তশূন্য ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে বসে রইল।

অতিকষ্টে হাসি থামাল বিয়ার্লি।

'সত্যি, ড. ল্যানিং...সত্যি...আমি...আমি...একটা রোবট?'

তার কথা কেড়ে নিল ল্যানিং। 'এটা আমার কোনো মন্তব্য নয়, স্যার। আমি আপনাকে মানব জাতির একজন সদস্য হিসেবে জেনে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টই ছিলাম। যেহেতু আমাদের কর্পোরেশন কখনোই আপনাকে তৈরি করেনি, তাই এদিক দিয়েও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, আপনি একজন। কিন্তু এমন একজন লোক আপনার ব্যাপারে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে আপনি একটা রোবট, সেই লোকটার পদমর্যাদা—'

'তার নাম প্রকাশ করবেন না, এতে আপনার নীতি ভঙ্গ হবে। তবে তর্ক চালিয়ে যাবার খাতিরে ধরে নিচ্ছি তার নাম হ্যাংক কুইন।'

ল্যানিং সজোরে নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর দৃঢ় স্বরে বলল, 'তিনি যেই হোন না কেন, তার পরিচয় নিয়ে লুকোচুরি খেলার আগ্রহ আমার নেই। আমি শুধু চাই তার এই সন্দেহ মিথ্যে প্রমাণ করতে আপনার সহযোগিতা। তার সন্দেহের কথা প্রচার পেলে আমাদের কোম্পানি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে—এমনকি তার সন্দেহ শেষ পর্যন্ত মিথ্যে প্রমাণিত হলেও। বুঝতে পারছেন কী বলছি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও, হ্যাঁ। আপনার অবস্থা আমার কাছে পরিষ্কার। অভিযোগটা হাস্যকর। তবে আপনার যুক্তি হাস্যকর নয়। মাফ করবেন, আমার হাসি যদি আপনাকে কষ্ট দেয়। প্রথমে হেসেছি, দ্বিতীয়বার হাসব না। বলুন, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?'

'খুব সহজভাবে। আপনি শুধু একটা রেঁস্তোরায় গিয়ে লোকজনের সামনে বসে খাবার খাবেন। আমরা আপনার খাওয়ার ছবি তুলে নেব।' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ল্যানিং, সাক্ষাতকারের বাজে অংশটা পেরিয়ে এসেছে সে। তার পাশে বসা মহিলাটা একাগ্র দৃষ্টিতে শুধু বিয়ার্লিকে দেখছে, তবে অংশ নিল না আলোচনায়।

এক মুহূর্তের জন্যে মহিলার চোখে চোখ রাখল স্টিফেন বিয়ার্লি, তারপর ল্যানিংয়ের দিকে ঘুরল। কিছুক্ষণ তার আঙুলগুলো নড়াচড়া করল টেবিলের উপর রাখা ব্রোঞ্চের তৈরি পেপার ওয়েট নিয়ে।

কিছুক্ষণ পর শান্ত গলায় বলল, 'আমি মনে করি না আপনাকে এটা করে দেখাতে আমি নীতিগতভাবে বাধ্য।' একটা হাত উঁচু করল সে, 'শুনুন, ড. ল্যানিং। আমি বুঝতে পারছি পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে অরুচিকর। ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপনাকে এমন অমর্যাদাকর ও হাস্যকর ভূমিকা নিতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটাতো এখন পর্যন্ত আমাকে নিয়েই, সুতরাং ধৈর্য ধরুন।'

'প্রথমতঃ, আপনি কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে কুইন বা বিশেষ পদমর্যাদার ঐ লোকটা আপনাকে ধাপ্পা দিচ্ছে না?'

'তার মতো একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কেন এ কাজ করবেন? তার হাতে যদি প্রমাণ না-ই থাকবে তাহলে নিজেকে হাস্যকর করে তোলার ঝুঁকিটা কেন নেবেন?'

কৌতুক দেখা দিল বিয়ার্লির চোখে। 'আপনি বুঝি তাকে চেনেন না। সে ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের। সে আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছে, তার তদন্তের কোনো নমুনা দেখিয়েছে?'

'আমাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে যথেষ্ট। এখন এসব নমুনা মিথ্যে প্রমাণ করা আমাদের কর্পোরেশনের জন্যে খুব ঝামেলার ব্যাপার হবে, তবে আপনি সহযোগিতা করলে কাজটা সহজেই মিটে যায়।'

'তারমানে আপনি তার কথা বিশ্বাস করেন যে আমি কখনো কিছু খাইনা। আপনি একজন বিজ্ঞানী ড. ল্যানিং। যুক্তিটা চিন্তা করুন।

www.BanglaBook.org

আমাকে খেতে দেখা যায়নি, তাই এ থেকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, আমি কখনো কিছু খাই না!'

'আপনি আইনজীবী, কথার মারপ্যাঁচে আমাকে দ্বিধায় ফেলতে পারেন, যেটা সত্যিকার অর্থে খুব সহজ জিনিস।'

'আমি কিন্তু আপনাকে ব্যাপারটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আমি বেশি ঘুমাই না, এটা সত্যি এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি কখনো লোকজনের সামনে ঘুমাই না। অন্যদের সাথে বসে খাওয়া-দাওয়া করা আমি উপভোগ করি না, হতে পারে এ ধরনের আচরণ অস্বাভাবিক এবং খেপাটে চরিত্রের, কিন্তু এতে তো কারো ক্ষতি হচ্ছে না। ড. ল্যানিং, একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিই আপনাকে। ধরুন, আমাদের একজন রাজনীতিবিদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী একজন সংস্কারবাদীকে যে কোনো মূল্যে পরাজিত করতে চায়। সেজন্যে ঐ প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ঘাটাঘাটি করে এবং তদন্তে নিয়োজিত হয়। তারপর বেশ কিছু তথ্য আবিষ্কার করে।

'এরপর ধরুন প্রার্থীকে ভালোভাবে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে রাজনীতিবিদটি আপনার কোম্পানিতে গিয়ে আদর্শ এজেন্টের মতো হাজির হয়। তারপর বলতে শুরু করে, "অমুক হচ্ছে একটা রোবট কারণ ওকে লোকজনের সাথে কখনো খেতে দেখিনি এবং কোনোদিন কাজের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে দেখিনি, মাঝরাতে তার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি, লোকটা বসে বসে বই পড়ছে এবং গোপনে তার ফ্রিজ খুলে দেখেছি ওখানে কোনো খাবার নেই।" '

'যদি এভাবে সে কথাগুলো আপনাকে বলে, তাহলে আপনি তাকে উন্মাদ ভেবে বেঁধে রাখবেন। কিন্তু এই কথাগুলোই যদি সে অন্যভাবে বলে, যেমন—"লোকটি কখনো ঘুমায় না, কখনো খায় না," তাহলে আপনি দারুণ চমকে উঠবেন। এটা প্রমাণ করাও অসম্ভব। তখন আপনি তার হাতের পুতুল, সে যেভাবে আপনাকে খেলাতে চাইবে, সেভাবেই খেলাতে পারবে।'

'শুনুন, স্যার,' দৃঢ় কণ্ঠে বললো ল্যানিং। 'আপনি ব্যাপারটার গুরুত্ব দেন বা না দেন, ওটা চুকিয়ে ফেলার একমাত্র উপায় হচ্ছে লোকজনের সামনে আপনার খাদ্য গ্রহণ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিয়ার্লি আবার মহিলার দিকে ঘুরল, মহিলা ভাবলেশহীন মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বিয়ার্লি বলল, 'মাফ করবেন। আপনার নামটা পুরোপুরি মনে পড়েছে আমার, দেখুন ঠিক আছে কি না। ড. সুজান ক্যালভিন?'

'হ্যাঁ, মি. বিয়ার্লি।'

'আপনি ইউ. এস. বোরট' স সাইকোলজিস্ট, তাই না?'

'আসলে, রোবো সাইকোলজিস্ট।'

'তার মানে, রোবটরা মানুষের থেকে মানসিকভাবে আলাদা?'

'অনেক দিক থেকেই।' নিরুত্তাপ একটা হাসি দিল কেলভিন। 'রোবটরা মূলত ভদ্র।'

আইনজীবীর মুখের কোনে হাসি খেলে গেল। 'ভালোই খোঁচা দিয়েছেন। কিন্তু আমি বলতে চাইছিলাম অন্য কথা। আপনি যেহেতু একজন সাইকো-রোবো সাইকোলজিস্ট এবং একজন মহিলা, আমি বাজি ধরে বলতে পারি আপনি কিছু করেছেন যা ড. ল্যানিং চিন্তা করেন নি।'

'কী ব্যাপারে?'

'আশা করি আপনার ব্যাগের মধ্যে খাবার আছে।'

কিছুটা কেঁপে উঠল সুজান ক্যালভিনের চোখ। বলল, 'আপনি আমাকে অবাক করেছেন, মি. বিয়ার্লি।'

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করল সে। আপেলটা বিয়ার্লির হাতে ধরিয়ে দিল। ড. ল্যানিং প্রাথমিক হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে সতর্ক চোখে লক্ষ্য করতে লাগল।

স্টিফেন বিয়ার্লি শান্তভাবে ছোট ছোট কামড়ে খেয়ে শেষ করল আপেলটি।

'দেখলেন তো, ড. ল্যানিং?'

কাঁধ থেকে বোঝা নেমে গেছে এমনভাবে হাসল ল্যানিং।

সুজান ক্যালভিন বলল, 'আমার দেখার কৌতূহল ছিল আপেলটি আপনি খান কি না, অবশ্য বর্তমান ক্ষেত্রে এতে কিছু প্রমাণ হয় না।'

বিয়ার্লি হাসল, 'এতে প্রমাণিত হয় না?'

'অবশ্যই না। ড. ল্যানিং, যদি এই লোকটা একটি মানবীয় রোবট হয়, তাহলে তাকে নিখুঁত হতে হবে। মোট কথা, আমরা আমাদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জীবন ভর চোখের সামনে মানুষ দেখছি এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করছি। কোনো রোবটকে আমাদের সামনে মানুষ বলে চালাতে গেলে অবশ্যই তাকে সম্পূর্ণ নিখুঁত হতে হবে। এর সব কিছুই নিখুঁত। ত্বকের গঠন, চোখের তারার রঙিন অংশের গুণগত মান, হাতের হাড়ের গঠন লক্ষ্য করুন। যদি সে রোবট হয়, মনে করলাম ইউ. এস. রোবটস তাকে তৈরি করেছে, তাহলে ভেবে দেখুন যারা এত নিখুঁত একটা কাজ করতে পেরেছে তারা এসব ছোটখাট বিষয় যেমন খাওয়া, ঘুমানো—বাদ দেবে কেন ? জরুরি অবস্থার কথা বিবেচনা করে, উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এমন অবস্থার কথা ভেবে সব কিছুই তারা নিখুঁত করবে। সুতরাং খাবার খেলেই সত্যিকারভাবে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'দাঁড়ান', কর্কশভাবে বলল ল্যানিং। 'আপনারা দু'জন আমাকে যতটা বোকা বানাচ্ছেন ততটা বোকা আমি নই। মি. বিয়ার্লির মানবিক কিংবা অমানবিক সমস্যা নিয়ে আমার উৎসাহ নেই। আমার উদ্দেশ্য হল কর্পোরেশনকে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত করা। লোকজনের সামনে একবার খাবার খেলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে তা কুইন যাই করুক না কেন।'

'কিন্তু, ড. ল্যানিং,' বলল বিয়ার্লি। 'আপনি এর রাজনীতির দিকটা ভুলে যাচ্ছেন। আমি নির্বাচনে জয়ী হতে আগ্রহী, আর কুইন চায় আমাকে থামাতে। যাহোক, আপনি কিন্তু কুইনের নাম উচ্চারণ করেছেন। এটা আমার কাছে সস্তা নীতি বিবর্জিত চাতুরী। আমি জানতাম আলোচনা শেষ হবার আগেই আপনি তার নাম বলবেন।'

লাল হয়ে উঠল ল্যানিং। 'এর সাথে নির্বাচনের কী সম্পর্ক ?'

'প্রচারণা দু'দিকেই কাজ করে, স্যার। কুইন যদি আমাকে রোবট বলে ডাকতে চায় এবং ডাকার সাহস পায়, তাহলে আমারও সাহস আছে ওরই নিয়মে খেলাটা খেলবার।'

'আপনি বলতে চাইছেন আপনি—' মর্মাহত হল ল্যানিং।

'ঠিক তাই। আমি চাই ব্যাপারটা নিয়ে এগিয়ে যাক সে, নিজের দড়ি নিজেই বেছে নিক, ওটা শক্ত কি না পরীক্ষা করুক, ঠিকঠাক মতো মেপে কেটে নিক, তারপর ফাঁস তৈরি করে গলায় পরে হাসতে থাকুক। প্রয়োজনে বাকি কাজটা আমিই সারতে পারব।'

'আপনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী।'

www.BanglaBook.org

সুজান ক্যালভিন উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন, আলফ্রেড, আমরা ওর মন পরিবর্তন করতে পারব না।'

'দেখুন,' অমায়িকভাবে হাসল বিয়ার্লি। 'আপনি একজন হিউম্যান সাইকোলজিস্টও।'

কিন্তু ড. ল্যানিং তাকে যতটা আত্মবিশ্বাসী বলেছিল, সন্ধ্যায় চালু গ্যারাজে ঢুকিয়ে যখন বিয়ার্লি বাড়ি ফিরল তখন তাকে দেখে অতটা আত্মবিশ্বাসী মনে হল না। পথটা হেঁটে পার হয়ে বিয়ার্লি দরজার সামনে এল।

ভেতরে ঢুকতেই হুইল চেয়ারে বসা লোকটাকে দেখতে পেল সে, হাসল। মুখ থেকে মুছে গেল দুশ্চিন্তার ছাপ। লোকটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

পঙ্গু লোকটার মুখের অর্ধেকটা কদর্যভাবে কাটা, স্কার টিস্যুতে ভরে গেছে ওখানে। মুখটা একপাশে চিরদিনের জন্যে বাঁকান। সেই মুখ দিয়ে ভাঙা, ফিসফিস স্বর বেরিয়ে এল, 'তুমি দেরি করেছ, স্টিভ।'

'আমি জানি, জন, আমি জানি। একটা অদ্ভুত আর মজার সমস্যায় পড়েছি আজ।'

'কী রকম?' ছেড়ামুখ কিংবা ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনে অভিব্যক্তি বোঝার উপায় নেই, শুধু স্বচ্ছ চোখ দুটোতে উৎকণ্ঠা। 'তোমার আয়ত্বের বাইরে কিছু?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে। পরিবারে তুমিই সবচেয়ে মেধাবী। তোমাকে কি বাগানে নিয়ে যাব! সন্ধ্যাটা চমৎকার।'

দুটো শক্ত হাত জনকে হুইল চেয়ার থেকে তুলে নিল। একহাত কাঁধের পেছনে, অন্যহাত পট্টি বাঁধা পঙ্গু পায়ের নিচে নিয়ে আস্তে, অতিযত্নের সাথে ওকে কোলে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বাগানে এল বিয়ার্লি।

'কেন আমাকে হুইল চেয়ারে করে আনলে না, স্টিভ? এটা ছেলে মানুষি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কারণ তোমাকে বহন করতে আমার ভালো লাগে। তোমার কি আপত্তি আছে ? বল আজকের দিনটা কেমন কাটল তোমার ?' ঠাণ্ডা ঘাসের উপর জনকে আস্তে করে বসিয়ে দিল বিয়ার্লি।

'কেমন কাটল ? কিন্তু আগে বল তোমার কী সমস্যা হয়েছে।'

'নির্বাচনে কুইনের প্রচারণার মূল বক্তব্য হবে যে আমি একটা রোবট।'

জনের চোখদুটো বড় বড় হয়ে উঠল। 'তুমি কীভাবে জানো ? এটা অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না।'

'শোনো, তোমাকে সব বলছি। ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের একজন বড় বিজ্ঞানীর মাথায় এটা ঢুকিয়েছে সে। লোকটা আমার অফিসে এসেছিলেন। তর্ক করছিলেন আমার সাথে।'

জন হাত দিয়ে আস্তে করে ঘাস ছিড়তে লাগল। 'বুঝতে পেরেছি।'

বিয়ার্লি বলল, 'তবে আমরা তাকে তার পছন্দের পথে যেতে দিতে পারি। একটা পরিকল্পনা আছে আমার। আগে শোনো, তারপর বল আমরা সেটা করতে পারি কি না—'

ঐ রাতে আলফ্রেড ল্যানিংয়ের অফিসে দেখা গেল আরেক দৃশ্য। পরস্পরের দিকে নির্বাক তাকিয়ে আছে সবাই। ফ্রান্সিস কুইন সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে আলফ্রেড ল্যানিংয়ের দিকে। ল্যানিং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সুজান ক্যালভিনের দিকে, আর ক্যালভিন নির্বিকারভাবে তাকিয়ে আছে কুইনের দিকে।

নীরবতা ভঙ্গ করল ফ্রান্সিস কুইন। 'ধোকাবাজি। বিয়ার্লি ধোকা দিয়েছে।'

'আপনি কি এ ধারণার উপর ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন, মি. কুইন ?' নিঃস্পৃহভাবে জিজ্ঞেস করল ড. ক্যালভিন।

'তবে, এটা আসলে আপনাদের ঝুঁকি।'

'দেখুন,' ফেটে পড়ল এবার ল্যানিং। 'আপনি যা চেয়েছিলেন তা আমরা করেছি। আমরা নিজের চোখে লোকটাকে খেতে দেখেছি। এরপরও তাকে রোবট মনে করা হাস্যকর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনিও তাই মনে করেন ?' ক্যালভিনের দিকে ফিরল কুইন। 'ল্যানিং বলেছেন আপনি একজন বিশেষজ্ঞ।'

ল্যানিং প্রায় হুমকির স্বরে বলল, 'দেখুন, সুজান—'

কুইন ভদ্রভাবে বাধা দিল তাকে। 'ওকে কথা বলতে দিচ্ছেন না কেন ? আধঘণ্টা ধরে উনিতো গেট পোস্টের মতো বসে রয়েছেন।'

অপমান বোধ করল ল্যানিং। তবে নিজেকে সংযত রেখে বলল, 'ঠিক আছে। আপনার যা বলার আছে বলতে পারেন সুজান। আমরা আপনাকে বাধা দেব না।'

সুজান ক্যালভিন নিস্পৃহ চোখে তাকাল তার দিকে, তারপর ঠাণ্ডা চোখদুটো স্থির করল কুইনের দিকে। 'বিয়ার্লি রোবট কি না তা নিশ্চিত প্রমাণ করার জন্যে মাত্র দুটো পথ আছে। আপনি তার বিরুদ্ধে কিছু তথ্য হাজির করেছেন। তথ্যের সাথে আপনি অভিযোগ আনতে পারেন, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন না কিছুই—আমার ধারণা মি. বিয়ার্লি এত চালাক যে সহজেই ঐ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারবেন। সম্ভবত আপনিও এটা চিন্তা করছেন নইলে এখানে আসতেন না।

'শারীরিক এবং মানসিক-এ দু'টি উপায়ে কেউ রোবট কি না তা প্রমাণ করা যায়। শারীরিকভাবে, আপনি ওকে কাটতে পারেন কিংবা এক্স-রে করতে পারেন। আপনি সেটা কীভাবে করবেন তা আপনার সমস্যা। মানসিকভাবে ওর আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। যদি তিনি পজিট্রনিক রোবট হন তাহলে অবশ্যই তিনি রোবটিক্সের তিনটি আইন মেনে চলবেন। ওগুলো ছাড়া কোনো পজিট্রনিক ব্রেইন তৈরি করা সম্ভব নয়। আইনগুলো জানেন, মি. কুইন ?'

সতর্কতার সাথে পরিষ্কারভাবে সুজান ক্যালভিন "হ্যান্ড বুক অব রোবটিক্স"-এর একটি পাতা থেকে বড় বড় অক্ষরে লেখা কথাগুলো পড়ে শুনাল।

'এগুলো আগেই শুনেছি,' নির্লিপ্ত ভাবে বলল কুইন।

'তাহলে ব্যাপারটা খুব সোজা,' শুকনো গলায় বলল ক্যালভিন। 'যদি মি. বিয়ার্লি এই তিনটি আইনের কোনোটি ভঙ্গ করেন, তাহলে তিনি রোবট নন। দুঃখজনক ব্যাপার হল, এই পদ্ধতির কাজ হল একমুখী। উনি যদি এই আইনগুলো মেনে চলেন তাহলে উনি মানুষ না রোবট কিছুই প্রমাণ হয় না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুরু দুটো উপরে তুলল কুইন। 'কেন প্রমাণ হয় না, ডক্টর?'

'কারণ, ওটার চিন্তা বাদ দিয়ে দেখুন, রোবটিক্সের তিনটে আইনকে বিশ্বের মানুষের আচার-আচরণের সবচেয়ে ভালো ও ন্যায় সঙ্গত আইনও বলা যায়। অবশ্যই, প্রতিটা মানুষের নিজেকে রক্ষা করার সহজাত প্রবণতা রয়েছে। এটাই রোবটের তৃতীয় আইন। আবার ওদিকে সমাজ সচেতন, দায়িত্ববান প্রতিটি ভালো মানুষের উচিত তার যথাযত কর্তৃপক্ষের আনুগত্য মেনে নেয়া, তার চিকিৎসক, তার বস, তার সরকার তার সাইকিয়াট্রিস্ট, তার সহকর্মী সবার কথা শোনা, আইন মেনে চলা নিয়ম মেনে চলা। ঠিক এটি রোবটের দ্বিতীয় আইন। প্রতিটি ভালো মানুষের কাজ হচ্ছে অপরকে নিজের মতো ভালোবাসা, নিজের জীবন বিপন্ন হলেও অন্যকে বিপদ থেকে রক্ষা করা। এটি রোবটের প্রথম আইন। এই আইনগুলো যদি বিয়ার্লি সাধারণভাবে মেনে চলেন, তাহলে রোবটিক্সের নিয়ম অনুযায়ী তিনি রোবট হতে পারেন, আবার সাধারণভাবে তিনি একজন চমৎকার মানুষ হতে পারেন।'

'তাহলে,' বলল কুইন। 'আপনি আমাকে বলছেন যে তাকে কখনোই রোবট প্রমাণ করা যাবে না।'

'সে যে রোবট নয় সেটা প্রমাণ করা যাবে।'

'তেমন কিছু প্রমাণে আমার দরকার নেই।'

'যেটা সত্যি সেটাই প্রমাণিত হবে। আপনার কী দরকার আর দরকার নয় সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল ল্যানিংয়ের মাথায়। বলল, 'জেলা এটর্নির পেশাটা একটা রোবটের জন্যে অদ্ভুত নয় কি? তার কাজ হল মানুষের অপরাধ উন্মোচন করা—অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া—যা একটা রোবটের নিয়মের বিরুদ্ধে যায়—'

কুইন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'না, এভাবে আপনি প্রমাণ করতে পারেন না। জেলা এটর্নি বলেই তাকে মানুষ বলা যাবে না। আপনি তার ঘটনা জানেন? আপনি কি জানেন সে দম্ভ করে বলে বেড়ায় যে সে কখনো নিরাপরাধ লোককে ফাঁসায়নি, অসংখ্য লোককে সে শাস্তি দেয়নি কারণ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণগুলো তাকে সন্তুষ্ট করতে

www.BanglaBook.org

পারেনি, এমনকি লোকগুলোকে ছেড়ে দেবার জন্যেও জুরিবর্গের সামনে সে যুক্তি দেখিয়েছে? এসব ঘটনাই প্রমাণ করে সে একটা রোবট।'

ল্যানিংয়ের সরু গালদুটো কেঁপে উঠল। 'না, কুইন, না। রোবটিক্সের নিয়মে এমন কিছুই নেই যার সাহায্যে একটা রোবট মানুষের অপরাধ সম্পর্কে কোনো রায় দিতে পারে। একটা রোবট কখনোই সিদ্ধান্ত দিতে পারে না যে একজন মানুষের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত কি না। সিদ্ধান্ত নেয়াটা তার দায়িত্ব নয়। সে কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে না—মানুষটি ঘৃণ্য হোক বা ফেরেশতা হোক।'

সুজান ক্যালভিন বিরক্তিসূচক শব্দ করল। 'আলফ্রেড,' বলল সে। 'বোকার মতো কথা বলবেন না। একটা রোবট যদি দেখে যে একটা পাগল লোক মানুষজন ভর্তি একটা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে তখন সে কী করবে। পাগলটাকে থামাবে সে, তাই না?'

'অবশ্যই।'

'আর লোকটাকে থামাতে যদি একমাত্র উপায় হয় তাকে হত্যা করা—' ক্ষীণ একটা শব্দ শোনা গেল ল্যানিংয়ের গলায়। এর বেশি কিছু না।

ক্যালভিন বলল, 'এর উত্তর হল, আলফ্রেড, রোবটটা একান্তভাবে চেষ্টা করবে লোকটাকে হত্যা না করার। যদি পাগলটা মারা যায়, রোবটের তখন সাইকোথেরাপির দরকার হয় কারণ প্রথম আইনটিকে রক্ষা করার জন্যেই তাকে প্রথম আইনটি ভঙ্গ করতে হয়েছে সেই দ্বন্দ্বে সে সহজে পাগল হয়ে যেতে পারে। যেহেতু লোকটি মারা গেছে এবং রোবটটা তাকে হত্যা করেছে।'

'বেশ, বিয়ার্লি কি পাগল?' বিদ্রূপের সাথে জিজ্ঞেস করল ল্যানিং।

'না, কিন্তু তিনি নিজে কোনো মানুষকে হত্যা করেন নি। তিনি কিছু বিশেষ মানুষের ঘটনা প্রকাশ করেছেন যেটা আমাদের সমাজের বেশিরভাগ মানুষের জন্যে বিপজ্জনক। তিনি বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে রক্ষা করেছেন এবং এভাবে রোবটিক্সের প্রথম আইনটি পুরোপুরি পালন করেছেন। তার যতদূর করার তিনি করেছেন। অভিযুক্ত লোকটা দোষী না নিরাপরাধ, সেটা জুরিবর্গের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার মৃত্যু হবে না জেল হবে সেটা প্রধান বিচারক নির্ধারণ করেন। জেলর অপরাধীকে জেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভরে রাখেন এবং জল্লাদ তাকে হত্যা করেন। মি. বিয়ার্লি এসবের কিছুই করেন না, তিনি শুধু সত্য উদ্‌ঘাটন করেন এবং সমাজের উপকার করেন।

'সত্যি কথা বলতে কি, মি. কুইন, আপনি প্রথম এ ব্যাপারটা আমাদের গোচরে আনার পরপরই আমি মি. বিয়ার্লির ক্যারিয়ার খতিয়ে দেখেছি। আমি লক্ষ্য করেছি যে জুরিবর্গের সামনে বক্তৃতার শেষে তিনি কখনোই মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন না। আমি আরো লক্ষ্য করেছি যে মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদ করার পক্ষে তিনি বক্তব্য রেখেছেন এবং ক্রিমিনাল নিউরোফিজিওলজি নিয়ে কর্মরত রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলোতে প্রচুর চাঁদা দিয়েছেন। বোঝা যায়, তিনি অপরাধের শাস্তি দেবার চেয়ে অপরাধ মুক্ত করাতে বিশ্বাসী। আমার কাছে বিষয়টা বিশেষ অর্থপূর্ণ।'

'আপনি বলছেন?' হাসল কুইন। 'বিশেষ অর্থপূর্ণ?'

'হয়তো। তার এ ধরনের কাজকর্ম কেবলমাত্র একটা রোবটের কাছ থেকেই আশা করা যায়। আবার একজন মর্যাদাবান ও শিষ্টাচার সম্মত মানুষও এধরনের কাজ করবে। কিন্তু আপনি কখনোই একটা রোবট ও একজন আদর্শ মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন না।'

চেয়ার হেলান দিল কুইন। অধৈর্যের সাথে বলল, 'ড. ল্যানিং এমন একটা মানবীয় রোবট কি তৈরি করা সম্ভব যা দেখতে হুবহু মানুষের মতো হবে, সম্ভব নয়?'

ইতস্তত করল ল্যানিং। 'ইউ.এস. রোবটস এটা পরীক্ষামূলকভাবে করেছে,' অনিচ্ছার সাথে বলল সে। 'অবশ্যই পজিট্রনিক ব্রেইন-এর সংযোগ ছাড়া। মানুষের ডিম্বাণু ও হরমোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে সূক্ষ্মযন্ত্রযুক্ত সিলিকন প্লাস্টিকের কংকালের উপর মানুষের মাংস ও চামড়া গজানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চোখ, চুল, ত্বক হতে হবে সত্যিকারের মানুষের, কৃত্রিম নয়। এবং যদি আপনি একটা পজিট্রনিক ব্রেইন সংযুক্ত করেন তাহলে আপনি যা চাচ্ছেন, অর্থাৎ একটা মানবীয় রোবট পেয়ে যাবেন।'

কুইন আস্তে করে বলল, 'এটা তৈরি করতে কেমন সময় লাগে?' ল্যানিং বলল, 'যদি আপনার সব যন্ত্রপাতি যোগাড় করা থাকে—ব্রেইন, কংকাল, ডিম্বাণু, যথাযথ হরমোন এবং রেডিয়েশন—তাহলে বড়জোর দু'মাস।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজনীতিবাজ চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। 'তাহলে আমরা পরীক্ষা করে দেখব মি. বিয়ার্লির ভেতরটা দেখতে কেমন। এটা হবে ইউ.এস. রোবটস-এর জন্যে ন্যাক্কারজনক—কিন্তু আমি আপনাদের সুযোগ দিয়েছিলাম।'

কুইন চলে যাবার পর অধৈর্যের সাথে সুজান ক্যালভিনের দিকে ঘুরল ল্যানিং। 'কেন আপনি ওকে প্ররোচনা—'

সাথে সাথেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল ক্যালভিন, 'কী চান আপনি—সত্য নাকি আমার পদত্যাগ? আমি আপনার জন্যে মিথ্যে বলতে পারব না। ইউ.এস. রোবটস তার কৃতকর্মের দায়িত্ব নিতে পারবে। কাপুরুষের মতো আচরণ করবেন না।'

'কিন্তু,' বলল ল্যানিং। 'বিয়ার্লিকে যদি সে খুলে দেখে, আর ভেতর থেকে কলকব্জা বেরিয়ে আসে, তখন কী হবে?'

'বিয়ার্লিকে খুলে দেখতে পারবে না সে,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল ক্যালভিন। 'বিয়ার্লি কুইনের চেয়ে চতুর।'

বিয়ার্লি নির্বাচনের মনোনয়ন পাবার এক সপ্তাহ আগে খবরটা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। "ছড়িয়ে পড়ল" শব্দটা ভুল। খবরটা সমস্ত শহরে বিস্ফোরিত হল, আনাচে কানাচে আন্দোলিত হল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে লাগল সবাই। প্রথমে ইচ্ছে করেই কুইন সুতো একটু বেশি ছেড়েছিল। এবার একটু একটু করে প্রচারনার সূক্ষ্ম খেলা খেলতে শুরু করল। খুব শিগ্রী লোকজনের হাসি থেমে গেল, অবাক হতে শুরু করল তারা।

সর্বত্র ফিসফিসে আলোচনা হতে লাগল। একসপ্তাহ আগে সম্ভাব্য একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে বিয়ার্লিকে এখন কোনো বিকল্প প্রার্থীও নেই। লোকজন মনোনয়ন দিয়েছে তাকে, কিন্তু এখন তারা এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত।

বিয়ার্লির চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণার পরদিন—একটি সংবাদ পত্রে ড. সুজান ক্যালভিনের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছাপা হল। ক্যালভিনের নামের সাথে লেখা হল "বিশ্ব বিখ্যাত রোবোসাইকোলজি এবং পজিট্রনিক বিশেষজ্ঞ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একেবারে নরক ভেঙে পড়ল।

মৌলবাদীরা এই সুযোগটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ওরা কোনো রাজনৈতিক দল নয়; আনুষ্ঠানিক কোনো ধর্মেও বিশ্বাসী নয়। আধুনিক সময়কে যারা মেনে নিতে পারে না তারাই এরা। প্রকৃতপক্ষে তারা সাদাসিধে এমন এক জীবনের জন্যে চিৎকার করে, যার সঠিক সংজ্ঞা এরা নিজেরাই দিতে পারে না।

এসব মৌলবাদীদের রোবট ও রোবট নির্মাতাদের প্রতি ঘৃণা করতে কোনো কারণ থাকার দরকার হয় না। তবে কুইনের অভিযোগ ও ক্যালভিনের ব্যাখ্যা তাদের ঘৃণা করার পক্ষে বিরাট সুযোগ তৈরি করে দিল।

ইউ. এস. রোবটস অ্যান্ড মেকানিক্যাল ম্যান কর্পোরেশনের বিশাল ভবনে প্রচুর সশস্ত্র পাহারা বসান হল। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি।

শহরের মধ্যে স্টিফেন বিয়ার্লির বাড়িতে মোতায়েন করা হল বিপুল সংখ্যক পুলিশ।

রাজনৈতিক সভা সমাবেশগুলোতে অন্যান্য ইস্যুর কথা বাদ দিয়ে বিয়ার্লির মনোনয়ন ও নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে সবাই বক্তৃতা দিতে লাগল।

এত কিছুর মধ্যেও সামান্য উত্তেজিত হল না স্টিফেন বিয়ার্লি। শান্ত, নির্বিকার রইল। বাড়ির কঠোর পাহারা বেষ্টনীর বাইরে গিজগিজ করছে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা। এমনকি একটা অতি উৎসাহী ভাইজর স্টেশন বাড়ির প্রবেশ পথের উপর বসিয়ে রেখেছে একটা স্ক্যানার। উত্তেজিত একজন ভাষ্যকার অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটখাট দেখতে, অস্থির প্রকৃতির এক লোক এগিয়ে এল। তার হাতে একটা কাগজ। 'মি. বিয়ার্লি, এটা হল কোর্টের আদেশনামা। এখানে আমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আপনার বাড়ির সব কিছু সার্চ করে দেখার...মানে এখানে কোনো ধরনের বেআইনী...ইয়ে...যান্ত্রিক মানুষ বা রোবট আছে কি না।'

বিয়ার্লি হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল। একবার চোখ বোলাল কাগজটার উপর, তারপর হেসে ফেরত দিল ওটা। বলল, 'পুরো আদেশনামা। ভেতরে যান। আপনারা কাজ করুন। মিসেস হোপেন—' হাউজ কিপারকে ডাক দিল সে। পাশের ঘর থেকে নিরাসক চেহারার

www.BanglaBook.org

মহিলা বেরিয়ে এলে তাকে বলল, 'এদের ভেতরে নিয়ে যাও, এবং কাজে সাহায্য করো।'

ছোট খাট মানুষটা, যার নাম হ্যারোওয়ে, ইতস্তত করল। লজ্জায় পড়ে গেছে ও। বিয়ার্লির চোখের দিকে ঠিকমতো তাকাতে পারল না। সঙ্গী দু'জন পুলিশকে শুধু বিড়বিড় করে বলল, 'এস।'

দশ মিনিটের মধ্যে সে ফিরে এল।

'হয়ে গেল?' এমনভাবে প্রশ্ন করল বিয়ার্লি যে গলার স্বর শুনে মনে হল প্রশ্ন করা কিংবা তার উত্তর শোনারও কোনো আগ্রহ তার নেই।

খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করল হ্যারোওয়ে, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলল, 'দেখুন মি. বিয়ার্লি, আপনার বাড়ি একেবারে তন্নতন্ন করে সার্চ করতে বলা হয়েছে আমাদের।'

'আপনারা কি তা করেন নি?'

'আমাদের পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে কী খুঁজতে হবে।'

'বলুন?'

'সংক্ষেপে, মি. বিয়ার্লি, রাখ ঢাক না করেই বলি, আমাদের বলা হয়েছে আপনাকে সার্চ করতে।'

'আমাকে?' আকর্ণ বিস্তৃত হেসে বলল আইনজীবী, 'কীভাবে তা করতে চান?'

'আমাদের সাথে একটা পেনিট-রেডিয়েশন ইউনিট রয়েছে—'

'তার মানে আমার এক্স-রে ছবি তুলবেন? সে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আপনাকে?'

'আপনি আমার ওয়ারেন্ট দেখেছেন।'

'আবার দেখতে পারি?'

ব্যাপারটা উপভোগ করছে না হ্যারোওয়ে, কপালে ঘাম জমল ওর। কাগজটা হাতে দিল বিয়ার্লির।

শান্ত কণ্ঠে বিয়ার্লি বলল, 'আপনাকে কী সার্চ করতে হবে তার বিবরণ এখানে পড়লাম। লেখা আছে: "ইভানস্ট্রেনের ৩৫৫ উইলো গ্রোভ-এ স্টিফেন অ্যালেন বিয়ার্লির বাসত বাড়ি, বাড়ি সংলগ্ন যে কোনো গ্যারাজ, স্টোর হাউজ কিংবা তার অধিকার ভুক্ত অন্য ঘরবাড়ি বা বিল্ডিং সেই সঙ্গে বাড়ি সংলগ্ন সকল জমি জমা" ...উম...দারুণ একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদেশ। কিন্তু, জনাব, এতে আমাকে সার্চ করার ব্যাপারে কোনো নির্দেশ নেই। আমি এই বসত ভিটার অংশ নই। আপনি আমার পোশাক সার্চ করতে পারেন অবশ্য আপনার যদি সন্দেহ হয় যে আমি আমার পকেটে কোনো রোবট লুকিয়ে রেখেছি।'

হ্যারোওয়ে তার কাজের ব্যাপারে সচেতন। পিছু হটে আসার বান্দা নয়। বলল, 'দেখুন, আমাকে আপনার বাড়ির আসবাবপত্র সার্চ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেই সাথে এই বাড়ির মধ্যে আমি যা পাই সব কিছু। আপনি এই বাড়ির মধ্যেই রয়েছেন, তাই না?'

'অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। আমি বাড়ির মধ্যে রয়েছি। কিন্তু আমি আসবাবপত্রের কোনো অংশভাগ নই। আমি একজন পূর্ণবয়স্ক দায়িত্বশীল নাগরিক—এ ব্যাপারে আমার সাইকিয়াট্রিক সার্টিফিকেট আছে—এবং সে হিসেবে আমার কিছু সাংবিধানিক অধিকার আছে। আমাকে সার্চ করলে আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ভঙ্গের অপরাধে আপনারা অভিযুক্ত হবেন। এ কাগজটা যথেষ্ট নয়।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আপনি যদি রোবট হন তাহলে আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার থাকছে না।'

'একেবারে সত্যি কথা—কিন্তু এই কাগজটি এখনো যথেষ্ট নয়। এটাতে আমাকে একজন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।'

'কোথায়?' হাত বাড়িয়ে একঝটকায় কাগজটা কেড়ে নিল হ্যারোওয়ে।

'এখানে বলা হয়েছে "স্টিফেন অ্যালেন বিয়ার্লির বসতবাড়ি" অর্থাৎ বসত বাড়ির মালিক স্টিফেন অ্যালেন বিয়ার্লি। কিন্তু কোনো রোবট কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না। সুতরাং আপনি আপনার নিয়োগকর্তাকে গিয়ে বলুন, তিনি যদি এরপর একই ধরনের কোনো কাগজ দাখিল করার চেষ্টা করেন যেখানে আমাকে একজন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, তখন তাৎক্ষণিক তার উপর ইনজাংশন জারি করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর যেন তার কাছে যে সব তথ্য আছে তার ভিত্তিতে তাকে আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে আমি একটা রোবট। প্রমাণ করতে না পারলে সংবিধান অনুযায়ী আমার অধিকার ক্ষুণ্ন করার দায়ে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আপনি তাকে এটা বলবেন। বলবেন না?'

www.BanglaBook.org

গটগট করে দরজার দিকে হেঁটে গেল হ্যারোওয়ে। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনি একজন ধূর্ত আইনজীবী', হাত দুটো পকেটে ভরল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বেরিয়ে গেল। ভাইজর স্ক্যানারের সামনে গিয়ে হাসল—উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, 'আগামীকাল আপনাদের জন্যে গরম খবর রয়েছে বন্ধুরা। কোনো ভাঁওতা নয়।'

গাড়িতে উঠে, পেছনে ভালো করে হেলান দিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট যন্ত্রটা বের করল হ্যারোওয়ে, সর্তকতার সাথে খুঁটিয়ে দেখল। এই প্রথমবার এক্স-রে প্রতিফলনের মাধ্যমে ছবি তুলেছে সে। আশা করল, ঠিক মতোই তুলতে পেরেছে।

কুইন এবং বিয়ার্লি একান্তে কখনো সামনা সামনি মিলিত হয়নি। তবে ভাইজর ফোনে কথা বলেছে ও পরস্পরকে দেখেছে।

আজ কুইনই প্রথমে ফোন করল এবং বিশেষ কোনো উৎসব ছাড়াই। 'বিয়ার্লি, ভাবলাম তোমাকে জানান দরকার যে পাবলিককে একটা তথ্য জানাব বলে আমি মনস্থির করেছি। তথ্যটা হল তুমি সব সময় পেনিট-রেডিয়েশনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরক্ষামূলক শিল্ড পরে থাক।'

'তাই ? আমার ধারনা এরই মধ্যে তুমি সেটা পাবলিককে বলে ফেলেছ। আমাদের অতিউৎসাহী সাংবাদিকরা ক'দিন ধরে আমার বিভিন্ন লাইনে আঁড়ি পেতে রেখেছে। আমি জানি তারা আমার অফিসের লাইনগুলোতেও আঁড়ি পেতেছে। আমি এমন কী করেছি যার জন্যে গত সপ্তাহ জুড়ে আমাকে ঘরের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে।' বন্ধুসুলভ অনেকটা খোশগল্পের মতো বলল বিয়ার্লি।

কুইনের ঠোঁট দুটো কিছুটা শক্ত হল। 'এই কল সম্পূর্ণ আঁড়িমুক্ত। কিছু ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়েই কলটা করছি।'

'আমারও তাই ধারণা। কারণ এখনো কেউ জানেনা এই প্রচারণার পেছনে রয়েছ তুমি। অন্তত অফিসিয়ালি কেউ জানে না। আনঅফিসিয়ালিও কারো জানার কথা নয়। আমি ভয় পাইনি। আর প্রতিরক্ষামূলক শিল্ডের কথা বলছ ? আমার ধারণা, তোমার ঐ কুকুরের বাচ্চার পেনিট-রেডিয়েশন ছবিটা পরদিন ওভার এক্সপোজড হয়ে যাবার পরই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছ তুমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করো, বিয়ার্লি, এটা জানাজানি হয়ে গেলে লোকজন স্পষ্ট বুঝতে পারবে যে এক্সরে পরীক্ষার সামনে যেতে ভয় পাচ্ছ তুমি।'

'আর সেই সাথে তারা আরো বুঝতে পারবে যে, তুমি এবং তোমার লোকেরা আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার বেআইনীভাবে ভঙ্গ করছে।'

'এসব তুচ্ছ ব্যাপারকে তারা পাত্তা দেবে না।'

'দেবে। এটাকেই আমি আমাদের দু'জনের নির্বাচনের প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরতে পারি, তাই না ? প্রতিটা নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তোমার আগ্রহ কম। আমার আগ্রহ বেশি। আমি এক্সরে পরীক্ষার মুখোমুখি হব না, কারণ নীতিগতভাবে আমি আমার অধিকার সংরক্ষণ করতে চাইছি। ঠিক একইভাবে আমি অন্যদের অধিকার সংরক্ষণ করব, যখন আমি মেয়র নির্বাচিত হব।'

'কোনো সন্দেহ নেই, চমৎকার একটা বক্তৃতা এটা। কিন্তু একজনও তোমাকে বিশ্বাস করবে না। তোমার কথার মধ্যে সত্যের ছিটে ফোটা নেই। আরেকটা কথা,' হঠাৎ করে গলার স্বর পরিবর্তন হল কুইনের, 'ঐ রাতে সার্চের সময়ে তোমার বাড়িতে সব লোকজন উপস্থিত ছিল না।'

'কার কথা বলছ ?'

'রিপোর্ট অনুসারে,' সামনে রাখা কাগজপত্রগুলো সময় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল কুইন, যেন ইচ্ছে করেই এটা ফোনের দৃশ্যমান পর্দায় বিয়ার্লিকে দেখাল, 'ওখানে একজন লোক অনুপস্থিত ছিল—সে একজন পঙ্গু লোক।'

'তুমি যার কথা বললে,' শুকনো কণ্ঠে বলল বিয়ার্লি, 'একজন পঙ্গু লোক। আমার পুরান শিক্ষক তিনি। আমার সাথে থাকেন। এখন গেছেন দেশের বাড়িতে—দু'মাস হল। এ অবস্থায় তার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছ ?'

'তোমার শিক্ষক ? বিজ্ঞানী ?'

'এক সময় আইনজীবী ছিলেন, পঙ্গু হবার আগে। বায়োফিজিস্ট-এর উপর গবেষণার তার সরকারি লাইসেন্স আছে। একটা ল্যাবরেটরি আছে নিজের। তিনি যা করেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমেই করেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোঁজ নিয়ে দেখতে পার। তার কাজ খুবই ছোট ছোট, কারো কোনো ক্ষতি হয় না, সময় কাটানোর জন্যেই তিনি এসব কাজ করেন—পঙ্গু বেচারা। আমি যতটুকু পারি তাকে সাহায্য করি।'

'বেশ। রোবট তৈরি সম্পর্কে তোমার শিক্ষক কতটা জানেন?'

'তাঁর জ্ঞানের পরিধি নিরূপণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বিশেষ করে যে বিষয়টা আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত।'

'এমনতো হতে পারে তোমার শিক্ষক হঠাৎ একটা পজিট্রনিক ব্রেইন জোগাড় করে ফেলেছিলেন?'

'তোমার ইউ. এস. রোবটস-এর বন্ধুদের কাছে জিজ্ঞেস করো তারাই ব্যাপারটা ভালো বলতে পারবে।'

'সংক্ষেপে আমার মতামতটা বলি, বিয়ার্লি। তোমার পঙ্গু শিক্ষক হচ্ছেন আসল স্টিফেন বিয়ার্লি। আর তুমি হলে তার বানান রোবট। আমরা প্রমাণ করব এটা। তোমার নয়, তারই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। নথিপত্র পরীক্ষা করে আমরা তা প্রমাণ করব।'

'সত্যি? তাহলে তাই করো। আমার শুভেচ্ছা রইল।'

'আর তোমার ঐ তথাকথিত শিক্ষকের গ্রামের বাড়ি আমরা সার্চ করব। দেখ, ওখানে কী পাই আমরা।'

'বেশ। তবে তোমার আশা সম্পূর্ণ পূরণ হবে না, কুইন,' বিশাল হাসি দিয়ে বলল বিয়ার্লি। 'তোমার জন্যে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল আমার তথাকথিত শিক্ষক একজন অসুস্থ মানুষ। তার গ্রামের বাড়িটা হল তার বিশ্রামের স্থল। আর এই অবস্থায় বয়োবৃদ্ধ নাগরিক হিসেবে তার গোপনীয়তার অধিকার বেশি প্রযোজ্য। আমার মনে হয় না যথাযথ কারণ না দেখিয়ে তুমি তার বাড়িতে প্রবেশ করার ওয়ারেন্ট জোগাড় করতে পারবে। তবে তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার।'

কিছুক্ষণ নীরবতা তারপর সামনের দিকে ঝুঁকল কুইন, মুখটা এত বড় দেখাল যে ভাইজর ফোনে ওর কপালের রেখাগুলো পর্যন্ত ফুটে উঠল।

'বিয়ার্লি, কেন গোয়ার্তুমি করছ? তুমি নির্বাচিত হতে পারবে না।'

'পারব না?'

'ভেবেছ তুমি পারবে? তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমার ব্যর্থতা হল রোবট বিষয়ে তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তুমি মিথ্যে প্রমাণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করার চেষ্টা করছ না—অথচ রোবটের তিনটে আইনের একটি ভঙ্গ করেই তুমি সহজে তা মিথ্যে প্রমাণ করতে পার—এতেই কি লোকজন নিশ্চিত হচ্ছে না যে তুমি একটা রোবট ?'

'আমি এটাকে অন্যভাবে দেখছি। ব্যাপক প্রচার পাবার কারনে রাজধানীর একজন অখ্যাত আইনজীবী থেকে বিখ্যাত হয়ে উঠছি। আমি এখন বিশ্ব ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছি। তুমি একজন ভালো পাবলিসিস্ট।'

'কিন্তু তুমি একটা রোবট।'

'বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রমাণিত হয়নি।'

'এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে তাই প্রমাণ হিসেব যথেষ্ট।'

'তাহলে আরাম করো—তুমি তো জিতেই গেছ।'

'বিদায়,' বলল কুইন, এই প্রথম ধৈর্য হারাল সে। খট করে কেটে দিল ভাইজর ফোনের সংযোগ।

'বিদায়,' শূন্য পর্দার দিকে তাকিয়ে নির্বিকারভাবে বলল বিয়ার্লি।

বিয়ার্লি তার "শিক্ষক"কে নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে নিয়ে এল। শহরের এক গুপ্তস্থানে দ্রুত তাদের এয়ার ক'রটি অবতরন করল।

'নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে,' বিয়ার্লি বলল তাকে। 'পরিস্থিতি যদি খারাপ হয়ে ওঠে তাহলে তোমার দূরে থাকাই ভালো।'

জনের বিকৃত মুখ থেকে কর্কশ স্বর বেরিয়ে এল, কথা বলতে কষ্ট হল তার। 'গোলমালের বিপদ রয়েছে নাকি ?'

'মৌলবাদীরা যেভাবে ভয় দেখাচ্ছে, তাতে তাত্ত্বিকভাবে সম্ভাবনা আছে। তবে সত্যিকারভাবে কিছু হবে বলে মনে হয় না। আসলে মৌলবাদীদের কোনো ক্ষমতা নেই। ওরা শুধু চেঁচে করতে পারে, তার বেশি কিছু না। তুমি এখানে থেকো, কিছু ভেব না প্লিজ! তোমার ব্যাপারে যদি দুশ্চিন্তায় থাকতে হয় তাহলে আমি নিজের জন্যে কিছুই করতে পারব না।'

'ঠিক আছে, আমি থাকব। তুমি কি এখনো মনে করো ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে ?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ওখানে কেউ তোমাকে বিরক্ত করেনিতো?'

'কেউ না। আমি নিশ্চিন্তে ছিলাম।'

'আর তোমার অভিনয় কেমন হয়েছিল?'

'খুব ভালো। ওখানে কোনো সমস্যা হবে না।'

'তাহলে এখন তুমি বিশ্রাম নাও। কাল টেলিভিশনে দেখ।' বিয়ার্লি জনের অমসৃণ হাতটা নিজের হাতে নিয়ে চাপ দিল।

লেন্টনের কপালে উৎকণ্ঠার ভাঁজ পড়ল। বিয়ার্লির নির্বাচনী প্রচারণা ম্যানেজারের পদে চাকরিটা তার জন্যে হয়েছে একেবারে আকর্ষণহীন। বলা হয়েছে নির্বাচনী প্রচার না, কিন্তু একে প্রচার না বলে না। লোকটা তার কৌশল পর্যন্ত ম্যানেজারের সাথে আলোচনা করে না, এমনকি ম্যানেজারের পরামর্শও শোনে না।

'আপনি যাবেন না,' একই বুলি আওড়াল লেন্টন। 'আমি বলছি, আপনি যাবেন না!'

বিয়ার্লির সামনে এসে দাঁড়াল সে, বিয়ার্লি তখন বক্তৃতার জন্যে তৈরি করা কাগজগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিল।

'ওগুলো রেখে দিন, স্টিভ। দেখুন মৌলবাদীরা কেমন লোক জড়ো করেছে। আপনার কথা ওরা শুনবে না। সম্ভবত আপনাকে পাথর ছুঁড়বে। কেন উন্মত্ত জনতার সামনে আপনি বক্তৃতা করতে চাচ্ছেন? বক্তৃতা রেকর্ডিং করলে কী অসুবিধা হত? একটা ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং!'

'তুমি আমাকে নির্বাচনে জেতাতে চাও, তাই না?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিয়ার্লি।

'নির্বাচনে জেতা! আপনি জিততে যাচ্ছেন না, স্টিভ। আমি আপনার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

'কিন্তু, আমিতো বিপদের মধ্যে নেই।'

'না, উনি বিপদের মধ্যে নেই,' গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে বলল লেন্টন। 'আপনি কি ভেবেছেন মধ্যযুগের শাসকদের মতো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার উন্মাদ লোককে শুধু কথা বলে শান্ত করতে পারবেন?'

www.BanglaBook.org

ঘড়ির দিকে তাকাল বিয়ার্লি। 'আর পাঁচ মিনিট আছে– তারপরেই টেলিভিশনের লাইনগুলো ফ্রি হয়ে যাবে।'

লেন্টন বিড় বিড় করে কি উত্তর দিল তা বোঝা গেল না।

শহরের দড়ি দিয়ে চিহ্নিত করা এলাকাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এত বেশি পরিমাণ লোকের উপস্থিতিতে আশেপাশের গাছ ও ঘরবাড়ির ছাদের মানুষে ভরে গেছে। আল্ট্রাওয়েভের কল্যাণে বিশ্বের বাকি লোকজনও দেখতে পারছে। এটা কেবলমাত্র একটা স্থানীয় নির্বাচন; কিন্তু বিশ্বব্যাপী এটার প্রচার পেয়ে গেছে। ব্যাপারটা ভেবে বিয়ার্লি হাসল।

কিন্তু জনারন্যে হাসছিল না কেউ। রোবটের বিরুদ্ধে লেখা ব্যানার ও পতাকা সবার হাতে। প্রত্যেকের মধ্যে একটা বৈরী আচরণ আবহাওয়াকে থমথমে করে তুলেছে।

শুরু থেকে বক্তৃতা সফল হচ্ছিল না। এত হৈচৈ, চিৎকারের মধ্যে বক্তৃতা দেয়া কঠিন। মৌলবাদীরা ভিড়ের মধ্যে জটলা পাকাতে শুরু করল। বিয়ার্লি ধীরে, ধীরে, আবেগহীনভাবে তার বক্তৃতা দিতে লাগল। ভেতরে তখন দুহাতে নিজের মাথার চুল আঁকড়ে ধরে আছে লেন্টন— অপেক্ষা করছে রক্তারক্তির।

জনতার মধ্যে একেবারে সামনের সারিতে তোলপাড় শুরু হল। ফোলা চোখের হালকা পাতলা এক লোক, পরনের পোশাক হতে পায়ের তুলনায় খুবই খাটো, সামনের দিক আসতে লাগল। একজন পুলিশ তার সামনে এসে বাধা দিল তাকে। বিয়ার্লি তাকে বলল লোকটাকে নিয়ে আসতে।

চিকন লোকটা সরাসরি ব্যালকনির নিচে এসে দাড়াল। কী বলল, মানুষের চিৎকারে তা কিছুই শোনা গেল না।

বিয়ার্লি সামনের দিকে ঝুঁকল। 'কী বলছ তুমি? তোমার যদি যুক্তি সম্মত কোনো প্রশ্ন থাকে, আমি তার উত্তর দেব।' পাশের গার্ডের দিকে ফিরল সে। 'লোকটাকে এখানে নিয়ে এসো।'

জনতার মধ্যে টানটান উত্তেজনা দেখা দিল। হঠাৎ করেই সব নিশ্চুপ হয়ে গেল। লাল মুখের পাতলা মানুষটি বিয়ার্লির মুখোমুখি হল।

বিয়ার্লি বলল, 'তোমার কোনো প্রশ্ন আছে?'

লোকটা তাকাল, তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'আমাকে মারো!'

www.BanglaBook.org

হঠাৎ সে দ্রুতবেগে বিয়ার্লির দিকে এগিয়ে গেল, নিজের গালটা পেতে দিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগল। 'মারো আমাকে! তুমি বললে তুমি রোবট নও। এখন সেটা প্রমাণ করো। তুমি একটা মানুষকে মারতে পার না, তুমি দানব।'

চারদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা। বিয়ার্লির কণ্ঠস্বর সেই নীরবতাকে ভেদ করল। 'তোমাকে মারার তো কোনো কারণ নেই আমার।'

বুনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পাতলা লোকটা। 'তুমি আমাকে মারতে পার না। আমাকে মারতে পারবে না তুমি। তুমি মানুষ নও। তুমি একটা দানব, মানুষের অনুগত দাস।'

আর স্টিফেন বিয়ার্লি, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, হাজার হাজার লোকের সামনে, লাখ লাখ টেলিভিশন দর্শকের সামনে, লোকটার চোয়ালে প্রচণ্ড ঘুসি মারল। চিৎ হয়ে উল্টে পড়ল লোকটা, তার চেহারায় একরাশ বিস্ময়।

বিয়ার্লি বলল, 'আমি দুঃখিত। ওকে নিয়ে যাও, দেখ ও যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। ও সুস্থ হবার পর ওর সাথে আমি কথা বলব।'

সংরক্ষিত জায়গা থেকে যখন উঠে পড়ল ড. ক্যালভিন, চড়ে বসল তার গাড়িতে গিয়ে, তখন ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে কেবলমাত্র একজন সাংবাদিক দৌড়ে তার পিছু নিল। চিৎকার করে প্রশ্ন করতে লাগল সে।

কাচের উপর দিয়ে সুজান ক্যালভিন শুধু বলল, 'বিয়ার্লি একজন মানুষ।'

এটাই যথেষ্ট। সাংবাদিক তার অফিসের দিকে ছুটল।

মেয়র হিসেবে শপথ নেবার এক সপ্তাহ আগে ড. ক্যালভিনের সাথে আবার দেখা হল স্টিফেন বিয়ার্লির। তখন প্রায় মধ্যরাত।

ড. ক্যালভিন বলল, 'আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে না।'

নব-নির্বাচিত মেয়র হাসল। 'আরো কিছুক্ষণ জাগব। কুইনকে বলবেন না যেন।'

'বলব না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে কুইনের গল্পটা বেশ মজার ছিল। ব্যাপারটা একেবারে ভেস্তে গেল। আমার ধারণা, আপনি জানতেন ওর থিওরি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিছুটা।'

'ব্যাপারটা খুব নাটকীয় ছিল। স্টিফেন বিয়ার্লি একজন তরুণ আইনজীবী, দক্ষবক্তা, আদর্শবাদী—আর বায়োফিজিক্সে প্রচুর আগ্রহ। রোবটিক্সেও আপনার আগ্রহ আছে নাকি, মি. বিয়ার্লি?'

'শুধু মাত্র আইনগত দিকটা নিয়ে।'

'কিন্তু কুইন যে স্টিফেন বিয়ার্লির কথা বলেছিলেন তার রোবটিক্সে প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। কিন্তু তার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বিয়ার্লির স্ত্রী মারা যান, তার নিজের অবস্থাও খারাপ হয়। তার পা দুটো চলে যায়, মুখটা চলে যায়, তার কণ্ঠস্বরও নষ্ট হয়। প্লাস্টিক সার্জারি করাতে রাজি হয় না সে। বিশ্ব থেকে সে অবসর নেয়, আইনের পেশা ছেড়ে দেয়—শুধু তার বুদ্ধিমত্তা ও হাত দুটো রয়ে যায়। যেভাবেই হোক পজিট্রনিক ব্রেইন জোগাড় করে সে। পজিট্রনিক ব্রেইন খুব জটিল বস্তু, এটার নীতিগত সমস্যার নিয়ে মূল্যায়ন করার বিশাল ক্ষমতা রাখে সে—এটি রোবট বিষয়ক কার্যকলাপের সবচেয়ে উন্নত স্তর।

'তারপর ব্রেইনটার জন্যে একটা শরীর তৈরি করে লোকটা। এই রোবটটাকে সে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয় যাতে রোবটটা পুরোপুরি তার স্থান দখল করতে পারে। বিশ্ববাসীর কাছে স্টিফেন বিয়ার্লি যা ছিলেন ঠিক সেভাবেই হয়ে ওঠে রোবটটা। আর বেচারা পঙ্গু শিক্ষক পেছনেই থেকে যায় যাকে কখনো কেউ দেখেনি—'

'কিন্তু দুঃখের বিষয়,' বলল নব-নির্বাচিত মেয়র। 'একটা লোককে মেরে সবকিছু আমি নষ্ট করে দিলাম। পত্রপত্রিকায় দেখলাম আপনার অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত, আমি মানুষ।'

'কীভাবে তা ঘটল? আমার কি মনে হয়েছে জানেন? এটা আকস্মিক ঘটনা নয়।'

'পুরোপুরি নয়। অধিকাংশ কাজ কুইন করেছে। আমার লোকজন কৌশলে ছড়িয়ে দেয় যে আমাকে কখনো কোনো মানুষকে আঘাত করতে দেখা যায়নি; তার মানে আমি কোনো মানুষকে আঘাত করতে পারি না; উত্তেজনার মুখে আমি যদি একজন লোককে আঘাত না করি তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে আমি একটা রোবট। তাই পাবলিকের সামনে আমি দুর্বল বক্তৃতার আয়োজন করলাম। কিছু কথা সাজালাম, যার অধিকাংশই আগে বলা, বোকাটে ধরনের। কৃত্রিম পরিবেশটা এমন

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠল, আমি জানতাম কেউ একজন আমাকে অপদস্থ করার সুযোগ নেবেই। অবশ্যই, আমার আবেগজনিত কার্যকলাপ নির্বাচনে আমার জয় নিশ্চিত করেছে।'

মাথা নাড়ল রোবোসাইকোলজিস্ট। 'আমি দেখছি আপনি আমার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ছেন—মনে হয় প্রতিটা রাজনীতিবিদ এটা করেন। কিন্তু আমি দুঃখিত ব্যাপারটা এরকম মোড় নেয়াতে। আমি রোবটদের ভালোবাসি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে রোবটদের আমি বেশি পছন্দ করি। যদি এমন রোবট তৈরি করা হয় যে সমাজের দায়িত্বশীল কাজ করতে পারবে, আমার মনে হয় সেটা খুব ভালো হত। রোবটিক্সের আইন অনুসারে সে মানুষের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। জুলুম, দুর্নীতি, বোকামি, কুসংস্কার—এসব কিছুই তার থাকবে না। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করার পর সে অবসর নেবে, যদিও সে অবিনশ্বর। কিন্তু সে কখনো মানুষকে জানতে দেবে না সে একটা রোবট কারণ মানুষদেরকে একটা রোবট চালিয়েছে জানতে পারলে তারা আঘাত পাবে। এটা দারুণ নিদর্শন হতে পারে।'

'ব্যতিক্রম হল একটা রোবট তার ব্রেইনের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্যে ব্যর্থও হতে পারে। পজিট্রনিক ব্রেইন কখনোই মানুষের ব্রেইনের জটিলতার সমপর্যায়ের নয়।'

'এজন্যে তার কিছু পরামর্শদাতা থাকবে। এমনকি একজন মানুষের ব্রেইনও দায়িত্বপূর্ণ পদে সহকারী ছাড়া ঠিকমতো কাজ করতে পারে না।'

গভীর আগ্রহের সাথে সুজান ক্যালভিনের দিকে তাকাল বিয়ার্লি। 'আপনি হাসছেন কেন, ড. ক্যালভিন?'

'আমি হাসছি কারণ মি. কুইন সব কিছুর কথা ভাবেননি।'

'আপনি বলতে চাইছেন তার গল্পটা আরো বড় হতে পারত?'

'কিছুটা। নির্বাচনের আগের তিনমাস মি. কুইনের সেই স্টিফেন বিয়ার্লি, সেই পঙ্গু লোকটা কি এক রহস্যময় কারণে তার দেশের বাড়িতে কাটালেন। আবার আপনার বিখ্যাত বক্তৃতার সময় মতো ফিরে এলেন। আর মোটকথা, বেচারা পঙ্গু মানুষটা একবার যে কাজটা করেছিলেন, দ্বিতীয়বারও সেটা করতে পারবেন, বিশেষ করে প্রথম বারের তুলনায় দ্বিতীয় বারের কাজটি যখন খুবই সোজা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ড. ক্যালভিন উঠে দাঁড়াল, ঠিক করল নিজের পোশাক। যাবার জন্যে তৈরি হল। 'আমি বোঝাতে চাইছি কেবল মাত্র একটা অবস্থায় কোনো রোবট প্রথম আইন ভঙ্গ না করে একজন মানুষকে আঘাত করতে পারে। মাত্র একটি অবস্থায়।'

'এবং সেটা কখন?'

দরজায় পৌঁছে গেছে ড. ক্যালভিন। শান্তভাবে বলল, 'যে মানুষটাকে আঘাত করা হয়, সে যদি স্রেফ একটা রোবট হয়।'

প্রশস্ত হাসি হাসল ক্যালভিন, তার সরু মুখটা ঝলমল করতে লাগল। 'শুভ রাত্রি, মি. বিয়ার্লি। আশা রাখি এখন থেকে পাঁচ বছর পর আমি আবার আপনাকেই ভোট দেব—সমন্বয়কারীর জন্যে।'

স্টিফেন বিয়ার্লি মুখ টিপে হাসল। 'আমি অবশ্যই বলব যে সেটা কিছুটা অসম্ভব ধারণা।'

ক্যালভিনের পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

অনুবাদ : মিজানুর রহমান কল্লোল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

টাইম পুসি

গল্পটা অনেক দিন আগে আমাকে বলেছিল বুড়ো ম্যাক। পাহাড়ের ওপর একটি কুটিরে বাস করত বুড়ো। আমার পুরানো বাড়িটার কাছেই। ৩৭-এর খনি উন্মাদনার সময়, অ্যাস্টরয়েডে মাইনিং প্রসপেক্টরের কাজ করত ম্যাক। তবে বেশিরভাগ সময় কেটে যেত তার সাতটা বেড়ালকে লালন-পালন করতে।

'আপনি বেড়াল এত পছন্দ করেন কেন, মি. ম্যাক?' একদিন জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

বুড়ো মাইনার আমার দিকে তাকিয়ে খচখচ করে থুতনি চুলকাল। 'ওরা আমাকে পালাস-এর বেড়ালগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। ওগুলো অনেকটা বেড়ালের মতোই ছিল—একই রকম মাথার গড়ন, একই রকম—ওদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। কিন্তু সবগুলো মরে গেল!'

শুনে দুঃখ লাগল। জানালামও অনুভূতির কথা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল ম্যাক।

'সবচে' বুদ্ধিমান ছিল ওরা,' কথাটার পুনরাবৃত্তি করল সে।

'চতুর্থ-মাত্রার বেড়াল ছিল ওরা।'

'চতুর্থ-মাত্রা, মি. ম্যাক? কিন্তু চতুর্থ মাত্রা তো সময়।' বললাম আমি। 'তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ই এ কথা জানি আমি।'

'আজকাল তাহলে খুব স্কুলে যাওয়া হচ্ছে, অ্যাঁ?' ম্যাক পাইপ বের করে তাতে আস্তে ধীরে তামাক ঠাসল। 'চতুর্থ মাত্রাকে অবশ্যই সময় বলে। এই বেড়াল, ওগুলোকে আমি থিল্লি বলে ডাকতাম, ওরা ছিল এক ফুট লম্বা, ছয় ইঞ্চি উঁচু এবং চার ইঞ্চি চওড়া। ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে ওরা তার পরেরদিনের আগে লেজ নাড়ত না, সত্যি!'

www.BanglaBook.org

ম্যাকের এ গল্প বিশ্বাস করা মুশকিল। কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

বলে চলল ম্যাক, 'ওরা ছিল সেরা ওয়াচ ডগ। চোর বা সন্দেহজনক কিছু দেখলেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলত। আর আর চোর দেখলে গতকাল সে চিল্লাত। কাজেই সবসময়ই চোর ধরার জন্যে আমরা আগেভাগে চব্বিশ ঘণ্টা সময় পেয়ে যেতাম।'

আমার মুখ হাঁ হয়ে গেল। 'সত্যি বলছেন?'

'খোদার কসম বলছি। ওদেরকে কিভাবে খাওয়াতাম শুনবে? ওদের ঘুমাতে যাবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। জানতাম খাবার হজম করার জন্যে ব্যস্ত থাকবে ওরা। এই সময় বিল্লিগুলোর খাওয়ার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে হজম প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। কাজেই ওরা যখন ঘুমাতে যেত, ঘড়ির দিকে লক্ষ রাখতাম আমরা। ডিনার রেডি করে ঠিক তিন ঘণ্টা পরে খাওয়াতাম।'

পাইপে আগুন ধরিয়েছে ম্যাক, টানতে শুরু করেছে। এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে করুণ ভঙ্গিতে। 'একবার একটা ভুল করে বসি আমি। বেচারী সময় বিল্লি! ওর নাম ছিল জো। আমার সবচে' পছন্দের বিল্লি ছিল সে। একদিন সকাল ন'টার সময় ঘুমাতে গেল সে। আর আমি তখন ভেবেছি আটটা বাজে। স্বাভাবিকভাবেই ওর জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি এগারটায়। চারদিকে তাকালাম। কিন্তু জোকে কোথাও দেখতে পেলাম না।'

'কি হয়েছিল, মি. ম্যাক?'

'কোনো সময় বিল্লির হজম হবার দু'ঘণ্টা পরে নাস্তা খাবার নিয়ম নেই। জোকে বাইরের ছাউনিতে, একটা টুল-কিটের নিচে অবশেষে খুঁজে পেলাম। হামাগুড়ি দিয়ে ওখানে গেছে ও, বদহজম হওয়ায় এক ঘণ্টা আগে মারা গেছে। বেচারী বিল্লি! এরপর থেকে, আমি সবসময় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখি। ফলে ওই ভুল আর হয়নি।'

করুণ নীরবতা নেমে এল ঘরে, আমি ফিসফিস করে জানতে চাইলাম : 'আপনি বলেছিলেন ওরা সবাই মরে গেছে। সবাই কি ওভাবেই মরেছে?'

বিমর্ষ চেহারা ডানে-বামে নাড়ল ম্যাক। 'না! ওদের ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। আর মরে যাবার পর পর ওরা সকলে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্রুত পচে গলে গিয়েছিল। বিল্লিগুলোর মগজে ছিল চতুর্থ-মাত্রার চাম-উকুন। ওরাই বিল্লিগুলোর শরীর পচিয়ে ফেলে। এতে আমাদের কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়ে যায়।'

'কিভাবে সেটা হল, মি. ম্যাক?'

'পৃথিবীর কয়েকজন বিজ্ঞানী আমাদের খুদে সময় বিল্লিগুলোকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল। ওরা জানত বিল্লিগুলোকে পরবর্তী গ্রহ সম্মেলনে নিয়ে যাবার আগেই সবগুলোর মৃত্যু ঘটবে। তারা প্রতিটি বিল্লি সংরক্ষণের জন্যে আমাদের মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাব দেয়।'

'আপনি সংরক্ষণ করেছিলেন?'

'চেষ্টা করেছিলাম। সফল হইনি। মৃত্যুর পরে ওদেরকে কবর দিতে হয়েছিল। বরফে প্যাকিং করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওদেরকে বাইরে রাখতে হয়েছে। ভেতরে রাখতে বলেছিল বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ভেতরটা ছিল বেজায় নোংরা।

'প্রতিটি বিল্লির মৃত্যুতে আমাদের মিলিয়ন ডলার লোকসান হচ্ছিল। চাইনি এমনটি ঘটুক। আমাদের একজন বলল যদি সময় বিল্লিকে মৃত্যুর সময় গরম পানিতে রাখা যায় তাহলে পানি পুরোটা শুষে নেবে। তারপর ওটা মরে গেলে, আমরা পানিটা হিমায়িত করে রাখব। ফলে ওটা নিরেট একটা বরফ খণ্ডে পরিণত হবে এবং বিল্লি সংরক্ষিত হয়ে থাকবে।'

আমার নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'কাজ হয়েছিল এতে?'

'আমরা বারবার চেষ্টা চালালাম। কিন্তু পানিটা দ্রুত হিমায়িত করতে পারছিলাম না। সে মুহূর্তে পুরোটা বরফে পরিণত করি; সময়-বিল্লির মগজের চতুর্থ মাত্রার চাম-উকুন ওটাকে দংশিত করে ফেলে। দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে আমরা পানি হিমায়িত করে চলছিলাম। কিন্তু লাভ হচ্ছিল না কোনো। একটার পর একটা বিল্লি মারা যাচ্ছিল। শেষে একটি মাত্র বিল্লি বাকি থাকল। ওটাও মারা যায় যায় দশা। আমরা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি—এমন সময় আমাদের একজনের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে একটা অদ্ভুত দর্শন যন্ত্র বের করল—এতে চোখের পলকে বরফে পরিণত হবে পানি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমরা শেষ বিল্লিটাকে তুলে নিলাম। ওটাকে গরম পানিতে চোবালাম। তারপর মেশিনে ঝুলিয়ে রাখলাম। বিল্লিটা শেষবারের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে মরে গেল। সুইচ টিপে দিলাম আমরা। পৌনে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে গোটা জিনিস পরিণত হল বরফে।' বলে এক টন ওজনের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুড়ো ম্যান। 'কিন্তু তাতেও লাভ হল না কোনো। সময় বিল্লি গলে গেল। আমরা হারিয়ে ফেললাম মিলিয়ন ডলার।'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'কিন্তু মি. ম্যাক, আপনিই তো বললেন পৌনে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে সময় বিল্লিকে আপনারা বরফে পরিণত করেছেন। তাহলে ওটা গলে যাবার সময় পেল কখন?'

'কথা তো সেটাই, বাছা,' করুণ গলায় বলল বুড়ো। 'আমরা খুব দ্রুত পানি বরফ করেছি। এই দ্রুত গরম পানি বরফ করেছি যে বরফ খণ্ডটা তখনো গরম ছিল?'

অনুবাদ : আনন্দ সিদ্ধার্থ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ফ্রাসট্রেশন

হারম্যান গাল্‌ব মাথা ঘুরিয়ে তাকাল গমনরত মূর্তিটার দিকে। তারপর বলল, 'উনি কি সেই সচিব নন?'

'হ্যাঁ, উনি পররাষ্ট্র সচিব। এই বুড়োর নাম হারগ্রোভ। হ্যাঁ, তুমি কি লাঞ্চের জন্যে তৈরি?'

'অবশ্যই। আচ্ছা, উনি কি করছিলেন এখানে?'

পিটার জোন্সবেক তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না। উঠে দাঁড়িয়ে গাল্‌বকে ইশারা করল তাকে অনুসরণ করতে। করিডর ধরে এগিয়ে একটা ঘরে ঢুকল দু'জন। মশলাদার খাবারের সুবাসে ম ম করছে ঘর জুড়ে।

'এই যে দেখ,' বলল জোন্সবেক। 'এই পুরো খাবারটাই তৈরি করেছে কম্পিউটার। সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে। কোনো মানুষের হাত পড়েনি এ খাবারে। এবং এই প্রোগ্রামটা করেছি আমি। আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম এরকম একটা চমৎকার লাঞ্চ খাওয়াব, এখন সেই ভোজটা তোমার সামনে।'

ভোজটা সত্যিই তোফা। গাল্‌ব অস্বীকার করতে পারল না এবং সে চায়ও না অস্বীকার করতে। সুস্বাদু ডেজার্ট খেতে খেতে গালব বলল, 'কিন্তু হারগ্রোভ কি করছিলেন এখানে?'

জোন্সবেক হেসে বলল, 'প্রোগ্রামিং নিয়ে আমার সাথে পরামর্শ করতে এসেছিলেন। এছাড়া আমি আর ভালো কিসে বল?'

'কিন্তু কেন? নাকি এ নিয়ে কিছু বলতে চাও না তুমি?'

'আসলে বিষয়টা এমন—আমি মনে করি, এ নিয়ে কিছু বলা উচিত নয় আমার। কিন্তু এটা পরিষ্কার একটা ওপেন সিক্রেট। রাজধানীর কোনো কম্পিউটারম্যানের জানতে বাকি নেই, এই হতাশাগ্রস্ত বেচারা কি জন্যে এভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?'

www.BanglaBook.org

'কি জন্যে ?'

'তিনি একটা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।'

চোখ দুটো বড় বড় হল গাল্‌বের, 'কার সাথে যুদ্ধ ?'

'সত্যিকারে কারো সাথেই না। কম্পিউটার অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে তিনি চালাচ্ছেন এই যুদ্ধ। কত দিন ধরে যে তাঁর এই কাজটা চলছে, জানি না।'

'কিন্তু কেন ?'

'তিনি চান পৃথিবীটা সেভাবে চলুক, সেখানে আমরা সবাই হব—মহান, সৎ, নম্রভদ্র, মানবাধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'এটা তো আমিও চাই। আমরা সবাই চাই। এক্ষেত্রে মন্দ লোকগুলোকে চাপ সৃষ্টি করে দমিয়ে রাখতে হবে, ব্যস—তাহলেই চলবে।'

'পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরাও তো আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ওরা ভাবছে—আমরা ঠিক পথে নেই।'

'ধরলাম আমরা ঠিক পথে নেই, কিন্তু ওদের চেয়ে তো ভালো। তুমিও জান এটা।'

জোন্সবেক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এটা দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক। এটা কোনো ব্যাপার নয়। আমরা একটা পৃথিবী পেয়েছি পরিচালনার জন্যে, মহাশূন্য রয়েছে ক্রমাগত উন্নতির জন্যে, আর কম্পিউটারাইজেশন রয়েছে কাজের ক্ষেত্র বাড়ানোর জন্যে। সবার আন্তরিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করছে ধারাবাহিক সহযোগিতার বন্ধনকে এবং ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটছে সবকিছুর। আমরা সবাই এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছি কাজ। কিন্তু হারগ্রোভ দীর্ঘ সময় নিয়ে অপেক্ষা করতে চান না। দ্রুত উন্নতির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন তিনি। আর এই উন্নতিটা চান শক্তির মাধ্যমে। তুমি তো জান, পশ্চাদ্দেশে লাথি মারলে কি না হয়। আমরা এখন যথেষ্ট শক্তিশালী কাঙ্ক্ষিত লক্ষে পৌছানর জন্যে।'

'শক্তির কথা বলছ ? তার মানে যুদ্ধ ? কিন্তু আমরা তো আর যুদ্ধ চাই না।'

'এজন্যেই তো ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বেশি বিপজ্জনক হয়ে গেছে পরিস্থিতি। আমরা সবাই অত্যন্ত শক্তিশালী। তুমি

www.BanglaBook.org

তো জান, কি বোঝাতে চাইছি আমি ? এরমধ্যে হারগ্রোভ আবার মনে করছেন, তিনি একটা উপায় খুঁজে পেয়েছেন। সেটা হচ্ছে—তুমি কিছু স্টার্টিং কন্ডিশনস ঢুকিয়ে দিলে কম্পিউটারে, তারপর গাণিতিক নিয়মে যুদ্ধ করতে দিলে, শেষে আপনা আপনি ফলটা বেরিয়ে এল।'

'যুদ্ধের সমীকরণগুলো তৈরি করছ কিভাবে ?'

'সেটা আনুষঙ্গিক বিভিন্ন জিনিস বিশ্লেষণ করে। মানুষ, অস্ত্রশস্ত্র, শিপ, স্পেসস্টেশন, আক্রমণ—পাল্টা আক্রমণের ভেতর। বিশেষ করে কম্পিউটার। কম্পিউটারের কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেবের জন্যে কম্পিউটারের কোনো তুলনা হয় না। হারগ্রোভ মনে করেন, কম্পিউটারের মাধ্যমে স্টার্টিং কন্ডিশনস-এর কিছু কম্বিনেশন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর এরই উন্নতির ফলে সুনিশ্চিত হবে আমাদের পরিষ্কার বিজয়। এবং এই যুদ্ধের ফলে খুব বেশি ক্ষতি হবে না পৃথিবীর। সেই চেষ্টাই এখন তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত হতাশার ভেতর দিয়ে।'

'কিন্তু তিনি যা চাইছেন, সেটা যদি পেয়ে যান, তখন কি হবে ?'

'তিনি যদি পেয়ে যান সেই কাঙ্ক্ষিত কম্বিনেশন—কম্পিউটার যদি বলে, "হ্যাঁ, এটাই সেই জিনিস", তাহলে আমার ধারণা সরকারের সাথে এনিয়ে কথা হবে তাঁর। সরকারকে তিনি বলবেন কম্পিউটারের বাতলান পথ ধরে যুদ্ধ করে যেতে।'

'তাহলে তো অনেক হতাহতের ঘটনা ঘটবে ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু কম্পিউটার আগেভাগেই এই হতাহতসহ অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির সাথে মিলিয়ে দেখবে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং পরিবেশগত দিকটি। যদি দেখা যায়, পৃথিবীর কর্তৃত্ব আমাদের হাতে এলে অর্জিত লাভটা ক্ষয়ক্ষতিকে ছাপিয়ে যাবে, তাহলে চোখ বুঝে যুদ্ধ চালিয়ে যাব আমরা। আমরা যদি পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে যাই, তাহলে আমাদের শক্তিশালী অর্থনীতি এবং প্রবল নীতিবোধ হতদরিদ্র জাতির উন্নয়নে কাজ লাগবে।'

গাল্‌ব অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো জানতেও পারিনি যে, একটা আগ্নেয়গিরির জ্বলন্তমুখের প্রান্তে বসতে যাচ্ছি আমরা।'

'কম্পিউটার প্রোগ্রাম এখন অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে, কিন্তু পারছে না। এজন্যে আমি মনে করি, এই

www.BanglaBook.org

যুদ্ধটা আদৌ আসবে না। এখন হারগ্রোভ একটা কাজ করতে পারেন। তিনি যদি কম্পিউটারের মেকি কোনো ডাটা সরকারের কাছে সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে বোধ হয় শক্তি প্রয়োগের একটা সুযোগ এসে যাবে।'

'তোমার কাছে তিনি আসেন কি কারণে?'

'অবশ্যই ওই প্রোগ্রামটার উন্নতি করতে।'

'এবং তুমি সাহায্য করছ তাঁকে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এখানে বড় অংকের টাকা রয়েছে, হারম্যান।'

গাল্‌ব মাথা নেড়ে বলল, 'পিটার! স্রেফ টাকার লোভে তুমি একটা যুদ্ধের আয়োজন করতে যাচ্ছ?'

'কোনো যুদ্ধই হবে না আসলে। বাস্তবানুগ এমন কোনো কম্বিনেশন নেই, যার মাধ্যমে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত দিতে পারে কম্পিউটার। মানুষ তার জীবনকে যতটা মূল্য দেয়, তারচে' অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকে কম্পিউটার। কাজেই সেক্রেটারি হারগ্রোভ যা চাইছেন, সেটা কোনোদিনই বেরোবে না কম্পিউটার থেকে।'

'তুমি কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছো এ ব্যাপারে?'

'কারণ আমি একজন প্রোগ্রামার। কম্পিউটার যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত দিতে পারে—এমন কোনো প্রোগ্রামিং কৌশল জানা নেই আমার। কম্পিউটারের মাধ্যমে হয়রানি বা নির্যাতন কিংবা কোনো শয়তানীও সম্ভব নয়। মোট কথা, মানুষের ক্ষতি হতে পারে, এমন কোনো প্রোগ্রাম গ্রহণযোগ্য নয় কম্পিউটারের কাছে। যেহেতু এই জিনিসটির অভাব রয়েছে কম্পিউটারের, কাজেই হারগ্রোভ বা অন্য যারা যুদ্ধের জন্যে উন্মুখ থাকবে, তাদেরকে হতাশা ছাড়া আর কিছু উপহার দেবে না কম্পিউটার।'

'তারপর, আর কিসের অভাব আছে কম্পিউটারের?'

'কেন, গাল্‌ব, নিজস্ব বিচারবুদ্ধি বলে তো আদৌ কিছু নেই কম্পিউটারের।'

অনুবাদ : অনন্ত আহমেদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলি অ্যাসেস

রিজেলিয়ান রেস-এর অন্যতম দীর্ঘায়ু মানুষ ন্যারন তাঁর গ্যালাকটিক রেকর্ড বইতে ব্রহ্মাণ্ড সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরাখবর টুকে রাখেন।

তাঁর প্রকাণ্ড বইটিতে গ্যালাক্সির সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতির লিস্ট করে রাখেন। সবচে' বড় বইটিতে সেইসব জাতির কথা থাকে যারা বুদ্ধি-বৃত্তিতে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। অপেক্ষাকৃত ছোট বইটিতে থাকে সেইসব জাতির তালিকা যারা ম্যাচুরিটি বা পূর্ণতা লাভ করেছে এবং গ্যালাকটিক ফেডারেশনের তালিকাভুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রথম বইটিতে অনেকগুলো নামের তালিকায় কাটা চিহ্ন দেয়া। এর মানে এরা বইতে তালিকাভুক্ত হবার প্রথম বা দ্বিতীয় কোনো যোগ্যতাই অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে। দুর্ভাগ্য, বায়োকেমিক্যাল কিংবা বায়োফিজিক্যাল ত্রুটি, সামাজিক সমন্বয়ের অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে তাদের নাম কাটা পড়েছে। সবচে' ছোট বইটিতে কোনো নামের তালিকা নেই। ওটা খালি।

ন্যারন তাঁর ঘরে বসে আছেন, এমন সময় এক দূত ঢুকল ভেতরে।

'ন্যারন,' বলল দূত। 'দারুণ খবর?'

'কি শুনি?' আগ্রহী শোনাল বয়োবৃদ্ধের কণ্ঠ।

'অর্গানিজমের আরেকটি দল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।'

'বেশ। বেশ। এগুলোর খবর এখন বেশ প্রায়ই আসছে। গত বছরে এরকম কোনো খবরই পাইনি। এরা কারা?'

দূত গ্যালাক্সির কোড নাম্বার এবং পৃথিবীর কো-অর্ডিনেট দিল ন্যারনকে।

'বেশ,' বললেন ন্যারন। 'এই পৃথিবীটাকে আমি চিনি।' তিনি প্রথম বইতে নোট লিখলেন, দ্বিতীয় বইতে প্রথা অনুযায়ী নামটা তুললেন। এ গ্রহটিতে জনসংখ্যা প্রচুর। গ্রহের নাম লেখা হল : পৃথিবী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ন্যারন বললেন, 'এই নতুন প্রাণীগুলো একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধিমত্তা থেকে এত দ্রুত পূর্ণতা পায়নি আর কেউ। আশা করি এর মধ্যে কোনো ভুল নেই।'

'নেই, স্যার,' বলল দূত।

'ওরা থার্মো-নিউক্লিয়ার পাওয়ারও অর্জন করেছে, তাই না?'

'জ্বী স্যার।'

'বেশ। ওটাই হল ক্রাইটারিয়া,' মুচকি হাসলেন ন্যারন।

'শিগ্রী ওরা শিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। যোগাযোগ করবে ফেডারেশনের সঙ্গে।'

'কিন্তু অবজারভাররা জানাল ওরা নাকি এখনো মহাশূন্য অভিযান করেনি,' তেঁতো গলায় খবরটা জানাল দূত।

অবাক হলেন ন্যারন। 'এখনো করেনি? কোনো স্পেসস্টেশনেও যায়নি?'

'না, স্যার।'

'কিন্তু ওদের তো থার্মোনিউক্লিয়ার পাওয়ার আছে। ওগুলোর পরীক্ষা এবং বিস্ফোরণ কোথায় ঘটায় তাহলে?'

'নিজেদের গ্রহেই, স্যার।'

কুড়ি হাত লম্বা শরীরটা নিয়ে সিধে হলেন ন্যারন। ভয়ানক অবাক হয়ে গেছেন। 'নিজেদের গ্রহে?'

'জ্বী, স্যার।'

আবার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন ন্যারন। হাত থেকে কলমটা খসে পড়ল তাঁর। ছোট বইটার দিকে তাকালেন। "পৃথিবী" শব্দটার দিকে চেয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'বোকা গাধা!'

অনুবাদ : রফিকুল ইসলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য ম্যাসেজ

তারা বিয়ার পান করছে আর স্মৃতিচারণ করছে। প্রতিপক্ষের গোলাগুলির সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করছে। ওদের মনে পড়ছে সার্জেন্ট আর মেয়েগুলোর কথা। স্মৃতিচারণে অতীতের ভয়ঙ্কর দিনগুলোকে এখন হাস্যকর মনে হচ্ছে।

প্রথম জন জানতে চাইল, 'ওটা কে আগে শুরু করেছিল?'

দ্বিতীয় জন কাঁধ ঝাঁকাল। 'কেউ শুরু করেনি। সবাই ওটা করছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল রোগের মতো।'

প্রথম জন হাসল।

তৃতীয় জন মৃদু গলায় বলল, 'এর মধ্যে মজার কিছু পাইনি আমি। গোলাগুলির মধ্যে আমিই প্রথম পড়েছিলাম, উত্তর আফ্রিকায়।'

'সত্যি?' জিজ্ঞেস করল দ্বিতীয় জন।

'ওরানের সাগর তীরে প্রথম রাত কাটে আমার। আমি কাভার নিতে যাচ্ছিলাম, নেটিভদের কুটিরে ঢুকছি, এমন সময় আলোর ঝলকানিটা দেখতে পেলাম—'

খুব খুশি মনে হচ্ছে জজকে। লাল টেপের দুই বছরের দৌরাত্ম্য থেকে সে মুক্ত। অবশেষে অতীতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে তার। এখন সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদাতিক বাহিনীর সামাজিক জীবন নিয়ে তার রচনা শেষ করতে পারবে।

ত্রয়োদশ শতকের অসাড়, যুদ্ধহীন সমাজ থেকে যুদ্ধোন্মাদ বিংশ শতাব্দীর নাটকীয় মুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করছে সে।

উত্তর আফ্রিকা! সাগর থেকে হামলা হয়েছে এখানে। পার্থিব পদার্থবিদরা যথার্থ মুহূর্তের জন্যে এলাকাটি স্ক্যান করেছেন। জর্জ দেখতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাশ্চে কাঠের খালি একটি দালান। এখানে কোনো মানুষ আসবে না কয়েক মিনিটের জন্যে। নির্দিষ্ট ওই সময়ে ঘটবে না কোনো বিস্ফোরণ। ওখানে থাকলে জর্জ প্রভাবিত করতে পারবে না ইতিহাসকে। সে প্রকৃত পার্থিব পদার্থবিদ বা "প্রকৃত পর্যবেক্ষণকারী" হতে পারবে।

তবে সে যা কল্পনা করেছে তারচে'ও ভয়ঙ্কর হল ব্যাপারটা। আর্টিলারির গর্জন শোনা গেল, অদৃশ্য প্লেনের শব্দও পাওয়া গেল। ট্রেসার বুলেট বিদীর্ণ করল আকাশ, হঠাৎ হঠাৎ ভৌতিক আলো ছড়িয়ে দিল ফ্লেয়ার।

জর্জ এখানে চলে এসেছে! সে, জর্জ, যুদ্ধের একটা অংশ এখন।

কল্পনার জর্জ দেখতে পেল মার্চ করে আসছে সৈন্যদল, একজন আরেকজনকে ফিসফিসে কণ্ঠে সাবধান করে দিচ্ছে তাও শুনতে পেল। এদের একজন হবার জন্যে কত ব্যাকুলতা ছিল জর্জের।

নোট নেয়া বন্ধ করল জর্জ, তাকিয়ে রইল কলমের দিকে। কলমের মাইক্রো-আলো ওকে যেন সম্মোহিত করল এক মুহূর্তের জন্যে। আবার যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে গেল জর্জ।

দেখল একটা সৈন্য পাগলের মতো দৌড়ে আসছে কাঠের দালানটির দিকে। বৃষ্টির মতো গুলি পড়ছে তার আশপাশে।

জর্জ কল্পনায় দৃশ্যটা দেখছে। আর ভাবছে। ভাবছে সে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মানুষ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ দৃশ্য সে প্রত্যক্ষ করছে। এই লেখা বা ম্যাসেজ হয়তো ৭০০ বছর পরে বিংশ শতাব্দীর মানুষের হাতে পড়বে। তারা জানতে পারবে ৭০০ বছর আগে জর্জ কিলরয় নামে একজন মানুষ বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধের কথা আগে ভাগে লিখে রেখে গেছে। যেন সে ছিল ওই যুদ্ধের একটা অংশ!

অনুবাদ : রফিকুল ইসলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোবি

'আটানব্বাই-নিরানব্বই-একশো।' গ্লোরিয়া তার নাদুস-নুদুস হাত দুটো চোখের সামনে থেকে সরিয়ে একটু দাঁড়াল। নাক কুঁচকে চোখ পিটপিট করে সূর্যের দিকে তাকাল। তারপর, দ্রুত চারপাশটা এক নজরে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করল। বেরিয়ে এল চুপিচুপি গাছের ছায়া থেকে, যে গাছটাতে সে এতক্ষণ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গলা বাড়িয়ে আরো দু'পা এগিয়ে তার ডানপাশের বুনো ঝোপগুলো পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করল এবং তারপর আরেকটু এগিয়ে গেল ছায়া ছায়া ঝোপটাকে ভালো করে দেখার জন্যে। পোকামাকড়ের গুণগুণ শব্দ ছাড়া চারিদিক নিঝুম। শুধু দূরে পাখির কিচির-মিচির শব্দ শোনা যায়। রোদ-টোদ মানে না ওগুলো।

গ্লোরিয়া গজ গজ করতে করতে বলল, 'আমি নিশ্চিত ও বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। লক্ষ্যবার বলেছিল ওকে, এটা ঠিক নয়।'

ঠোঁট দুটো পরস্পরে চেপে ধরে, কপাল কুঁচকে সে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গেল দোতলা বাড়ির দিকে।

দেরি হয়ে গেছে, গ্লোরিয়া তার পেছনে শুনতে পেল যান্ত্রিক ঝনঝন শব্দ এবং তার সাথে রোবির ধাতব পায়ের তাল মেলান থপ্‌থপ শব্দ। ঘুরে দেখল, তার বন্ধু বিজয়ীর মতো লুকান জায়গা থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে যাচ্ছে।

গ্লোরিয়া তীক্ষ্ণ গলা চেঁচিয়ে বলল, 'থাম, রোবি! এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না, রোবি। তুমি কথা দিয়েছিলে আমি যতক্ষণ না তোমাকে খুঁজে পাব ততক্ষণ তুমি পালাবে না। আর ছুদে পা দুটো রোবির বিশাল ধাতব পায়ের শব্দে পাল্লা দিতে পারছে না। গন্তব্যের দশগজ যখন মাত্র বাকি তখন রোবি হঠাৎ তার গতি কমাল যেন হামাগুড়ি দিচ্ছে, এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুযোগে গ্লোরিয়া এক দৌড়ে রোবিকে পেছনে ফেলে গন্তব্যে পৌঁছে গেল।

উল্লসিত গ্লোরিয়া বিশ্বাসী রোবির দিকে তাকাল। অকৃতজ্ঞের মতো তাকে উপহাস করে বলতে লাগাল তার দৌড়ান নিয়ে।

'রোবি দৌড়তে পারে না', গ্লোরিয়া তার আট বছর বয়সী গলায় চেঁচিয়ে বলল। 'আমি তাকে যে কোনো সময়ই হারাতে পারি, আমি তাকে যে কোনো সময়ই হারাতে পারি।' বিদ্রুপ করে তাকে বলতে থাকে।

রোবি কোনো জবাব দিল না, অবশ্য সে কোনো কথা বলতে পারে না। সে দৌড়ানর ভান করে একপাশে সরে গেল যতক্ষণ না গ্লোরিয়া আবার দৌড়তে শুরু করল। রোবি একটু সরে গিয়ে গ্লোরিয়াকে পাশ কাটিয়ে গেল। গ্লোরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করল ঘুরে ঘুরে রোবিকে ধরার জন্যে।

'রোবি,' হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাক!'

হঠাৎ রোবি ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্লোরিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে শূন্যে ঘোরাতে লাগল। গ্লোরিয়ার চোখের সামনে সাথে সাথে পুরো পৃথিবীটা দুলতে থাকল, মনে হল বড় বড় গাছগুলো যেন শূন্য থেকে মাটির দিকে নেমে আসছে। তারপর গ্লোরিয়াকে মাথার ওপর থেকে মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিল রোবি। গ্লোরিয়া রোবির পায়ে হেলান দিয়ে দম নিচ্ছিল, তখন তার ছোট হাত ধরে ছিল রোবির শক্ত ধাতব আঙ্গুল।

অল্পক্ষণ পর দম ফিরে পেল গ্লোরিয়া। হাত দিয়ে সে তার মাথার চুল ঠিক করতে লাগল এবং পড়নের জামা টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল, যেমন তার মা করে থাকেন।

গ্লোরিয়া রোবির শক্ত ধাতব শরীরে একটা চড় মেরে বলল, 'রোবি! তুমি আমার কাছে মার খাবে!'

শুনে রোবি হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল, ভয় পেয়েছ যেন। সব দেখে গ্লোরিয়া বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে মারব না। কিন্তু এবার আমি লুকাব কারণ তুমি কথা দিয়েছ তুমি দৌড়বে না যতক্ষণ না আমি তোমায় খুঁজে পাই।'

রোবি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল—চৌকো মাথা, কোনাগুলো মসৃণ করে দেওয়া হয়েছে। মাথাটা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে আরেকটি চৌকো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বড় বাক্সের মতো দেহের ওপর। ফ্ল্যাক্সিবল গলা, ইচ্ছেমতো ঘোড়ান ফেড়ান যায়—তারপর গাছের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। একটি পাতলা ধাতুর তৈরি পর্দা ওর চোখের ওপর নেমে এল। আর বুকের ভেতর থেকে সবসময়ই টিকটিক শব্দ হচ্ছে।

'লুকিয়ে তাকাবে না—এবং একশো পর্যন্ত গুনবে', গ্লোরিয়া তাকে সাবধান করে দিল। কথাটা বলেই সে লুকাতে দৌড়াল।

ঠিক একশোটা টিক টিক শব্দ হওয়ার পর শরীরের ভেতর শব্দ থেমে গেল, চোখের ওপরের ধাতব পর্দাটা সরে গেল। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠল খোঁজ করতে গিয়ে। মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো থমকে দাঁড়াল পাথরের আড়াল রঙিন জামার উপর। ধীরে ধীরে এগোতে থাকে সেইদিকে। সে নিশ্চিত ওখানে গ্লোরিয়া লুকিয়ে আছে। গ্লোরিয়া তার ছোট্ট শরীরটা আর আড়াল করতে পারছিল না। তাই রোবি তার একটা হাত তার দিকে বাড়াল গ্লোরিয়াকে ধরার জন্য অন্যহাতে নিজের পায়ে মেরে আওয়াজ করতে লাগল। গ্লোরিয়া বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এল।

'তুমি চুরি করে দেখেছ!'গ্লোরিয়া অভিযোগ করল। 'আমি আর লুকোচুরি খেলা খেলব না, আমি তোমার পিঠে চড়ব।'

কিন্তু রোবি এই অপবাদে খুব দুঃখ পেল। তাই সে সাবধানে বসল মাটিতে এবং মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়তে লাগল।

গ্লোরিয়া দ্রুত তার গলার সুর পাল্টে ফেলল। 'প্লিজ, রোবি। আমি তো সত্যি সত্যি তোমাকে চুরির কথা বলিনি। তোমার পিঠে একটু চড়াও না।'

রোবি এত সহজে হার মানতে রাজি নয়। সে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল আর থেকে থেকে মাথা নাড়তে লাগল।

'প্লিজ, রোবি, প্লিজ আমাকে তোমার পিঠে একবার চড়াও।' গ্লোরিয়া তার ক্ষুদ্র দুটো হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রোবির ধাতব গলা। তারপরও তৃতীয়বারের মতো মাথা ঝাঁকাল রোবি। গ্লোরিয়া মতো পরিবর্তন করে তার গলা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। 'তুমি যদি না করো, তাহলে আমি কাঁদব কিন্তু', কান্নার প্রস্তুতি হিসেবে ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে তুলল সে।

কিন্তু শক্ত হৃদয়ের রোবি এবারো তার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকল। তৃতীয়বারের মতো অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল। গ্লোরিয়া এবার তার ট্রাম্প কার্ডটা ছাড়ার প্রস্তুতি নিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি যদি আমাকে', রাগত গলায় বলল, 'পিঠে না চড়াও তাহলে আমি তোমাকে একটাও গল্প বলব না। একটাও না—'

এই মারাত্মক আলটিমেটামের পর রোবি অসম্ভব বিচলিত হয়ে ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকে। ধাতব ঘাড় থেকে আওয়াজ বের হতে শুরু করে। সাবধানে সে ছোট্ট মেয়েটিকে তুলে তার মসৃণ চওড়া কাঁধের ওপর বসিয়ে দিল।

গ্লোরিয়ার চোখের পানি মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল এবং মুখে হাসি ফুটে উঠল। রোবির ধাতব শরীরের ভেতর হীটার সবসময়ই আরামদায়ক সত্তর ডিগ্রী উত্তাপ বজায় রাখে এবং সেই আরামদায়ক উত্তাপের আমেজ নিতে নিতে গ্লোরিয়ার জুতোর হিল ধাতব শব্দ করে আঘাত করতে থাকে রোবির ধাতব বুকে।

'রোবি, তুমি এখন একটা এয়ার-কোস্টার, তুমি একটা বিশাল বড় রূপোলি এয়ার-কোস্টার। তোমার দুটো হাত ছড়িয়ে দাও—তুমি এয়ার-কোস্টার হতে চাও তাহলে তুমি হাত দুটো ছড়িয়ে দাঁড়াও।'

যুক্তি অকাট্য। রোবি হাত ছড়িয়ে দাঁড়াল। হাতে বাতাস আঘাত করতে থাকে এবং তাই সে এখন একটি এয়ার-কোস্টার।

গ্লোরিয়া রোবটের মাথাটা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল। সে যেন নদীর তীর ধরে ছুটছে। গ্লোরিয়া কোস্টারে একটা এঞ্জিন লাগাল সেটা বার-র-র শব্দ তুলে স্টার্ট নিল এবং তারপর অস্ত্র থেকে গুলি ছুটছে 'পুঁইই' এবং 'সুইস-স-স-স' শব্দ তুলে। অর্থাৎ রোবি এখন একটি জাহাজে পরিণত হয়েছে। জলদস্যুর জাহাজ ওদেরকে তাড়া করে আসছে। বৃষ্টির মতো জলদস্যু ঝরে পড়ছে জাহাজ থেকে।

'আর একটা মেরেছি—আরো দুটো', চেঁচিয়ে বলল সে, তারপর জরুরী আদেশ দিল, 'তাড়াতাড়ি পালাও। আমাদের গোলাবারুদ শেষ হয়ে আসছে।' আদেশ পাওয়া মাত্র রোবি তার শরীরে ঝড়ের গতি তুলল।

খোলা মাঠ পেরিয়ে লম্বা ঘেসো জমির কাছে এসে থামল হঠাৎ। সেই ঝাঁকুনিতে কাঁধে থাকা আরোহী গড়িয়ে পড়ল সামনের নরম ঘাসের কার্পেটে।

উত্তেজিত গ্লোরিয়া ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'দারুণ হয়েছে রোবি, দারুণ!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোবি অপেক্ষা করে গ্লোরিয়ার শ্বাস নর্মাল হওয়া পর্যন্ত। তারপর হাত বাড়িয়ে তার চুলের গোড়ায় মৃদু টান দেয়।

'তুমি কিছু চাইছ মনে হচ্ছে?' গ্লোরিয়া প্রশ্ন করল অসহিষ্ণু গলায়। রোবি তার চুলের গোড়ায় আরো চাপ দিল। বেনী ধরে টান দিল।

'ওহ্ বুঝেছি। তুমি গল্প শুনতে চাচ্ছ?'

রোবি দ্রুত সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকাল।

'কোনটা শুনবে?'

রোবি একটা আঙ্গুল দিয়ে বাতাসে অর্ধেকটা বৃত্ত এঁকে দেখাল।

গ্লোরিয়া প্রতিবাদ করে বলে উঠল, 'আবার? এই সিন্ডেরেলার গল্প অন্তত কয়েক লক্ষবার তোমাকে বলেছি। একই গল্প শুনতে তোমার খারাপ লাগে না? তাছাড়া এটাতো বাচ্চাদের গল্প।'

আবার অর্ধবৃত্ত আঁকল রোবি।

'ওহ্, ঠিক আছে, ঠিক আছে,' গ্লোরিয়া মনে মনে গল্পটা গুছিয়ে নিল। (তার নিজের বর্ণনার ফলে গল্পটা সবসময় অতিরঞ্জিত হয়) তারপর শুরুর করল :

'তুমি প্রস্তুত? ঠিক আছে—অনেকদিন আগে সুন্দর এক মেয়ে ছিল, তার নাম ছিল এলা। তার ছিল এক নিষ্ঠুর সৎ-মা এবং ছিল দুজন কুৎসিত এবং ঝগড়াটে সৎ-বোন এবং —'

গ্লোরিয়া ধীরে ধীরে গল্পে চরম উত্তেজনাময় মুহূর্তে এসে পৌছাল—গভীর রাত নেমে এসেছে, সব কিছু বদলে বিবর্ণ পুরান হয়ে যাচ্ছিল অল্প অল্প করে, রোবি যখন বিস্ফারিত চোখে শুনছিল, ঠিক তখনই ছন্দপতনটা হল।

'গ্লোরিয়া!'

দূর থেকে ভেসে আসছে ভয় মিশ্রিত এবং উত্তেজিত এক মহিলার কণ্ঠস্বর। অনেকক্ষণ ধরেই ডাকা হচ্ছিল।

'মা ডাকছে আমাকে,' গ্লোরিয়া বলল অখুশি গলায়। 'তুমি আমাকে কোলে করে বাড়ি পৌছে দিয়ে এস, রোবি।'

রোবি তক্ষুণি আদেশ পালনের জন্য তৈরি হয়, কারণ তার যন্ত্র হৃদয় বোঝে মিসেস ওয়েস্টনের অবাধ্য না হওয়া ভালো। গ্লোরিয়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা একমাত্র রোববার ছাড়া সকালের দিকে বাসায় থাকেই না, আজ রোববার বলে তিনি বাসায় আছেন। তিনি একজন অমায়িক ভদ্রলোক। গ্লোরিয়ার মার সামনে রোবি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং পারলে তাকে এড়িয়ে চলে।

মিসেস ওয়েস্টন ওদের দুজনকেই দেখতে পেলেন লম্বা লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে ওরা উঠে দাঁড়াল যখন। তিনি আর না এগিয়ে ঘরের ভেতর ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙ্গে গেছে, গ্লোরিয়া,' বোঝাই গেছে তিনি বেশ রেগে আছেন। 'কোথায় ছিলে তোমরা?'

'আমি তো রোবির সাথে ছিলাম', কাঁপা গলায় জবাব দিল গ্লোরিয়া। 'সিন্ডেরেলার গল্প বলতে বলতে ডিনারের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আশ্চর্য, রোবিও দেখছি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছে।' হঠাৎ রোবটের উপস্থিতি স্মরণ হওয়াতে তার দিকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। 'তুমি এখন যেতে পার, রোবি। তোমাকে এখন আর দরকার নেই।' তারপর কঠোর গলায় বললেন, 'যতক্ষণ না আমি ডাকছি ততক্ষণ এদিকে আসবে না।'

রোবি যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু গ্লোরিয়ার কান্নায় থমকে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও মা, ওকে একটু থাকতে দাও। আমি সিন্ডেরেলার গল্পটা শেষ করিনি। আমি বলেছি ওকে সিন্ডেরেলার গল্পটা শোনাব এবং সেটা শেষ করিনি।'

'গ্লোরিয়া!'

'মা, ও এত চুপ করে থাকবে যে তোমরা বুঝতেই পারবে না, ও এখানে আছে, কোনার একটা চেয়ারে বসে থাকবে, একটাও কথা বলবে না—আমি বলছি সে কিছুই করবে না। তাই না, রোবি?'

রোবি তার বিশাল মাথা নেড়ে গ্লোরিয়াকে সমর্থন জানাল।

'গ্লোরিয়া তুমি যদি এইসব বাড়াবাড়ি বন্ধ না করো তাহলে এ সপ্তাহের জন্য রোবির মুখ দেখতে পাবে না।'

নিরুপায় হয়ে মেয়েটি বলে উঠল, 'ঠিক আছে! কিন্তু সিন্ডেরেলা ওর একটি প্রিয় গল্প এবং আমি ওটা শেষ করতে পারিনি। ও গল্পটা খুব ভালোবাসে।'

www.BanglaBook.org

রোবট ধীর গতিতে ফিরে চলল আর পেছনে গ্লোরিয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

জর্জ ওয়েস্টন ছুটির আমেজে ছিলেন। রোববার দুপুর বেলাটা একটু ভালোমন্দ খেয়ে নরম আরাম বিছানায় পিঠ লাগিয়ে হাতে টাইম পত্রিকা, শার্টহীন খালি গা থাকাটা দীর্ঘদিনের অভ্যাস—কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আরামবোধ করছেন না।

তাঁর স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হতে পারলেন না। দশ বছর বিবাহিত জীবন কাটানর পরও স্ত্রীর সান্নিধ্য তাঁর কাছে পরম উপভোগ্য, কারণ তিনি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। কিন্তু আজ ডিনারের পর ঘণ্টা দুই-তিনেক একক অবসর চেয়েছিলেন। তিনি জোর করে কাগজের ওপর চোখ আটকে রাখলেন যেখানে লেফব্রে-ওসিডা মঙ্গল অভিযানের কথা লেখা আছে (চাঁদের ঘাঁটি থেকেই এবার যাত্রা করা হয়েছে এবং মিশন সাক্সেসফুল) এবং তিনি মিসেস ওয়েস্টনকে না দেখার ভান করছেন।

মিসেস ওয়েস্টন ধৈর্য ধরে দুই মিনিট অপেক্ষা করলেন, আরো দুই মিনিট অপেক্ষা করলেন অধৈর্য হয়ে, তারপর নীরবতা ভাঙলেন।

'জর্জ!'

'হুঁ?'

'জর্জ, কাগজটা রেখে আমার দিকে তাকাবে একবার?'

কাগজটা মেঝেতে ফেলে উদ্বিগ্ন মুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'কি ব্যাপার?'

'তুমি ভালো করেই জান, জর্জ। গ্লোরিয়া আর ওই ভয়ঙ্কর মেশিনটার কথা বলছি।'

'কোনো ভয়ঙ্কর মেশিনটা?'

'দেখ, বুঝে না বুঝার ভান করবে না। আমি রোবটটার কথা বলছি যেটাকে গ্লোরিয়া রোবি বলে ডাকে। এক মুহূর্তের জন্য মেয়েটাকে সে ছাড়ে না।'

'কেন ছাড়বে? সেটা তো ওর দায়িত্ব। এবং সে মোটেই ভয়ঙ্কর মেশিন নয়। আমি আমার সারা বছরের রোজগারের অর্ধেক দিয়ে ওকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিনেছি এবং আমি নিশ্চিত সে অর্ধেক বছরের রোজগার ফিরিয়ে দেবে। ও আমার অফিস কর্মীদের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে আর চালাক।'

তিনি আবার কাগজটা তুলতে গেলেন মেঝে থেকে কিন্তু তাঁর স্ত্রী তৈরি ছিলেন, আগেই কাগজটা ছিনিয়ে নিলেন।

'আমার কথাটা শোনো, জর্জ। আমার মেয়েকে আমি একটি মেশিনের কাছে বিশ্বাস করে রাখতে পারব না এবং ও কতটা চালাক তাও দেখব না। কোনো আত্মা নেই, কেউ জানে না ও কি ভাবে। একটা শিশু কখনো একটা ধাতুপিণ্ডের সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে না।'

ওয়েস্টনের গলায় শ্লেষ, 'এতো দুশ্চিন্তা কখন এল তোমার মাথায় ? ও তো গ্লোরিয়ার সঙ্গে দুবছর ধরে আছে কিন্তু এতদিন তো কোনো অভিযোগ শুনলাম না, হঠাৎ কেন ?'

'প্রথমদিকে ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল, আমার কাজে সাহায্য করত এবং—এবং তখন ওটা ছিল একটা ফ্যাশন। কিন্তু এখন আমার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। প্রতিবেশীরা...'

'এর ভেতর আবার কেন প্রতিবেশী আসছে ? দেখ : একটি শিশুর জন্যে একজন মানুষ নার্সের চেয়ে একটি রোবট অনেক ভালো এবং অনেক বিশ্বাসী। রোবির মানসিকতা বিশেষভাবে তৈরি—সেটা হল বাচ্চাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ওর পুরো মানসিকতা তৈরি করা হয়েছে ওভাবে। তাই তার পক্ষে অন্য কোনো চিন্তা করা বা ক্ষতিকর কিছু করা সম্ভব নয়। ও মেশিন এটা ঠিক—ওকে ওভাবেই তৈরি করা হয়েছে বলে। তা না হলেও মানুষের থেকে অনেক অনেক ভালো।'

'কিন্তু কাল ওটা খারাপ হতে পারে। কিছু-কিছু—' মিসেস ওয়েস্টন রোবটের ভেতরের কলকব্জা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না, 'তার ভেতরের কিছু যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে ওটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এবং—এবং', আশঙ্কার কথা তিনি ভালো করে শেষ করতে পারলেন না।

'বোকার মতো কথা বল না, ' অজানিত আশঙ্কায় নিজেও কেঁপে উঠলেন। 'ওটা অসম্ভব। রোবিকে কেনার সময় রোবোটিক্সের প্রথম নিয়ম নিয়ে প্রচুর আলোচনা করে তারপর কিনেছি। প্রথম নিয়মে লেখা আছে কোনো রোবট মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া প্রথম নিয়ম যদি না মানে তাহলে রোবটকে সম্পূর্ণ অকেজ করার ব্যবস্থা

www.BanglaBook.org

আছে। সুতরাং অংকের নিয়মে এটা একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া ইউ. এস. রোবটস্-এর কারখানা থেকে বছরে দু'বার ইঞ্জিনিয়ার এসে রোবিকে মেরামত করে দিয়ে যায়। আমরা মানুষেরা হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারি না ঠিক তেমনি রোবিও খারাপ হয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া হঠাৎ করে রোবিকে গ্লোরিয়ার কাছ থেকে সরাবে কি করে?'

মি. ওয়েস্টন কাগজের দিকে হাত বাড়াতেই তাঁর স্ত্রী সেটা অন্য দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'আমি সেটাই বলতে চাচ্ছি জর্জ! গ্লোরিয়া অন্য কারো সাথে খেলে না। পাড়ায় প্রায় ডজনখানেক ছেলে মেয়ে আছে, কিন্তু সে তাদের সাথে মিশবে না। ওদের সাথে মিশবে না, যতক্ষণ না আমি ওকে ঠেলে পাঠাব। একটা বাচ্চা মেয়ে ওভাবে বেড়ে ওঠাটা ঠিক নয়। তুমি নিশ্চয়ই তার অস্বাভাবিক কিছু একটা হয়ে যাক, সেটা চাও না? সমাজে মেলামেশা করুক সেটাই তো তুমি চাও।'

'তুমি ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছ, গ্রেস। মনে করো রোবি আমাদের একটি পোষা কুকুর। আমি এমন অনেক বাচ্চা, দেখেছি যারা নিজের বাবার চেয়ে কুকুরছানাকে ভালোবাসে বেশি।'

'কুকুরের কথা আলাদা জর্জ। আমার ওই আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে চাই। তুমি কোম্পানিতে ওটা আবার বেচে দাও। আমি কথা বলে রেখেছি এবং তুমি ওটা বেচে দিবে।'

'কথা বলা হয়ে গেছে? শোনো গ্রেস, এতটা গভীরে যেও না। গ্লোরিয়া বড় না হওয়া পর্যন্ত রোবট থাকবে। আমি এ ব্যাপারে আর কোনো কথা বলতে চাই না।' তারপর তিনি গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুদিন পর সন্ধ্যায় বাড়ি ঢোকার মুখে মিসেস ওয়েস্টন তাঁর স্বামীকে দরজার সামনে ধরলেন। 'তোমাকে এটা শুনতেই হবে, জর্জ। পাড়ার লোকেরা যা তা বলছে।'

'কোন ব্যাপারে?' ওয়েস্টন জিজ্ঞেস করলেন। তিনি হাত মুখ ধুতে ওয়াশরুমে ঢুকলেন। পানির সাহায্যে সবধরনের উত্তর ধুয়ে মুছে ফেলতে চাইলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিসেস ওয়েস্টন অপেক্ষা করলেন। তারপর বললেন, 'রোবির ব্যাপারে।'

ওয়েস্টন বেরিয়ে এলেন তাওয়েল হাতে। রাগে মুখ তার লাল। 'তুমি কি বলছ?'

'ব্যাপারটা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আমি চোখ-কান বুজে থাকার ভান করছি কিন্তু আর পারছি না। পাড়ার প্রায় সকলেই মনে করে রোবি বিপজ্জনক। সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির আশেপাশে তাদের ছেলে-মেয়েদের ঘেঁসতে দিচ্ছে না।'

'আমরা আমাদের বাচ্চাকে বিশ্বাস করি।'

'অন্যরা এ ব্যাপারে অভ্যস্ত নয়।'

'তাহলে ওদের জাহান্নামে যেতে বল।'

'তা বললে তো সমস্যার সমাধান হবে না। আমাকে দোকানে যেতে হয়। ওদের সাথে মুখোমুখি হতে হয় রোজ। শহরগুলোর অবস্থা তো আরো খারাপ যখন সেটা রোবট বিষয়ক হয়। নিউ-ইয়র্ক শহরে তো সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কোনো রোবটকে রাস্তায় বের হতে দেয় না।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমাদের বাড়িতে একটা রোবট রাখাতে ওরা নিশ্চয়ই নিষেধ করে নি।—গ্রেস, এটা হল তোমার ইচ্ছে। রোবটাকে তুমি তাড়াতে চাও। কিন্তু তা হবে না। আমরা রোবিকে রাখছি।'

তারপরেও জর্জ তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসেন—ভালো যে বাসেন সেটা স্ত্রী ভালো করেই জানেন। জর্জ ওয়েস্টন আর যাই হোক সে একজন মানুষ—বেচারা স্বামী—এবং সেই দুর্বলতাটাকেই কাজে লাগালেন তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীর চাতুর্যের কাছে ধীরে ধীরে পরাভূত হতে থাকেন তিনি।

সপ্তাহে দশবার "রোবি আছে—এবং থাকবে।" বললেও প্রতিবারই সে কথার জোড় কমে আসছিল তিনি নিজেও সেটা বুঝতে পারছিলেন।

অবশেষে রোবির শেষ দিন এসে গেল যেদিন ওয়েস্টন মেয়ের কাছে বিমর্ষ ও লজ্জিত মুখে হাজির হলেন। গ্রামে "ভিসিভক্স শো" এসেছে, তিনি গ্লোরিয়াকে নিয়ে দেখতে যাবেন।

গ্লোরিয়া হাত তালি দিয়ে বলল, 'রোবিও যাবে, বাবা?'

www.BanglaBook.org

'না,' তিনি বললেন, 'কোনো রোবট ওরা ভিসিভক্সে ঢুকতে দেয় না—তুমি ঘুরে এসে রোবিকে গল্পটা বল।' শেষ কথাগুলো বলতে খুব খারাপ লাগছিল তাঁর। অন্যদিকে তাকিয়ে কথাগুলো বললেন তিনি।

গ্লোরিয়া ভিসিভক্স শো দেখে আনন্দে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এল। সত্যি দেখার মতো শো করে ভিসিভক্স শো। উত্তেজনায় ফুটছিল সে।

সে অপেক্ষা করছিল তার বাবা বাড়ির গ্যারেজে জেট-কার রাখছিল যখন। 'রোবিকে গল্পটা বললে কি হবে, তাই না, বাবা। সে সবই পছন্দ করবে। ফ্রান্সিস ফ্রান যখন চুপিচুপি পালাচ্ছিল, হঠাৎ একটা লিউপার্ড ম্যান ওর ঘাড়ে এসে পড়ল, এই গল্পটা রোবির খুব ভালো লাগবে।' আবার হাসিতে ফেটে পড়ল সে, 'আচ্ছা বাবা, চাঁদে কি সত্যি লিউপার্ড-ম্যান আছে?'

'না বোধ হয়,' অন্যমনস্কভাবে জর্জ বললেন। 'এটা শুধু আনন্দ দেওয়ার জন্যে।' তিনি গাড়িটা নিয়ে যতক্ষণ পারা যায় সময় নষ্ট করছিলেন। তাঁকেই তো ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হবে।

গ্লোরিয়া লন পেরিয়ে দৌড় দিল। 'রোবি—রোবি!'

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লেজওয়ালা বাদামী কুকুর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পোর্চের নিচে।

'ওহ্, কি সুন্দর কুকুর।' গ্লোরিয়া সতর্কভাবে এগিয়ে গেল এবং কুকুরটাকে আদর করল। 'এটা কি আমার জন্যে, বাবা?'

তার মা বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিয়েছেন। 'হ্যাঁ, এটা তোমার গ্লোরিয়া। দেখতে সুন্দর না—নরম এবং লোমওয়ালা। দেখ দেখ কি শান্ত একেবারে বাচ্চা মেয়েদের মতো।'

'ও কি খেলতে পারে?'

'অবশ্যই। ও কত ধরনের খেলা জানে। তুমি কি দেখতে চাও?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। রোবিও আমার সাথে দেখবে।—রোবি!' সে থমকে থেমে গেল, কপাল কুঁচকে বলল, 'নিশ্চয়ই রেগে আছে। ভিসিভক্সে নিয়ে যাইনি বলে রাগ করে ঘরে বসে আছে। তুমি বুঝিয়ে বল ওকে, বাবা। ও আমার কথা বিশ্বাস করবে না, তবে তুমি বললে ও শুনবে।'

ওয়েস্টন ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। স্ত্রীর দিকে তাকালেন কিন্তু চোখাচোখি হল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্লোরিয়া বেসমেন্টের দিকে দৌড়তে দৌড়তে বলল, 'রোবি—দেখে যাও বাবা-মা আমার জন্যে কি এনেছে। আমার জন্য একটা কুকুর এনেছে, রোবি।'

একটু পরেই মেয়েটা ভয়ার্তমুখে ফিরে এল। 'মা রোবি তো ঘরে নেই। ও কোথায় ?' কারো মুখে কোনো জবাব নিই। জর্জ ওয়েস্টন খুক খুক করে কেশে হঠাৎ যেন আকাশে মেঘ দেখায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গ্লোরিয়া কান্না মেশান গলায় বলল, 'রোবি কোথায়, মা ?'

মিসেস ওয়েস্টন নিচু হয়ে বসে মেয়েকে কাছে টেনে বললেন, 'মন খারাপ করো না, গ্লোরিয়া। রোবি চলে গেছে।'

'চলে গেছে ? কোথায় ? কোথায় চলে গেছে, মা ?'

'কেউ জানে না, বাছা। হঠাৎ বেরিয়ে চলে গেছে। আমরা খুঁজে খুঁজে হারান, কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজে পেলাম না ?'

'তার মানে ও আর ফিরে আসবে না ?' আতঙ্কে ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল।

'আমরা ওকে খুব শিগ্গী খুঁজে পাব। ওকে আমরা খুঁজছি। ততদিন তুমি ছোট্ট সুন্দর কুকুরটা নিয়ে খেলা করো। ওর দিকে তাকিয়ে দেখ। ওর নাম লাইটেনিং, দেখ ও কি—'

কিন্তু গ্লোরিয়ার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। 'আমি এই পচা কুকুর চাই না—আমি রোবিকে চাই। রোবিকে খুঁজে এনে দাও।' প্রবল আবেগে গ্লোরিয়ার কথা এবং কান্না সব মিলেমিশে এক তীব্র চিৎকারে রূপ নিয়েছে।

মিসেস ওয়েস্টন সাহায্যের আশায় স্বামীর দিকে তাকালেন কিন্তু তাঁর স্বামী যেন পণ করেছেন আকাশের মেঘের দিক থেকে চোখ ফেরাবেন না। তাই তাকেই এগিয়ে যেতে হল মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার জন্যে, 'কার জন্যে কাঁদছ, গ্লোরিয়া ? রোবি তো মাত্র একটা মেশিন, একটা পুরানো বাজে মেশিন। ও জীবন্ত নয়।'

'না, ও মেশিন নয়!' চেঁচিয়ে বলল গ্লোরিয়া। 'ও তোমার আমার মতো মানুষ এবং আমার বন্ধু। ওকে ফিরিয়ে এনে দাও। মা, আমি ওকে ফিরে পেতে চাই।'

ওর মা হাল ছেড়ে দিয়ে মেয়েকে ফেলে রেখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওকে কাঁদতে দাও যতক্ষণ কাঁদতে চায়,' মিসেস ওয়েস্টন তাঁর স্বামীকে বললেন। 'বাচ্চাদের দুঃখ বেশিদিন থাকে না। কয়েকদিনের ভেতর ও ভুলে যাবে ভয়ঙ্কর রোবটটার কথা।'

কিন্তু সময় বলে দিল, মিসেস ওয়েস্টেনের ধারণা ভুল। গ্লোরিয়া একসময় কান্না বন্ধ করল ঠিকই কিন্তু সেই সাথে হাসাও বন্ধ করে দিল। যতদিন যেতে লাগল ছোট্ট মেয়েটা স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগল। মেয়ের পরিবর্তনে মাকে কষ্ট দিচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু স্বামীর কাছে হার স্বীকার করতে বাধছিল তাঁর।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় মিসেস ওয়েস্টন রাগে গজ গজ করতে লিভিং রুমে এসে বসলেন। হাত দুটো ভাঁজ করা এবং রাগে লাল হয়ে গেছেন।

মি. ওয়েস্টন এমনভাবে ঘাড় চুলকালেন যাতে খবরের কাগজের আড়াল থেকে তাঁকে দেখা যায়, 'আবার কি হল, গ্রেস?'

'মেয়েটাকে নিয়ে আর পারি না, জর্জ। আজ কুকুরটাকে ফিরিয়ে দিলাম। গ্লোরিয়া ওটাকে সহ্যই করতে পারে না। গ্লোরিয়া আমাকে পাগল করে ছাড়বে।'

ওয়েস্টন খবরের কাগজটা নামিয়ে রাখলেন। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তাঁর চোখে, 'আমরা রোবিকে আবার ফিরিয়ে আনি। তুমি জান, এতে কাজ হবে। আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করি—'

'না!' কঠিন গলায় প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন মিসেস ওয়েস্টন। 'আমি ও কথা শুনতে চাই না। এত সহজে ছেড়ে দেব না আমরা। আমার বাচ্চা একটি রোবটের কাছে বড় হবে না। আমি এক বছর অপেক্ষা করব, ওর ভুলে যাও পর্যন্ত।'

হতাশ মুখে জর্জ আবার খবরের কাগজটা তুলে নিলেন। 'এভাবে একবছর বলতে থাকলে আমার চুল পেকে যাবে।'

'তুমিই পার সাহায্য করতে, জর্জ,' অনুনয়ের সুরে স্বামীকে বললেন মিসেস ওয়েস্টন। 'গ্লোরিয়ার আবহাওয়া পরিবর্তন দরকার। এখানে থাকলে সে রোবিকে ভুলতে পারবে না। প্রতিটি গাছ, পাথর সব কিছুতেই রোবির স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতির কথা আমি আর শুনিনি। একটা রোবটের জন্যে একটি বাচ্চা তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ, আসল কথায় এস। পরিবেশ পরিবর্তনের কি বুদ্ধি করেছ শুনি?'

'আমরা ওকে নিউ-ইয়র্কে নিয়ে যাব।'

'শহর! এই আগস্টে! তুমি কি জান আগস্ট মাসে নিউ-ইয়র্ক কেমন হয়? একেবারে অসহ্য।'

'লাখ লাখ লোক সহ্য করছে।'

'তাদের অন্য কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাই। তারা নিউ-ইয়র্কে থাকতে না চাইলেও বাধ্য হয়েই থাকছে।'

'আমাদের হবে। আমি বলছি আমরা যাব—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করতে হবে। শহরে গেলে অন্য কিছুতে তার উৎসাহের ভাটা পড়বে না, বন্ধু-বান্ধবের অভাব হবে না। একদিন সে ঠিকই মেশিনটাকে ভুলে যাবে।

'ওহ্, গড,' জর্জ বলে উঠলেন, 'ভাজা ভাজা হয়ে যাব সবাই।'

'কিছু করার নেই,' অটল জবাব। 'গত একমাসে গ্লোরিয়ার পাঁচ পাউন্ড ওজন কমেছে। তোমার আরামের চেয়ে আমার মেয়ের স্বাস্থ্য অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।'

'সেটা তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল রোবটটাকে দূরে সরিয়ে দেবার আগে', বিড় বিড় করে বললেন জর্জ—নিজেকে।

শহরে যাবার কথা শুনে গ্লোরিয়ার ভেতর তাৎক্ষণিক কিছু শারীরিক মানসিক উন্নতি দেখা দিল। এমনিতে সে কথা কম বলে, কিন্তু যখন বলে তখন সবাইকে অস্থির করে তুলে। আবার তার মুখে হাসি ফুটল, খাওয়া দাওয়া স্বাভাবিক হয়ে এল।

মিসেস ওয়েস্টন নিজের প্ল্যানের সাফল্য দেখে খুশিতে বাগ বাগ এবং তাঁর অসহযোগী স্বামীর ওপর তার জয় হয়েছে।

'দেখেছ, জর্জ, জিনিসপত্র গোছাতে ও কি সুন্দর সাহায্য করেছে এবং বকবক করে যাচ্ছে যেন সে পৃথিবীর আর কিছুতে মন নেই। আমি বলেছিলাম না, ওর একটা পরিবর্তন দরকার।'

'হু-ম-ম-ম', নিরাসক্ত গলায় বললেন, 'সে রকম হলেই ভালো।'

www.BanglaBook.org

সব প্রস্তুতিই শেষ হল তাড়াতাড়ি। শহরের বাড়িটাকে ঠিকঠাক করালেন এবং এক হাউসকিপার দম্পত্তিকে বাড়িটা দেখাশোনার জন্যে নিয়োগ দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত যাবার দিন ঘনিয়ে এল, গ্লোরিয়ার কিন্তু সেই আগের গ্লোরিয়াই আছে। একবারের জন্যেও রোবির কথা মুখে আনেনি।

একটি ট্যাক্সি-জাইরোতে করে পুরো পরিবার মালামালসহ এয়ারপোর্টে এলেন (ওয়েস্টন নিজের জাইরোতে আসতে পারতেন, কিন্তু তাঁর নিজের জাইরোতে সীট মাত্র দুটো এবং মালপত্র রাখার কোনো জায়গা নেই) এবং অপেক্ষারত প্লাইনারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

'এস, গ্লোরিয়া,' মিসেস ওয়েস্টন বললেন, 'তোমার জন্যে জানালার পাশে সীট রেখেছি যাতে তুমি দৃশ্য দেখতে পার।'

গ্লোরিয়া জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। নাক কাঁচের সাথে চেপে অবাক বিস্ময়ে দেখতে লাগল নিচের খেলনার মতো সব ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট।

'আমরা কি খুব তাড়াতাড়ি শহরে পৌঁছে যাব, মা?' গ্লোরিয়া জিজ্ঞেস করল জানালার কাঁচে নাক ঘসতে ঘসতে। এয়ার লাইনার তখন একটা মেঘের ভেতর ঢুকে গেল তারপর একসময় মেঘটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'আর আধাঘণ্টা।' তারপরের কথায় আশঙ্কা মেশান ছিল মনে হয়। 'তোমার কি ভালো লাগছে না, আমরা শহরে যাচ্ছি? সেখানে বড় বড় ঘর-বাড়ি এবং মানুষজন এবং জিনিসপত্র দেখে তোমার ভালো লাগবে। আমরা প্রতিদিনই ভিসিভক্সে যাব, সার্কাসে যাব এবং বীচে বেড়াতে যাব এবং—'

'হ্যাঁ, মা,' হঠাৎ গ্লোরিয়া বলল। এয়ার লাইনার তখন মেঘের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বাইরের মেঘের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণপর যখন নীলাকাশ দেখা দিল তখন গ্লোরিয়া মার দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমি জানি, আমরা কেন শহরে যাচ্ছি, মা।'

'তুমি জান?' মিসেস ওয়েস্টন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'কেন, বল তো?'

'তোমরা আমাকে অবাক করে দেবে বলে আমাকে কিছু জানাওনি, কিন্তু আমি জানি,' একমুহূর্তের জন্য সে থেমে গেল নিজের কথা শুনে, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আমরা নিউ-ইয়র্ক শহরে যাচ্ছি রোবিকে খুঁজে বের করতে, তাই না?—সঙ্গে থাকবে ডিটেকটিভেরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্লাসে করে পানি খাচ্ছিলেন মি. ওয়েস্টন, তখনই মেয়ের এই সরল বিশ্বাসের কথাটা শুনতে পেলেন। বীষম খেলেন তিনি। হাতের গ্লাস থেকে পানি চলকে পড়ে জামা ভিজিয়ে দিল। কোনো রকমে কাশির দমক সামলে স্থির হলেন তিনি। যখন তিনি সামলে নিলেন সব, তখন উঠে দাঁড়ালেন, মুখ টকটকে লাল, ভেতরে ভেতরে অসহায় তীব্র ক্রোধ তাঁকে যেন অস্থির করে তুলল।

মিসেস ওয়েস্টন নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছেন, কিন্তু গ্লোরিয়া যখন কৌতুহলী হয়ে বার বার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছিল তখন দেখলেন তাঁর ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে।

'হয়তো,' দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, 'এখন দয়া করে চুপ করে বস।'

১৯৯৮ এ.ডি. নিউ-ইয়র্ক শহর ভ্রমণকারীদের স্বর্গ। গত কয়েক বছর রেকর্ড ভঙ্গ করে শহরে ভ্রমণকারীরা এসেছে। গ্লোরিয়ার বাবা-মা সেটা বুঝতে পেরেছেন এবং শহরের আনন্দ স্রোতে ভেসে গেলেন।

স্ত্রীর আদেশমতো জর্জ ওয়েস্টন সব ব্যবস্থা করলেন। একমাস ধরে সব কিছু দেখে বেড়ালেন তাঁরা। পানির মতো টাকা খরচ হচ্ছে। তারপরেও গ্লোরিয়ার ভালো লাগলে তাদের সব পাওয়া হবে। একমাস পরে দেখা গেল, এমন কোনো জায়গা বা কিছু করা হয়নি যা ছিল বাকি।

গ্লোরিয়াকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আধা মাইল লম্বা রুজভেল্ট বিল্ডিং-এর ছাদে, সেখান থেকে লং আইল্যান্ড এবং নিউ জার্সির সমতলভূমি দেখল। চিড়িয়াখানায় গিয়েছে, যেখানে গ্লোরিয়া 'জীবন্ত সিংহ' দেখে (হতাশা হল সিংহকে একটা মাংসের টুকরো খেতে দেওয়াতে, সে ভেবেছিল টুকরো মাংসের বদলে একটা মানুষ খেতে দেওয়া হয়), এবং পানিতে তিমি মাছ দেখেছে।

বেশ কয়েকটা যাদুঘরে তারা গিয়েছে। যাবার পথে পার্ক, বীচ এবং এক্যুরিয়াম দেখেছে মন ভরে।

গ্লোরিয়া হাডসন নদীতে স্টীমারে করে ঘুরে বেরিয়েছে। এরপর গ্লোরিয়া রকেটে চড়ে স্ট্রাটোসফীয়ারে ঘুরে এসেছে। সেখানে আকাশ বেগুনী রং-এর হয়ে আছে, তারা ফুটে আছে, এবং পৃথিবীকে সেখান

www.BanglaBook.org

থেকে কুয়াশায় ঘেরা একটা গোলাকার থালার মতো মনে হচ্ছে। লং আইল্যান্ডের পানির নিচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্লাসের দেওয়ালওয়ালা সাব সী গাড়িতে করে, সেখানে দেখেছে ঢেউ খেলান সবুজের রাজ্য।

গ্লোরিয়ার মা মিসেস ওয়েস্টন তাকে নিয়ে গেলেন একটি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যেখানে গ্লোরিয়া অন্যরকম মজা পাবে।

মাস যখন দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল তখন গ্লোরিয়ার বাবা-মা একমত হলেন যে গ্লোরিয়ার মন থেকে রোবির স্মৃতি মুছে দিতে পেরেছেন—কিন্তু তারপরেও তাঁরা নিশ্চিত নয়।

আসলে দেখা গেছে গ্লোরিয়া যেখানে গিয়েছে সেখানেই একটা না একটা রোবট আছে। রোবটের প্রতি গ্লোরিয়ার উৎসাহ বরাবরই বেশি। ঘরের কোনে যদি কোনো ধাতব বস্তুর নড়াচড়া তার চোখে পড়েছে তাহলে আগ্রহ নিয়ে সে সেটা দেখবেই।

মিসেস ওয়েস্টন গ্লোরিয়াকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন যাতে তার চোখে রোবট না পড়ে।

সায়েন্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিউজিয়ামে নাটকের শেষ দৃশ্যটা দেখা গেল। তখন যাদুঘরে ছিল বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী। স্বাভাবিকভাবেই ওয়েস্টনরা সেই অনুষ্ঠানে হাজির হলেন।

গ্লোরিয়ার বাবা-মা মুগ্ধ বিস্ময়ে শক্তিশালী ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেট-এর কাণ্ড-কারখানা দেখছিলেন। কিন্তু হঠাৎ মিসেস ওয়েস্টনের মনে হল গ্লোরিয়া তাদের সঙ্গে নেই। আচমকা ধাক্কা সামলে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন।

গ্লোরিয়া অবশ্য হারিয়ে যায়নি। বয়স অনুযায়ী সে একেবারে বোকা মেয়ে নয়। বিশেষ করে বয়সের তুলনায় ও যথেষ্ট পরিণত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চারতলায় যাবার পথে একটা সাইন বোর্ড তার চোখে পড়েছিল, তাতে লেখা ছিল "কথা বলা রোবট এই পথে"। সেখানে কি আছে সেটা মনে মনে আন্দাজ করে, গ্লোরিয়া জানত তার বাবা-মা তাকে সেখানে নিয়ে যাবে না। সে তার বাবা-মার অন্যমনস্কতার ফাঁকে প্রথম সুযোগেই সেখানে রওনা দিল।

আসলে কথা বলা রোবট কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ মানের যন্ত্রপুতুল। মানুষ যখন প্রশ্ন করছে তখন রোবট ইঞ্জিনিয়ার উত্তর দিচ্ছে ফিস ফিস করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোবট ইঞ্জিনিয়ার যেসব প্রশ্ন রোবট সার্কিটের জন্য সঠিক মনে করছে তখন সেটা কথা বলা রোবটের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

ব্যাপারটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। এটা ঠিক যে চৌদ্দ-এর বর্গ একশো ছিয়ানব্বই, এখন তাপমাত্রা ৭২ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং বাতাসের চাপ মার্কারিত ৩০.০২ ইঞ্চি। তাই রোবটের সামনে তেমন কোনো ভীড় নেই। তাদের দরকার নেই পঁচিশ বর্গগজের ভেতর নট নড়ন-চড়ন কিছু তার এবং কয়েলের।

কিছু কিছু মানুষ দেখেই ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু একজন তরুণী একটি ব্যাঞ্চে চুপ করে বসেছিল। ঠিক সেই সময় গ্লোরিয়া সেখানে ঢুকল।

গ্লোরিয়া তার দিকে তাকাল না। সেই ঘরে তখন তার আর কোনো মানুষের প্রয়োজন নেই। তার মনোযোগ তখন চাকায় ভর দেওয়া বিশাল বস্তুটির দিকে। অল্পক্ষণের জন্য সে ইতস্তত করল। ওর দেখা কোনো রোবটের সাথে এর মিল নেই।

সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে সতর্কতার সাথে কাঁপা কাঁপা গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'রোবট স্যার, আপনি কি সত্যি সত্যি কথা বলা রোবট ?'

(তরুণী গ্লোরিয়ার দিকে ঘুরে তাকাল। সে একটা ছোট নোটবুক বের করে লিখতে শুরু করল।)

একটা সুরহীন, প্রাণহীন তৈলাক্ত শব্দ আচমকা বেরিয়ে এল, 'আমি-হচ্ছি-কথা-বলা-রোবট।'

গ্লোরিয়া অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এই রোবট কথা বলে কিন্তু শব্দগুলো আসছে শরীরের কোনো একটি অংশ থেকে। রোবটের কোনো মুখ নেই কথা বলার। গ্লোরিয়া বলল, 'আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন, রোবট স্যার?'

কথা বলা রোবট তৈরিই হয়েছিল নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, অগ্রপ্রশ্চাৎ বিবেচনা করার ক্ষমতা তার নেই। তাই উত্তর এল, 'আমি-তোমাকে-সাহায্য-করতে-পারি।'

'ধন্যবাদ রোবট স্যার। আপনি কি রোবিকে দেখেছেন ?'

'রোবি-কে ?'

'সে একটা রোবট, স্যার।' গ্লোরিয়া হাত উঁচু করে দেখিয়ে বলল, 'রোবি অনেক লম্বা, মিস্টার রোবট স্যার। উঁচু এবং ভীষণ ভালো। তার একটা মাথা আছে। আপনার যেমন নেই, তার আছে, রোবট স্যার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলা রোবট বিস্মিত হয়ে বলল, 'একটি-রোবট ?'

'হ্যাঁ রোবট স্যার। একটি ঠিক আপনার মতো, কিন্তু কথা বলতে পারে না, আর দেখতেও একদম মানুষের মতো।'

'আমার-মতো-একটা-রোবট ?'

'হ্যাঁ, রোবট স্যার।'

এই প্রশ্নের উত্তর এই রোবটের কাছে ছিল না। তাই কথা বলা রোবট কিছু অসংলগ্ন উত্তেজক শব্দ করে কিছুক্ষণের মধ্যে ধাতব দেহের ভেতর সব কিছুতে আগুন জ্বলে গেল। ছোট একটা সতর্ক ঘণ্টা বেজে উঠল।

(তরুণী ইতোমধ্যে ওখান থেকে চলে গেছে। তার পদার্থ বিদ্যার প্রথম পেপারের "প্র্যাকটিকেল এস্পেক্ট অব রোবটিক্স"-এর প্রচুর তথ্য নিতে পেরেছে। এই পেপারটা হল সুজান ক্যালভিনের প্রথম পেপার।)

নিজের অসহিষ্ণুতা উপেক্ষা করে গ্লোরিয়া অপেক্ষা করছিল উত্তরের জন্য। কিন্তু হঠাৎ পেছনে তার মার চিৎকার শুনতে পেল, 'ওই যে'।

'এখানে কি করছ তুমি, দুষ্ট মেয়ে?' আশঙ্কা এবার ক্রোধে পরিণত হয়। 'তুমি কি জান তোমার চিন্তায় আমরা প্রায় মারা যাচ্ছিলাম। কেন একলা চলে এসেছ ?'

রোবট ইঞ্জিনিয়ার মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের ভেতর কে আজগুবি প্রশ্ন করে এই রোবটকে উত্তেজিত করেছে। 'আপনারা কেউ কি সাইন বোর্ড পড়েননি ?' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। 'সহকারী না নিয়ে কেউ এখানে আসতে পারবে না।'

গ্লোরিয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আমি কথা বলা রোবট দেখতে এসেছিলাম, মা। আমি ভেবেছিলাম ও রোবির খবর দিতে পারবে কোথায় সে আছে, কারণ সে নিজেও একটি রোবট।' রোবির কথায় গ্লোরিয়ার দুচোখ পানিতে ভরে গেল। তারপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এবং বলল, 'মা, রোবিকে খুঁজে বার করতেই হবে। রোবিকে আমার চাই।'

মিসেস ওয়েস্টনের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তীব্র গলায় তিনি বললেন, 'ওহ্ গড। জর্জ চল বাড়ি ফিরে যাই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

www.BanglaBook.org

ওইদিন সন্ধ্যায় জর্জ ওয়েস্টন কয়েক ঘণ্টার জন্য কোথায় যেন গেলেন। পরদিন সকালে জর্জ তাঁর স্ত্রীকে কিছু বলবেন বলে আড়ালে নিয়ে এলেন।

'গ্রেস, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

'কি আইডিয়া?' বাঁকা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন। যেন আগ্রহ নেই।

'গ্লোরিয়ার বিষয়।'

'তুমি নিশ্চয়ই ওই রোবটটা আবার বাড়িতে আনার কথা বলছ না?'

'না, মোটেই না।'

'তাহলে বল। আমি তোমার কথা শুনব। ভালো কিছুর জন্য আমি সব করব।'

'ঠিক আছে। আমি যা ভাবছি তা হল, গ্লোরিয়ার সমস্যাটা হল রোবিকে সে আসলে রোবট বলে ভাবতে পারছে না,ও ভাবছে রোবি একজন মানুষ। স্বাভাবিকভাবে সে তাকে ভুলতে পারছে না। আমরা যদি এ কথা বোঝাতে পারি যে রোবি একটা লোহা, তামার জড় পদার্থ মাত্র, তার প্রাণ হচ্ছে বৈদ্যুতিক তারগুলো, তাহলে ওর মোহটা কেটে যাবে। এতে তার মনে একটা ধাক্কা লাগবে এবং তার ফলে রোবির প্রতি ওর আকর্ষণ চলে যাবে।'

'কিন্তু কিভাবে তা করবে?'

'সোজা ব্যাপার। কাল রাতে আমি কোথায় গিয়েছিলাম, জান? আমি ইউ. এস. রোবটস এন্ড মেকানিক্যাল ম্যান করপোরেশনের মিস্টার রবার্টসনকে অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম, ওদের কারখানায় আমাদের আগামীকালকে একবার ঘুরতে দেওয়ার জন্য। আমরা তিনজনই যাব এবং গ্লোরিয়া সেখানে সব দেখে বুঝতে পারবে রোবটটা জীবিত কোনো প্রাণী নয়।'

মিসেস ওয়েস্টনের চোখ দুটো গোল গোল হল একবার এবং চোখের তারা জ্বল জ্বল করে উঠল স্বামীর প্রস্তাবে। 'সত্যি চমৎকার বুদ্ধি করেছ।'

জর্জ ওয়েস্টন কোর্টের বোতামে হাত বোলাতে বোলাতে লাগলেন। 'এছাড়া আর কোনো পথ আমার জানা নেই,' তিনি বললেন।

মি. স্ট্রুথার কারখানার জেনারেল ম্যানেজার এবং একজন বাচাল প্রকৃতির মানুষ। তিনি রোবট তৈরির প্রতিটি ধাপ যথাসম্ভব সরল ও সহজভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুঝিয়ে বলছিলেন। তারপরেও মিসেস ওয়েস্টন বিরক্ত হচ্ছিলেন না। বরং তিনি বারবার অনুরোধ করছিলেন যেন সহজ করে সবকিছু বুঝিয়ে বলেন যাতে গ্লোরিয়া সব পরিষ্কারভাবে বোঝে। উৎসাহ পেয়ে মি. স্ট্রথার আরো দ্বিগুণ মাত্রায় বলে যেতে লাগলেন।

জর্জ ওয়েস্টনের শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রইল না।

'মাফ করবেন, মিস্টার স্ট্রথার,' ফটো সেল নিয়ে কথা বলার মাঝখানে তিনি বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের এখানে এমন কোনো বিভাগ নেই, যেখানে শুধু রোবটরা কাজ করে?'

'ওহ্, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশ্যই আছে!' মিসেস ওয়েস্টনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'এটা একটা ভিশিয়াস সার্কেল, রোবটেরা রোবট তৈরি করছে। অবশ্য এটা আমাদের উৎপাদনের সাধারণ নীতি নয়। শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আমাদের এটা করতে দেবে না। তারপরেও আমরা পরীক্ষা করার জন্যে কিছু রোবট দিয়ে এ কাজ করাচ্ছি,' চশমাটা ধাক্কা দিয়ে জায়গা মতো বসালেন তিনি। 'সাধারণত শ্রমিক আন্দলনের প্রতি মানুষের দুর্বলতা থাকে বেশি-যদিও রোবটদের কাছ থেকে সুবিধাটা বেশি পায়।'

'মিস্টার স্ট্রথার,' ওয়েস্টন বললেন, 'আমরা সেই সেকশনটা কি একবার দেখতে পারি? বেশ আগ্রহ বোধ করছি ওটা নিয়ে।'

'অবশ্যই, অবশ্যই!' মি. স্ট্রথার পরনের কোর্টটা ঠিক করতে করতে একটু হালকা কাশি দিয়ে বলল, 'আসুন, আমার সাথে।'

লম্বা একটা করিডর দিয়ে তারা এসে পৌঁছুলেন সিঁড়ির মাথায়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হল। তারপর তারা এসে পড়লেন উজ্জ্বল আলোকিত একটি বিশাল কক্ষে যেখানে ধাতব শব্দ হচ্ছিল। এই সারাটা পথ মি. স্ট্রথার বিশেষ কোনো কথা বললেন না।

'এই হল আমাদের সেই কক্ষ,' গর্বিত গলায় তিনি বললেন। 'শুধু রোবট! পাঁচজন মাত্র মানুষ ওভারশিয়ার হিসেবে কাজ করেন। এই সেকশনে, অবশ্য তারা এখানে নেই। পাঁচ বছর হল এই বিভাগ শুরু হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। অবশ্য রোবট তৈরি করাটা খুব সহজ, কিন্তু...'

জেনারেল ম্যানেজার কথা বলে যাচ্ছিলেন কিন্তু গ্লোরিয়ার কান নিয়ে কিছুই ঢুকছিল না, ফ্যাক্টরির পুরো সফরটাই তার কাছে বাজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাগছিল। যদিও অনেক রোবট একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল। একটাও রোবির মতো নয়। তারপরেও সে তাদের ভালো করে দেখছিল।

ঘরের ভেতর কোনো লোক ছিল না, গ্লোরিয়া এটা লক্ষ্য করে দেখল। তারপর তার চোখে পড়ল ছয় সাতটা রোবট একটা গোল টেবিলে কাজ করছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না গ্লোরিয়া। ঘরটা ছিল বিশাল। ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না, কিন্তু একটা রোবট তার মতো—তার মতোনই—হ্যাঁ ওটাই!

'রোবি!' তার তীক্ষ্ণ তীব্র ডাক দেয়ালে দেয়ালে আঘাত করে ফিরে এল। শব্দ করে যন্ত্র পড়ে গেল মাটিতে একটা রোবটের হাত থেকে। আনন্দে গ্লোরিয়ার মাথা খারাপ হয়ে গেল। বাবা, মা হাত বাড়াবার আগেই গ্লোরিয়া রেলিং টপকে ছুটল রোবির দিকে। দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল সে।

তিনজন আতঙ্কিত মানুষ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মি. স্ট্রথার দেখলেন একটা প্রকাণ্ড ট্রাক্টর গ্লোরিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে।

এক সেকেন্ড লাগল ওয়েস্টনের সেন্স ফিরে পেতে, এক সেকেন্ড মানে এখানে অনেক সময়, তিনি বুঝতে পারলেন গ্লোরিয়াকে ওটা ধাক্কা মারবে। তারপরেও ওয়েস্টন রেলিং টপকে দৌড় দিলেন, যদিও অনেক দেরী হয়ে গেছে। মি. স্ট্রথার পাগলের মতো চিৎকার করে ট্রাক্টরটা থামবার আদেশ দিচ্ছিলেন ওভারশিয়ারদের কিন্তু ওভারশিয়াররা তো মানুষ, তাদের বুঝতে সময় নেবে। তারপর কাজ করবে।

রোবি যা করার করল।

ধাতব পায়ের ঝড় তুলে তার এবং ছোট্ট বন্ধুর মধ্যে জায়গাটা পার হতে বিপরীত দিক থেকে একটা ঝাঁপ দিল। এক পলকে যেন অনেক কিছু ঘটে গেল। হাতের এক ঝটকায় রোবি গ্লোরিয়াকে সরিয়ে আনল নিজের গতি না কমিয়ে। এই আচমকা টানে গ্লোরিয়ার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। ওয়েস্টন সব দেখছিলেন, এছাড়া তার কিছু করার ছিল না। হতচকিত ওয়েস্টনের গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল রোবি, তারপর দাঁড়াল। গ্লোরিয়া সরে আসার পর মাত্র আধা সেকেন্ড পর গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল ট্রাক্টরটি। রোবি দশ ফিট সরে গিয়ে দাঁড়াল।

www.BanglaBook.org

গ্লোরিয়ার মুখের রং ফিরে আসল ধীরে ধীরে। রোবিকে বার বার জড়িয়ে ধরছিল সে। সে যেন তার বাবা-মার সবার কৃতজ্ঞতা একসঙ্গে জানাতে চাইছিল। এসব ঘটনা তার কাছে কোনো মূল্য নেই, তার কাছে একমাত্র ঘটনা হল তার বন্ধুকে ফিরে পাওয়া।

মিসেস ওয়েস্টনের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। তাঁর মুখে নিশ্চিন্ততা থেকে গভীর সন্দেহে রূপ নিল। প্রাণপন চেষ্টায় রাগ চেপে রেখে স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা তোমার ষড়যন্ত্র, তাই না?'

জর্জ ওয়েস্টন রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছছিলেন। তার হাত দুটো কাঁপছিল। জোর করে দুর্বল হাসি হাসলেন তিনি।

মিসেস ওয়েস্টন জোর দিয়ে বললেন, 'রোবি কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং বা কন্সট্রাকশন কাজের জন্য তৈরি নয়। ও এ কাজ করতে পারে না। তুমি ওকে এখানে এনে রেখেছ যাতে গ্লোরিয়া ওকে খুঁজে পায়। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ, আমি করেছি,' ওয়েস্টন বললেন। 'কিন্তু গ্রেস, কিভাবে বলব যে এরকম ভয়ঙ্করভাবে দুজনের আবার দেখা হবে। রোবি গ্লোরিয়াকে বাঁচিয়েছে, এটা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তাই তুমি রোবিকে আবার সরিয়ে দিতে পারবে না।'

গ্রেস ওয়েস্টন মেনে নিলেন। তিনি গ্লোরিয়া এবং রোবির দিকে অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে তাকালেন এক মুহূর্তের জন্য। গ্লোরিয়া রোবিকে এত জোরে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে যে মানুষ হলে দম আটকে মারা যেত। আর গলা জড়িয়ে ধরে হাসি কান্না মিলিয়ে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিল। রোবির ক্রোম-স্টিলের হাত (এই হাত দিয়ে দুই ইঞ্চি পুরু লোহার রড অনায়াসে বাঁকিয়ে ফেলতে পারে) দিয়ে গভীর ভালোবাসায় নরম করে গ্লোরিয়াকে আদর করছিল এবং তার চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠছিল।

'বেশ,' শেষ পর্যন্ত মিসেস ওয়েস্টন বললেন, 'যতদিন না মরচে ধরে ওর গায়ে ততদিন থাক ও আমাদের সাথে।'

অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেল-ফায়ার

প্রথম রাতের দর্শক হিসেবে ওঁরা বেশ উত্তেজনা বোধ করছেন। দর্শকসারিতে অল্প ক'জন বিজ্ঞানী উপস্থিত। এছাড়া আছেন কংগ্রেস সদস্য এবং জনাকয়েক সাংবাদিক।

কনটিনেন্টাল প্রেসের ওয়াশিংটন ব্যুরোর আলভিন হর্নার বসেছে লস আলামোসের জোসেফ ভিনসেনজোর পাশে। বলল, 'এবার আমাদের কাছে শিক্ষণীর কিছু বিষয় আসছে।'

বাইফোকালের আড়াল দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ভিনসেনজো। বলল, 'তবে খুব গুরুত্ব কিছু নয়।'

ভুরু কোঁচকাল হর্নার। আণবিক বিস্ফোরণের প্রথম সুপার স্লো-মোশন ফিল্ম প্রদর্শিত হবে আজ। বিস্ফোরণের মুহূর্তটি ভাগ করা হবে কোটি সেকেন্ডের স্ন্যাপের মাধ্যমে। গতকাল একটি এ-বোম বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণটা কিভাবে হয়েছে তারই অবিশ্বাস্য বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে ওই স্ন্যাপগুলোয়। হর্নার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ধারণা এটা কাজ করবে না?' ভিনসেনজো গা মোচড়াল। 'কাজ করবে। পাইলট টেস্ট করে দেখেছি আমরা। তবে আসল ব্যাপার হল—'

'কি?'

'আসল ব্যাপার হল এই বোমাগুলো মানুষের মৃত্যুর নির্দেশ। আর এ ব্যাপারটাই আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না।' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা জাঁকাল ভিনসেনজো। 'ওদেরকে লক্ষ করো। ওরা উত্তেজিত এবং রোমঞ্চিত। কিন্তু ভীত নয়।'

সাংবাদিক বলল, 'বিজ্ঞানের কথা ওরা জানে। ওরা ভয়ও পাচ্ছে।'

'তেমন একটা নয়,' বলল বিজ্ঞানী। 'আমি দেখেছি মানুষ একটি দ্বীপের ওপর এইচ-বোম বিস্ফোরিত হতে দেখল। ওটা ধুলোয় মিশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। কিন্তু দর্শকদের তেমন প্রতিক্রিয়া হল না। তারা বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আজকালকার মানুষ এরকমই। হাজার হাজার বছর ধরে হেল-ফায়ার বা নরকের আগুন সম্পর্কে তাদেরকে বলা হচ্ছে। অথচ তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না।'

'হেল-ফায়ার, আপনি কি ধার্মিক, স্যার?'

'গতকাল যা দেখেছ ওটা ছিল হেল-ফায়ার। আণবিক বোমার বিস্ফোরণ এক অর্থে নরকের আগুনই।'

যা শোনার শোনা হয়ে গেছে হর্নারের। সিধে হল সে, অন্য একটি আসনে গিয়ে বসল। দর্শকদের দিকে তাকাল অস্বস্তি নিয়ে। কেউ ভয় পাচ্ছে না? নরকের আগুন নিয়ে কারো দুশ্চিন্তা হচ্ছে না? দেখে তো মনে হচ্ছে তাই।

নিভে গেল বাতি, চালু হল প্রজেক্টর। পর্দায় ফায়ারিং টাওয়ার কঠোর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নড়েচড়ে বসল দর্শক।

টাওয়ারের মাথায় আলোর একটি ফুলকি দেখা গেল প্রথমে, ভীষণ উজ্জ্বল, চোখ ধাঁধানো। ওটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। আলোটা কখনো ছায়ায় পরিণত হল, গোল একটা আকৃতি পেতে চলেছে।

এক লোক চিৎকার করে উঠল, তার দেখাদেখি অন্যেরাও। কর্কশ গলায় গুঞ্জন উঠল। তারপর আবার সব চুপচাপ। ভয় টের পেল হর্নার, মুখ শুকিয়ে আসছে ওর, রক্ত যেন জমাট বাঁধছে।

গোলাকার অগ্নিপিণ্ডটি আকারে বড় হল, এক মুহূর্তের জন্যে স্থির হল। বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত।

এই স্থির মুহূর্তের মধ্যে ওটাকে দেখা গেল—অগ্নিপিণ্ডের মধ্যে গাঢ় রঙের দুটি ফুটকি, আসলে ওগুলো এক জোড়া চোখ, চোখের ওপর কালো দাগ—ভুরু। তারপর ভি আকৃতির হেয়ার লাইন পরিষ্কার হয়ে উঠল, একটা মুখ। ভয়ানক বিকৃত একটা চেহারা। তার মাথায় এক জোড়া শিং। নরকের আগুনের মধ্যে খকখক করে হেসে উঠল নরকের অধিপতি স্বয়ং শয়তান। তারপর বিস্ফোরিত হল বিশাল অগ্নিপিণ্ডটি।

অনুবাদ : জামশেদুর রহমান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাউ ইট হ্যাপেন্ড

আমার ভাই তার সেরা বক্তৃতাসুলভ চঙে আমাকে ডিকটেট করতে শুরু করল।

'শুরুতে,' বলল সে, 'ঠিক পনেরো দশমিক দুই বিলিয়ন বছর আগে বিগ ব্যাঙের সৃষ্টি হল এবং ব্রহ্মান্ড—'

লেখা থামিয়ে দিলাম আমি, 'পনেরো বিলিয়ন বছর আগে ?' আমার কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'অবশ্যই,' বলল সে। 'আমি অনুপ্রাণিত।'

'তোমার অনুপ্রেরণার কথা এখানে আসছে না,' বললাম আমি।

'আমার ভাই আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। তবে ওকে অনুপ্রেরণার প্রশ্ন তুলি না কখনো। কেউই এ কাজ করে না।'

'কিন্তু তুমি কি পনেরো বিলিয়ন বছরে কি করে সৃষ্টি হল সে গল্প বলতে চাইছ ?'

'ঠিক তাই,' বলল আমার ভাই। 'এখানে সব কিছু টোকা আছে,' কপালে টোকা দিল সে। 'সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে।'

এবার কলম রেখে দিলাম আমি, 'প্যাপিরাসের দাম জানা আছে তোমার ?' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

'কি ?' প্রশ্নটা যেন বুঝতে পারল না আমার ভাই। আমি বললাম, 'ধরো প্রতি রোল প্যাপিরাসে এক মিলিয়ন বছরের ঘটনা বর্ণনা করলে। তার মানে তোমাকে পনেরো হাজার রোল কাগজ ভরাতে হবে। এই পরিমাণ কাগজ ভরাতে তোমাকে প্রচুর কথা বলতে হবে। আর তুমি জান খানিক পরেই তুমি তোতলাতে শুরু করবে। আমাকেও প্রচুর লিখতে হবে। আর আমার আঙুলগুলোও অসাড় হয়ে পড়বে। আর যদি পুরো কাগজ আমরা ভরাইও অর্থাৎ তুমি বললে এবং আমি লিখলামও।

www.BanglaBook.org

কিন্তু ওগুলো নকল করবে কে ? আর এ লেখা প্রকাশ করার আগে অন্ততঃ একশো কপির জন্যে গ্যারান্টি লাগবে। আর গ্যারান্টি ছাড়া রয়ালিটিই বা পাব কোত্থেকে ?'

এক মুহূর্ত ভাবল আমার ভাই। তারপর বলল, 'আমাকে সংক্ষেপে বলতে বলছ ?'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'যদি জনসাধারণের কাছে পৌঁছুতে চাও।'

'একশো বছর হলে কেমন হয় ?' বলল সে।

'ছয় দিন যদি হয় ?' বললাম আমি।

আঁতকে উঠল সে। 'ছয় দিনে সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত করতে যেয়ো না।'

আমি বললাম, 'আমার কাছে ছয় দিন চলার মতো প্যাপিরাস আছে। এখন তুমি কি বল ?'

'ঠিক আছে,' বলল সে, আবার ডিকটেট শুরু করল।

'শুরুতে—ছয়দিনের কথা বলব, অ্যারন ?'

দৃঢ় গলায় জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, ছয়দিন, মোজেস।'

অনুবাদ : জামশেদুর রহমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

দ্য লাস্ট অ্যানসার

মুরে টেম্পলটনের পঁয়তাল্লিশ চলছে, জীবনের উৎকৃষ্ট সময় অতিবাহিত করছে সে। করোনারী আর্টারিতে সামান্য সমস্যা ছাড়া তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত চমৎকার।

একদিন হঠাৎই তীব্র ব্যথা উঠল শরীরে। ধা ধা করে চূড়ান্তে উঠে গেল ব্যথাটা। তারপর আবার আস্তে আস্তে কমেও এল। মুরে টের পেল তার শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয়ে আসছে, অদ্ভুত একটা শান্তি ধারায় সিক্ত হচ্ছে সে।

তীব্র যন্ত্রণার পরে ব্যথাটা হঠাৎ চলে যাবার মতো আরাম আর কিছুতে নেই। মুরের মনে হল তার শরীরটা খুব হালকা হয়ে গেছে, বাতাসে ভাসছে সে।

চোখ মেলে চাইল মুরে। দেখল ঘরের লোকজনের মধ্যে তখনো কেমন অস্থিরতা। ব্যথাটা ঘাই মারার পরপর তাকে ল্যাবে নিয়ে আসা হয়েছে। ব্যথায় জ্ঞান হারানর আগে আশপাশের লোকজনকে সে হাহাকার করে উঠতে শুনতে।

এখন ব্যথাটা চলে গেছে, লোকজনকে এখনো উদ্বিগ্ন এবং অস্থির লাগছে কেন? সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

ব্যাপারটা হঠাৎই বুঝতে পারল মুরে। নিচে তাকাতেই। সে নিচে পড়েছিল হাত পা ছড়িয়ে, মুখচোখ বিকৃত করে। আর ওপরে সে ভাসছে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মাঝখানে। তার মানে মরে গেছি আমি! বিস্মিত হয়ে ভাবল মুরে। মরে গেলে নিশ্চয়ই কোনো দেবদূত আসবে আমাকে নিয়ে যেতে।

পৃথিবীর চেহারা ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। অন্ধকারের একটা পর্দা মুরের সচেতনতাকে ঘিরে ফেলছে, দূরে কোথাও একটা আলোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রশ্মির ঝিলিক দেখা গেল। ঝিলিক নয়, আলো দিয়ে তৈরি একটি মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব। তার গা থেকে আলো ছিটকে বেরুচ্ছে, সেই সাথে উষ্ণতাও।

মুরে ভাবল এটা নিশ্চয়ই একটা ঠাট্টা। আমি কি স্বর্গে চলেছি?

ও কথাটা ভাবা মাত্র আলোর রশ্মির তীব্রতা কমে এল, তবে উষ্ণতাটুকু রইল। ভেসে এল একটা কণ্ঠ।

কণ্ঠটি বলল, 'আমি এ কাজটা বহুবার করেছি। সাফল্যে এখনো আনন্দিত হবার ক্ষমতা আমার আছে।'

মুরে জবাবে কিছু বলতে চাইল। কিন্তু ওর মুখ জিভ বা ভোকাল কর্ড আছে কি না মনে করতে পারল না। তবু শব্দ করতে চাইল ও।

বেরিয়ে এল শব্দ। নিজের কণ্ঠই, চেনা যায়। পরিষ্কার।

মুরে জানতে চাইল, 'এটা কি স্বর্গ?'

কণ্ঠটি জবাব দিল, 'জায়গা বলতে তুমি যা বোঝো এটা তা নয়।'

বিব্রত বোধ করল মুরে, কিন্তু পরের প্রশ্নটা করে বসল ও। 'ক্ষমা করবেন। কথাটা পাগলের মতো শোনালেও জানতে চাইছি—আপনি কি ঈশ্বর?'

অবাক শোনাল কণ্ঠ, 'ব্যাপারটা অদ্ভুতই বলতে হবে যে এই প্রশ্নটাই সবাই আমাকে করে বিভিন্নভাবে। আমি জবাবে এমন কিছু বলব না যা তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না। তুমি আমাকে যা খুশি ভেবে নিতে পার।'

মুরে বলল, 'আমি কে? আত্মা? নাকি কেবল মূর্ত কোনো অস্তিত্ব?' বিদ্রুপাত্মক শোনাল তার গলা।

কণ্ঠটি বলল, 'ইচ্ছে হলে নিজেকে আত্মা ভাবতে পার তুমি। তবে তুমি আসলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সের একটি বন্ধন। তবে তোমার চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, তোমার স্মৃতিশক্তি রয়েছে, আছে ব্যক্তিত্ব। তুমি যে তুমি এটা তুমি বুঝতে পারছ।'

মুরে বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন আমার মস্তিষ্কের নির্যাস স্থায়ী?'

'না। তা নয়। আমি যতক্ষণ ইচ্ছা না করি ততক্ষণ কোনো কিছুই তোমার স্থায়ী নয়। আমিই বন্ধন তৈরি করি। তোমার শারীরিক অস্তিত্বে যখন ছিল সে সময় আমি ওটা গঠন করে দিয়েছি। তবে এ কাজটা আমি খুব কমই করি। তোমাকে নির্বাচন করেছি তোমার যোগ্যতা দেখে।'

www.BanglaBook.org

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল মুরে, 'নির্বাচনটা কি আপনি নিজেই করেন নাকি আপনার মতো আরো কেউ আছে ?'

কণ্ঠটি বলল, 'আছে কি নেই তা জানার প্রয়োজন তোমার নেই। এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড আমার। আর আমি একা। এটা আমার সৃষ্টি, আমার গঠন, তৈরি হয়েছে শুধু আমার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে।'

'আপনি তো এরকম অনেককে তৈরি করেছেন। তা হলে আমার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন কেন ? আমি কি খুব জরুরি কিছু ?'

কণ্ঠ বলল, 'তুমি জরুরি কিছু নও। অন্যদের মতো তোমার সাথেও একই রকম আচরণ করা হচ্ছে।'

'আপনি কি অদ্বিতীয় ?'

কণ্ঠটি একটু থেমে গেল। তারপর বলল, 'তুমি আমাকে আত্মবিরোধীতার ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছ।'

'আপনি কি সব জানেন ?'

কণ্ঠটি বলল, 'সব জানলেও আমি বলতে পারতাম না সব জানি।'

মুরে বলল, 'আপনার জবাব প্রাচ্যদেশীয় দর্শনের মতো—এই দর্শনের অনেক কিছুর মানে বড়ই দুর্বোধ্য।'

কণ্ঠটি বলল, 'তুমি আমার আত্মবিরাধীতার জবাব দিচ্ছ আত্মবিরোধীতার সাহায্যে। আমি নিঃসীমে অবস্থান করছি। তাতে কি বোঝা গেল ? এর মানে হল অস্তিত্বের মাঝে অবস্থানের কথা আমার মনে পড়ছে না। মনে পড়লে অসীমের মাঝে থাকা সম্ভব হত না। আমি অনন্ত কি জানি। তবে দৈত অনন্ত সমান কি না জানি না। মুগ্ধ জ্ঞানের অসীমতা আমার জ্ঞানের চেয়ে অনেক বড় হতে পারে। একটা সহজ উদাহরণ দিই—আমি যদি প্রতিটি বস্তুর সব কিছু জানতাম, তাহলে অসীম সংখ্যার বস্তুর কথা জানতে পারতাম। তারপরও কোনো অদ্ভুত গোটা বস্তুর ব্যাপারে হয়তো জানা হয়ে ওঠত না আমার।'

মুরে বলল, 'কিন্তু অদ্ভুত বস্তু থেকেও নির্যাস বের করে আনা সম্ভব। আপনি পূর্ণ অসীম সিরিজের প্রতিটি বস্তু দুই ভাগে ভাগ করলে আরেকটি অসীম সিরিজ বা সংখ্যা পেয়ে যাবেন যার মধ্যে অদ্ভুত বস্তুর অসীম সংখ্যা থাকবে।'

কণ্ঠটি বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। শুনে খুশি হলাম। তুমিই কাজটা করতে পারবে। কারণ তোমার স্মৃতি শক্তি আছে। যে সব তথ্য-উপাত্ত

www.BanglaBook.org

সংগ্রহ করেছ বা শিখেছ সে সব ব্যবহার করতে পারবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ডাটা ব্যবহার করতে পারবে সমস্যার সমাধানের জন্যে।'

'আপনি নিজে করতে পারবেন না কাজটা?'

কণ্ঠটি বলল, 'পারব। তবে তুমি করলে বেশি মজা হবে। তুমি নতুন জ্ঞানের সন্ধান পাবে।'

'তবে আমি তো সেই সন্ধানটা পাব অল্প সময়ের জন্যে, চিরন্তন সময়ের জন্যে নয়।'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার অন্য কোনো বিকল্প নেই।'

'কিন্তু আপনি আমাকে কাজটা করাতে বাধ্য করতে পারেন না।' কণ্ঠটি বলল, 'তোমাকে সরাসরি বাধ্য করতে পারব না। তার প্রয়োজনও হবে না। তুমি যেহেতু এখন চিন্তা করা ছাড়া অন্য কিছু করতে পার না তাই চিন্তাই করবে।'

'চিন্তা করতে করতে আমি একটা লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। একটা উদ্দেশ্য সৃষ্টি করব।'

ধৈর্য্যের সাথে বলল কণ্ঠটি, 'তা অবশ্যই করতে পারবে।'

'তবে আমি ইতোমধ্যে একটা উদ্দেশ্য পেয়ে গেছি।'

'কি সেটা?'

'আপনিও জানেন কি সেটা। জানি সাধারণভাবে কথা বলছি না আমরা। আপনি এমনভাবে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে আমি বিশ্বাস করছি আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি এবং বিশ্বাস করছি কথাও বলতে পারছি। আসলে আপনি চিন্তা ভাবনাগুলো আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছেন এবং আমারটা নিয়ে নিচ্ছেন। আমার বন্ধন যখন আপনার চিন্তা ভাবনাগুলোর সাথে বিনিময় হচ্ছে, আপনি তাৎক্ষণিকভাবে ওগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং আমার ভয়াবহ ট্রান্সমিশনের আর প্রয়োজন হচ্ছে না।'

কণ্ঠটি বলল, 'তুমি একেবারে ঠিক ধরেছ। শুনে খুশি হলাম। আমার চিন্তাভাবনাগুলোর কথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানাচ্ছ বলে আমি আরো খুশি।'

'তাহলে আরো বলি। আমার চিন্তার উদ্দেশ্য হবে এমন কিছু আবিষ্কার করা যার সাহায্যে এই বন্ধন ভেঙে যাবে যা আপনি সৃষ্টি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছেন। আমি উদ্দেশ্যবিহীন কোনো চিন্তা করতে চাই না এবং আপনার মনোরঞ্জক করার উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমি সর্বক্ষণ চিন্তা করে আপনাকে বিনোদিত করতে চাই না। আমার সমস্ত চিন্তা প্রবাহিত হবে বন্ধনের সমাপ্তির জন্যে। ওটা আমার মনোরঞ্জন করবে।' কণ্ঠ বলল, 'তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সংহত চিন্তা যা তোমার নিজস্ব অস্তিত্বর অবসান ঘটাবে তা থেকে নতুন এবং কৌতুহলকর কিছু বেরিয়েও আসতে পারে। আর এই আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে তুমি কিছুই পাবে না। আমি তাৎক্ষণিকভাবে তোমাকে আমার পুনর্গঠন করব। এবং তোমার আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে বাধা দেব। এরপর আরেকটি উপায় যদি খুঁজে পাও নিজেকে ধ্বংস করার জন্য, আমি আবার তোমাকে সৃষ্টি করব। এভাবে চলতেই থাকবে। এটা খুব মজার একটা খেলা হবে। কিন্তু তুমি কখনোই অসীমভাবে বেঁচে থাকবে না। এটাই আমার ইচ্ছা।'

কেঁপে উঠল মুরে। তবে শান্ত গলায় বলল, 'তারপর আমার জায়গা হবে নরকে, তাই না?'

'এখানে স্বর্গ বা নরক বলে কিছু নেই। শুধু আমি আছি।' মুরে বলল, 'তাহলে আমার চিন্তাগুলো আপনার কাছে অসাড় বলে মনে হতে পারে। আর অসাড় হয়ে আসলে আমাকে নিয়ে খেলা করে আপনার কোনো লাভ হবে?'

'তুমি আমার ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করতে চাইছ? এখানে দরকষাকষির কোনো সুযোগ নেই। তুমি ব্যর্থ হবে না। তুমি আবার চিন্তা করতে পারবে।'

'সেক্ষেত্রে আমি আবার নিজের জন্যে একটা উদ্দেশ্য তৈরি করব। নিজেকে ধ্বংস করতে চাই না আমি। আপনাকে অপমান করার জন্যে আমি আমার লক্ষ্য তৈরি করব। আমি এমন কিছু চিন্তা করব যা কখনোই আপনার মাথায় আসেনি। আমি সর্বশেষ জবাবের কথা ভাবব। যার ওপরে আর কোনো জ্ঞান নেই।'

কণ্ঠ বলল, 'তুমি অসীমের প্রকৃতি বুঝতে পারছ না। এখনো কিছু জিনিস থাকতে পারে যা আমি জানতে চাই নি। তবে এমন কিছু নেই যা আমি জানি না।' চিন্তা করে মুরে বলল, 'আপনি আপনার শুরুর কথা জানেন না। আপনি সে কথা স্বীকারও করেছেন। জানেন না আপনার

www.BanglaBook.org

সমাপ্তির কথা। সেক্ষেত্রে এটাই হবে আমার উদ্দেশ্য আর ওটাই হবে শেষ জবাব। নিজেকে ধ্বংস করব না আমি। আমি আপনাকে ধ্বংস করে দেব—যদি আপনি আগে আমাকে ধ্বংস না করেন।'

কণ্ঠ বলল, 'তাহলে এটা নিয়েই চিন্তা করার চেষ্টা করো।' বলে মিলিয়ে গেল কণ্ঠ।

মুরের উদ্দেশ্য সফল হল। সে তখন তৃপ্ত। সে ভাবল কণ্ঠটি কোটি কোটি বছর ধরে কিসের খোঁজ করছে? আর এই খোঁজের জন্যে বুদ্ধিমান প্রাণীদের কেন তৈরি করা হয়েছে? তবে মুরের ধারণা হল এই প্রশ্নের জবাব সে ঠিকই বের করে ফেলতে পারবে। সে একা, উদ্দেশ্যের রোমাঞ্চ নিয়ে ভাবতে বসল মুরে।

তার হাতে প্রচুর সময় আছে।

অনুবাদ : জামশেদুর রহমান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

এভারেস্ট

১৯৫২ সাল নাগাদ মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণের চেষ্টা ওরা প্রায় বাদই দিয়ে দিচ্ছিল। শুধু ফটোগ্রাফগুলোই যা ওদেরকে উজ্জীবিত করে রাখছিল।

ফটোগ্রাফের সংখ্যাও বেশি নয়। আর ছবিগুলো তেমন ভালোও ওঠেনি। ঝাপসা, আঁকাবাঁকা, তাতে সাদার পটভূমে গাঢ় কালো ফুটকি। তবে গাঢ় ফুটকিগুলো সম্ভবতঃ জ্যান্ত কোনো প্রাণী। ওরা দিব্যি দিয়ে তাই বলল।

আমি বললাম, 'ওরা এভারেস্টের কি সব প্রাণীর কথা বলছে। ওগুলো নাকি চল্লিশ বছর ধরে এভারেস্টের গ্লেসিয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

জিমি রবনসই (থুক্কু, জেমস আব্রাম রবনস) প্রথমে এর মধ্যে আমাকে ঠেলে দেয়। পাহাড়ে চড়ার জন্যে সবসময় মুখিয়ে আছে লোকটা। সে জানে তিব্বতীরা কেন এভারেস্টের কাছে যায় না। কারণ তিব্বতীরা এভারেস্টকে দেবতার পাহাড় বলে মনে করে। পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে নাকি রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখা গেছে। জিমি প্রায়ই এভারেস্টের সাদা রঙের প্রাণীদের নিয়ে গল্প করে। বলে ওরা পাহাড় চুড়োয় বিদ্যুৎ বেগে ছুটে বেড়ায়।

তো এরকম একটা প্রাণী প্ল্যানেটারি সার্জে হেডকোয়ার্টার্সে ধরে আনতে পারলে মন্দ হয় না, বলে জিমি।

সে বলল, 'রস, কথা ওটা নয় যে ওরা ওখানে আছে। কথা হল ওদের দ্রুতগতি সম্পর্কে। এই আকৃতিটাকে দেখুন। কেমন ঝাপসা লাগছে।'

'ছবি তোলার সময় হয়তো নড়ে গিয়েছিল ক্যামেরা।'

'পর্বত চূড়া এখানে সাংঘাতিক খাড়া। ওরা বলল প্রাণীটাকে নাকি ওরা দৌড়াতে দেখেছে। চিন্তা করে দেখুন ওটার শারীরিক গঠনের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা। অত উচ্চতায় অক্সিজেনের প্রেশারের মধ্যে দৌড়ান! বস, ডিপ-সী ফিশের কথা না শুনলে আপনি বিশ্বাস করতেন ? এরা সাগরের অতলে যেতে থাকে তো যেতেই থাকে। শেষে আর ফিরতে পারে না। শত শত টন পানির চাপ সহ্য করার সঙ্গে ওরা খাপ খাইয়ে নিয়েছে।'

'তো ?'

'তো মানে ? এরকম প্রাণী পাহাড়ে থাকতে পারে না, ভীষণ ঠাণ্ডা এবং হালকা বাতাসের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না ? হয়তো শ্যাওলা বা পাখি খেয়ে বেঁচে থাকছে ওরা। যেভাবে ডিপ-সী ফিশ শ্যাওলা খেয়ে বেঁচে থাকে। তবে পাহাড়ের ওপর ওরা যে মানুষ তা আমি বলছি না। পাহাড়ি ছাগল বা ভোঁদড়ও হতে পারে।'

আমি দৃঢ়গলায় বললাম, 'প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে ওদের চেহারা মানুষের মতোই। পায়ের ছবিও মানুষের পায়ের সাথে মিলে যায়।'

'কিংবা ভাল্লুকের পায়ের ছবিও হতে পারে,' বলল জিমি। 'নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।'

জিমি তারপর ঠিক করল এভারেস্টের চুড়োয় যাবে সে। সাদা মানুষ রহস্য ভেদ করবে। তবে এভারেস্টে উঠবে সে প্লেনে। প্লেন থেকে চুড়োয় লাফিয়ে নামবে।

এয়ার ফোর্সকে ব্যাপারটা বোঝাতে সময় লাগল। অবশেষে রাজি হল তারা। গর্বের সাথে জিমি বলল, 'আমিই হব প্রথম মানুষ যে এভারেস্টের চুড়োয় পা রেখেছে।'

ভালো আবহাওয়ার জন্যে পাইলট দু'হপ্তা অপেক্ষা করল। তারপর উড়াল দিল জিমিকে নিয়ে। এভারেস্টের চুড়োর ওপর এসে জিমিকে ছেড়ে দিল সে। প্যারাস্যুট নিয়ে জাম্প করল জিমি রবনস।

তবে ফেরার পথে তুষার ঝড়ের কবলে পড়ল প্লেন। অনেক কষ্টে বেস-এ ফিরে এল ওটা। টানা দুই হপ্তা চলল তুষার-ঝড়। শেষে শান্ত হয়ে এল আবহাওয়া।

আর এই পুরো সময়টা পৃথিবীর ছাদে অর্থাৎ এভারেস্টের চুড়োয় একা কাটাতে হল জিমিকে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম ও মারা গেছে। ওর মৃত্যুর জন্যে দায়ী মনে হতে লাগল নিজেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দু'হপ্তা পরে প্লেন গেল এভারেস্টের চুড়োয় জিমির লাশ খুঁজে আনতে। তবে শুরুতে জিমিকে পেল না ওরা। ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলি দেখতে পেল শুধু। স্মোক সিগন্যাল। সিগন্যাল লক্ষ্য করে একটা আঁকশি (Grapple) নামিয়ে দিল পাইলট। আঁকশি ধরে উঠে এল জিমি। তখনো স্পেস স্যুট গায়ে, চেহারা ভয়ানক বিধ্বস্ত। তবে বেঁচে আছে।

হাসপাতালে ভর্তি করা হল জিমিকে। খুব ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছে ও। ডাক্তারা বললেন প্রচণ্ড শক পেয়েছে জিমি, আর শারীরিক দুর্বলতা তো আছেই। তাই সেরে উঠতে সময় লাগছে। তবে জিমির চোখ বলছিল অন্য কথা।

আমি একদিন ওকে দেখতে গেলাম হাসপাতালে। বললাম, 'কি ব্যাপার, জিমি ? সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছ না তুমি, সরকারের কাছেও মুখ খুলছ না। আমার কাছে আসল ঘটনা খুলে বলবে ?'

'আমার বলার কিছু নেই,' ফিসফিস করল ও।

'অবশ্যই আছে,' বললাম আমি। 'তুমি ভয়ানক তুষার-ঝড়ের মধ্যে এভারেস্টের চুড়োয় একটানা দুই হপ্তা ছিলে। তোমার কাছে রসদপত্রও তেমন কিছু ছিল না। তাহলে এতগুলো দিন বেঁচে রইলে কিভাবে ? কে তোমাকে সাহায্য করেছিল, জিমি ?'

জিমি জানত আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করে লাভ হবে না। এমনো হতে পারে ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে ও উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিল।

তাই ও বলল, 'ওরা বুদ্ধিমান, বস। ওরা আমার জন্যে বাতাস কমপ্রেস করেছে। ছোট একটা পাওয়ার প্যাক দিয়ে গরম করে রেখেছে শরীর। ওরাই স্মোক সিগন্যাল পাঠিয়ে প্লেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।'

'আচ্ছা,' বললাম আমি, 'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। ওরা এভারেস্টের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তাই হয়তো নিচে নামতে পারছে না।'

'পারছে না। আমরাও ওপরে উঠতে পারছি না। আবহাওয়ার কারণে না হোক, ওরা আমাদেরকে ওপরে উঠতে দেবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওরা দয়ালু টাইপের প্রাণী। তাহলে আপত্তি করবে কেন? ওরা তোমার জীবন বাঁচিয়েছে।'

'আমাদের কোনো ক্ষতি ওরা করবে না। ওদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। টেলিপ্যাথির সাহায্যে।'

ভুরু কুঁচকে গেল আমার, 'আচ্ছা।'

'তবে কেউ ওদের বিরক্ত করুক সেটাও ওরা চায় না। ওরা আমাদের লক্ষ করছে, বস। আমরা আণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছি, রকেট শিপ তৈরি করতে যাচ্ছি। এ কারণে আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা ওদের। আর এভারেস্টই একমাত্র জায়গা যেখান থেকে ওরা আমাদের ওপর ভালোভাবে লক্ষ রাখতে পারে।'

আমার কপালের ভাঁজটা আরো গভীর হল। ঘামছে জিমি, হাত কাঁপছে।

বললাম, 'ইজি, বয়। টেক ইট ইজি। এই প্রাণীগুলো কারা?'

জিমি বলল, 'এভারেস্টের মতো ভয়ানক শীতল এবং অক্সিজেন শূন্য জায়গায় নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়ার তাগদ ক'জনার থাকে? তবে ওরা পৃথিবীর কেউ নয়, বস। ওরা মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা।

অনুবাদ : অপু রায়হান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

ইন দ্য ক্যানিয়ন

প্রিয় ম্যাবেল,

কথামতো আমরা সেই জায়গাতেই আছি। তারা আমাদের এই ম্যারিনারিস উপত্যকায় থাকার অনুমতি দিয়েছেন।এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে খুব বেশি দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না, ছয় মাসও লাগতে পারে আবার এক বছরও লাগতে পারে। এরা খুবই ধীর প্রকৃতির, গড়িমসি করছে এ জায়গাকে বাস যোগ্য করার জন্য। আরো নাকি অনেক টাকার প্রয়োজন।

ম্যারিনারিস উপত্যকা, নামটা শুনতে খুব স্বপ্নময় মনে হলেও, আসল যা রূপ তাকে এক গিরিখাত ছাড়া আমরা কিছু বলতে পারি না। তারা কেন যে দ্বিধানিত্ব এটাকে বাসভূমি হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বুঝতে পারি না। জায়গাটা কেমন তা বোঝাতে গেলে বলতে হয় এটা মঙ্গলের ভূমধ্য সাগরীয় সৈকত।

মঙ্গলের অন্যান্য জায়গার তুলনায় এইখানটা বেশ উষ্ণ। দশ ডিগ্রির মতো তাপও নেহায়েত খারাপ না। বাতাস এখানে সহনশীল হালকা। আবার অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিরোধ করার মতো যথেষ্ট পুরু।

অবশ্য একথা কথা স্বীকার করতেই হবে, গিরিখাতের ভিতরে ঢোকা, বের হওয়া বেশ সমস্যা। জায়গায় জায়গায় এটা চার মাইলের মতো গভীর। তারা অবশ্য এখানে সেখানে রাস্তা বানিয়ে রেখেছে, অল্প সময়ে সহজেই নিচে নামা যায়। উঠতে বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় পাঁচ ভাগের দুই ভাগ হওয়ায় রক্ষে। এখন তারা বলছে এখানে এলিভেটর বসানো হবে। এটা অন্তত কিছুটা পথ ওঠ-নামায় সুবিধা করে দেবে।

www.BanglaBook.org

অন্য একটা সমস্যার কথা বলি এবার, ভূপৃষ্ঠের তুলনায় গিরিখাতের ভিতর ধূলিঝড় প্রবাহিত হয় বেশি। আবার যখন তখন শুরু হয়ে যায় ভূমিধ্বস, অবশ্য সে জন্য যে আমরা ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি তা না। আমরা জানি কোথায় ত্রুটি, ভূমিধ্বস হতে পারে এমন জায়গা গুলো এড়িয়েই খোঁড়াখুড়ির কাজ করা হয়।

ঘটনা হল কি ম্যাবেল, এখানে সবাই হয় ডোমের ভিতর না হলে মাটির নিচে থাকে। আমরা এখানে সুবিধা পাচ্ছি যে গিরিখাতের দেয়ালে গর্ত করেও বাস করতে পারা যাবে। আন্দাজ করলাম কারিগরী দিক থেকে বিচার করলে এটাকেই অগ্রাধিকার দেয়া যায়, যদিও বিলকে বললাম এটাকে আমার কাছে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই।

আরো একটা ব্যাপার, পানির দরকার হলে আমরা কিছু বরফের কৃস্টাল গলিয়ে নেই। অন্তত পানির জন্য আমাদের সরকারের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন পড়ে না। খাতের নিচের দিকে আরো অনেক বরফ আছে। বাতাস উৎপাদন এখানে বেশ সহজ, সেটাকে ধরে রাখাও কঠিন না খুব একটা।খাড়ার চেয়ে পাশাপাশি খুঁড়লে বাতাস সুড়ঙ্গের ভিতরে পরিচালনা করা যায় অনায়াসে।

ম্যাবেল একটা কথা আমি কদিন ধরে ভাবছি, গিরিখাতে সবার বাস করার সুবিধাটা কি। প্রায় তিন হাজার মাইল লম্বা এই খাত, আর এরপরও খনন কাজ চলছে পুরোদমে। শিগ্রীই এটা বিশাল এক শহরের রূপ নেবে, আর আমি হলফ করে বলতে পারি মঙ্গলের বেশির ভাগ জনগণ এখানেই আবাস গড়বে। গিরিখাতের একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত যাতায়াতের সুবিধার জন্য, অচিরেই এখানে এক ধরনের ম্যাগলেভ ট্রেন চালু হতে যাচ্ছে। যত টাকাই খরচ হোক, এ জায়গার উন্নয়নের জন্য সরকার অবশ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর এটা অবশ্যই মঙ্গলকে এক চমৎকার বিশ্বে পরিণত করবে।

বিল বলে (তুমি তো জানোই সে কেমন আবেগতাড়িত) এমন একটা দিন আসবে যখন পুরো গিরিখাত ছাদ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। বাতাসের জন্য সবসময় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতে হবে না, বা বাইরে কোথাও যেতে হলে স্পেসস্যুটের ঝামেলাও থাকবে না। আমরা বিচরণ করব সাধারণ বায়ু আর কম মাধ্যাকর্ষণের এক বিশাল জগতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বলেছিলাম ভূমিধ্বসে যদি আমাদের ডোম ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে তো সব বাতাস আমরা হারাব। সে জবাব দিয়েছিল, তা হবে না, ডোমের ভিতর অনেকগুলো আলাদা আলাদা ভাগ থাকবে। কোনো একটা অংশ যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই অংশটুকু অন্যান্য অংশ থেকে আলাদা হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম খরচের কথাটা খেয়াল আছে ? সে বলল, 'সেটা কোনো ব্যাপার না, আমরা একটু একটু করে এগোব, দরকার হলে পুরো শতাব্দী লাগবে।' যাই হোক এটাই এখন তার কাজ। সে এ্যারিও ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে লাইসেন্স পেয়েছে, গিরিখাতে খোঁড়াখুড়ির জন্য নতুন নতুন পথ বের করছে। আর এভাবেই আমরা আমাদের নতুন জায়গা পেয়েছি, ক্রমে পুরো মঙ্গলটাই আমাদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে যাবে।

আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না, কিন্তু আমাদের নাতি-নাতনীদের পরবর্তী বংশধররা, ২১৪০ শতাব্দীতে এটা সফল করে তুলতে পারে। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি এখানকার শতবর্ষ পরের চিত্র, আমাদের প্রিয় পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি।

কেমন চমৎকার হবে তাই না ম্যাবেল।

তোমারই
গ্লাডিস

অনুবাদ : সাজ্জাদ কবীর

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

স্টার লাইট

আর্থার ট্রেন্ট একদম পরিষ্কার শুনতে পেল তাদের কথা। ক্ষোভ আর উত্তেজনায় ভরা কথাগুলো বুলেটের মতো বেরিয়ে এল তার রিসিভার থেকে।

'ট্রেন্ট! পালাতে পারবে না তুমি। আমরা দু'ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করব তোমার কক্ষপথ এবং যদি তুমি আমাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করো, মহাশূন্য থেকে উড়িয়ে দেব তোমাকে।'

ট্রেন্ট মৃদু হাসল, বলল না কিছু। তার কোনো অস্ত্র নেই এবং লড়াইয়ের কোনো প্রয়োজনও নেই। দু'ঘণ্টার অনেক কম সময়ের মধ্যে এই শিপটা জাম্প করবে হাইপার স্পেসে এবং তারা কিছুতেই আর খুঁজে পাবে না তাকে। প্রায় এক কিলোগ্রাম পরিমাণ ক্রিলিয়াম আছে তার সাথে, যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে তৈরি করা যাবে কয়েক হাজার রোবটের ব্রেইন-পাথ। গ্যালাক্সির যে কোনো গ্রহ নির্দ্বিধায় কোটি টাকা দিয়ে কিনে নেবে এ জিনিস।

পুরো ব্যাপারটাই ব্রেনমেয়ার বুড়োর পরিকল্পনা। তিরিশ বছরেরও বেশি লেগেছে তার এ পরিকল্পনা সাজাতে। এটা ছিল তার সারাজীবনের কাজ।

'এ জিনিস নিয়ে ভেগে যেতে হবে, ইয়াং ম্যান,' বলেছিল বুড়ো। 'এজন্যেই তোমাকে দরকার আমার। একটা শিপ নিয়ে মহাশূন্যে উড়ে যেতে পারবে তুমি—যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'এ জিনিস নিয়ে মহাশূন্যে যাওয়াটা মোটেও ভালো হবে না, মি. ব্রেনমেয়ার,' ট্রেন্ট বলেছিল, 'আধা ঘণ্টার মধ্যে ধরা পড়ে যাব আমরা।'

'না', চাতুর্যের সাথে বলল ব্রেনমেয়ার। 'যদি আমরা সেই "জাম্প" ঘটাতে পারি, তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই। যদি হাইপারস্পেসের

www.BanglaBook.org

ভেতর দিয়ে কয়েক আলোক-বর্ষ দূরে চলে যেতে পারি, আমাদের নাগাল পাবে না ওরা।'

'দিনের অর্ধেকটা চলে যাবে এই জাম্প ঘটাতে। আমরা যদি এই সময়টা পেয়েও থাকি, সৌরজগতের সব ক'টা ঘাঁটিকে সতর্ক করে দেবে পুলিশ।'

'না, ট্রেন্ট না,' নিজের উদ্ভাবিত জিনিসটা আঁকড়ে ধরে রেখেছিল বুড়ো, উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করল হাতটা। 'আন্তঃ মহাকাশ সিস্টেমের সবখানে খবরটা পৌঁছুতে পারবে না ওরা, পারবে শুধু আশেপাশের ডজনখানেক ঘাঁটিকে সতর্ক করে দিতে। গ্যালাক্সি তো অনেক বড়, আর গত পঞ্চাশ বছরে উপনিবেশ স্থাপনকারীরা পরস্পরের সংস্পর্শে থেকে দূরে সরে এসেছে।'

তার কথায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠল সারা মহাবিশ্বের ছবি। গোটা গ্যালাক্সি এখন মানুষের মূল গ্রহটির পৃষ্ঠদেশের মতো, এক সময় যে গ্রহটিকে বলা হত পৃথিবী। সেকালের পৃথিবীর মতোই গোটা গ্যালাক্সি জুড়ে এখন ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ, বাস করছে বিভিন্ন মহাদেশে বসবাসের মতোই, তবে প্রতিটি দলই শুধু নিজেদের নির্দিষ্ট সীমানার ভেতর বিচরণ করে থাকে।

'আমরা যদি কোনোরকমে এই জাম্প ঘটাতে পারি,' বলল ব্রেনমেয়ার। 'যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারব আমরা, এমন কি পঞ্চাশ হাজার আলোক-বর্ষ দূরেও যাওয়া যাবে, তখন আমাদেরকে খুঁজে বের করার ব্যাপারটা হবে—এক ঝাঁক উল্কার মাঝে ছোট্ট এক টুকরো নুড়ি খোঁজার মতো।'

ট্রেন্ট মাথা নেড়ে বলল, 'এবং তখন আমরা নিজেরাও খুঁজে পাব না আমাদের। কোনো বসতিপূর্ণ গ্রহে যাওয়ার জন্যে চূড়ান্ত রকমের অস্পষ্ট কোনো পথ বেছে নিতে পারি না আমরা।'

ব্রেনমেয়ার চকিতে দেখে নিল চারপাশ। ওদের কাছে কেউ নেই, তবু গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আমি তিরশটি বছর ধরে গ্যালাক্সির প্রতিটি বসবাসযোগ্য গ্রহের ডাটা সংগ্রহ করেছি। পুরান সব রেকর্ডপত্র ঘেঁটে দেখেছি। মহাশূন্যের যে কোনো পাইলটের চেয়ে কয়েক হাজার আলোক-বর্ষ পথ বেশি ভ্রমণ করেছি। এবং প্রতিটি বসবাসযোগ্য গ্রহের অবস্থান মেমোরীতে আছে বিশ্বের সবচে' গুণী কম্পিউটরের।'

www.BanglaBook.org

বিনয়ের সাথে ভুরু উঁচু করল ট্রেন্ট।

ব্রেনমেয়ার বলল, 'বিভিন্ন কম্পিউটারের ডিজাইন করি আমি এবং আমার রয়েছে সবচে' ভালো কম্পিউটার। গ্যালাক্সিতে যত উজ্জ্বল তারা রয়েছে,সেগুলোর সঠিক অবস্থানও আমি টুকে নিয়েছি। এফ. বি. এ এবং ও শ্রেণীর প্রতিটি তারার বিস্তারিত ধারণ করা রয়েছে কম্পিউটারের মেমোরী স্টোরে। আমরা যখন জাম্প ঘটাব, কম্পিউটার মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্র বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে ফলাফল মিলিয়ে দেখবে নিজের ধারণা কৃত গ্যালাক্সি ম্যাপের সাথে। তারপর আগে বা পরে যখনই হোক, মহাশূন্যে ধরা পড়বে শিপের অবস্থান, পরে দ্বিতীয় জাম্পের মাধ্যমে আপনা আপনি এগোবে সবচে' কাছের বসতিপূর্ণ গ্রহের আশেপাশের এলাকার দিকে।

'খুব জটিল একটা ব্যাপার।'

'এটা ব্যর্থ হতে পারে না। বিগত বছরগুলোতে এ নিয়ে কাজ করেছি আমি এবং এটা ব্যর্থ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দেখো আমার কোটিপতি হতে এখনো দশ বছর লেগে যাবে, আর তোমার তো বয়স একেবারেই কম, তোমার আর দেরি হবে না কোটিপতি হতে। কাজেই এটাই হচ্ছে দ্রুত টাকা করার মোক্ষম সুযোগ।'

'এলোপাতারি জাম্প ঘটাতে গিয়ে একটা তারার ভেতরও তো পড়ে যেতে পারেন?'

'সে সুযোগ একেবারে নেই বললেই চলে। যে কোনো উজ্জ্বল তারা থেকে হয়তোবা আমরা এত দূরে গিয়ে পড়ব যে, কম্পিউটার তার প্রোগ্রামের সাথে মেলাতে গিয়ে হয়তো খুঁজে পাবে না সেই তারা। হয়তো বা দেখবে অনুসারীরা পুলিশের দলটা থেকে মাত্র দু'এক আলোক-বর্ষ দূরে আছি আমরা। অবশ্যি সে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আরে বাপু, তুমি যদি এত উৎকণ্ঠার ভেতর থাক, তাহলে মহাশূন্যে রওনা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও মারা যেতে পার হার্ট-অ্যাটাকে। কাজেই তুমি যেসব নিয়ে আশঙ্কা করছ বাস্তবে সেসব ঘটার সম্ভাবনা অনেক দূরে।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক, মি. ব্রেনমেয়ার। আপনি আমার চেয়ে অভিজ্ঞ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'আমি গুনে চলি না ওসব। কম্পিউটার সব কিছু করবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে।'

আলতোভাবে মাথা নাড়ল ট্রেন্ট, স্মরণ করল সেই ঘটনা। একদিন মাঝরাতে, শিপটা যখন মহাশূন্য পাড়ি দেয়ার জন্যে তৈরি, একটা ব্রিফকেসে করে ক্রিলিয়াম নিয়ে এল ব্রেনমেয়ার। কাজটা ঘটাতে কোনোই অসুবিধা হয়নি ট্রেন্টের, কারণ তার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল বুড়োর। ট্রেন্ট ব্রিফকেসটা নিয়ে নিল এক হাতে, অন্য হাতে দ্রুত নিশ্চিতভাবে সেরে ফেলল অন্য কাজ।

একটা ছুরি এরকম কাজ ঘটাতে এখনো সব দিক দিয়ে সেরা। মলিকিউলার ডিপোলারাইজারের মতো দ্রুত, অত্যন্ত মারাত্মকভাবে, অধিকতর নিঃশব্দে কাজ সারতে জুড়ি নেই একটা ছুরির। তারপর মৃতদেহের সাথে ছুরিটা রেখে দিল ট্রেন্ট, একদম আঙুলের ছাপসুদ্ধ। তাতে কি আসে যায় তার? তারা তো আর খুঁজে পাচ্ছে না তাকে।

এখন মহাশূন্যের গভীরে রয়েছে ট্রেন্ট, পেছনে ধাওয়া করছে পুলিশ। টেনশন অনুভব করল ট্রেন্ট, বাড়ছে ক্রমশ। একটা জাম্প ঘটানোর আগে সবসময় এরকম টেনশন এসে চাপে। কোনো ফিজিওলজিস্ট আজ পর্যন্ত এর সঠিক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি, তবে মহাশূন্যে বিচরণকারী প্রতিটি পাইলটই জানে এই জাম্পটা লাগে কেমন।

একসময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল তার। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল, কিছু একটার ভেতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়ছে সে। শিপটা এখন মহাশূন্য এবং সময়ের বাইরে, জড়বস্তু এবং শক্তির উর্ধ্বে অন্য একটা জগতে বিচরণ করছে, এবং তা শুধুমাত্র মুহূর্তের জন্যে, তারপর গ্যালাক্সির আরেকটা প্রান্তে চলে গেল শিপ।

মৃদু হাসল ট্রেন্ট। এখনো বেঁচে আছে সে। খুব কাছে কোনো তারা নেই, তবে যথেষ্ট কাছে রয়েছে—এমন তারা রয়েছে অগণিত। তারায় তারায় জীবন্ত দেখাচ্ছে আকাশটাকে এবং প্যাটার্নটা এতই ভিন্নরকম, জাম্পটা খুব জোরে সোরেই হয়েছে বলা যায়। অনেক দূর চলে এসেছে শিপ। কিছু তারা বর্ণচ্ছটার মান বিচারে এক শ্রেণীর হবে এবং বেশ উজ্জ্বল। কম্পিউটার তার মেমোরীর সাথে মেলানোর জন্যে বেশ জুতসই প্যাটার্ন পেয়ে যাবে। খুব বেশি সময় লাগবে না তাতে।

www.BanglaBook.org

আরাম করে পেছনে হেলান দিল ট্রেন্ট। ধীর গতিতে ঘুরছে শিপ, শিপের সঙ্গে ঘুরছে সুবিন্যস্তভাবে বিচ্ছুরিত তারার আলো। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ট্রেন্ট। একটা তারা চলে এল দৃশ্যপটে, সত্যিই এক উজ্জ্বল তারা। মনে হচ্ছে না ওটা দুই আলোক-বর্ষের বেশি দূরে রয়েছে এবং তার পাইলট অনুভূতি তাকে বলে দিচ্ছে ওটা একটা গরম তারকা, ভালো এবং গরম। কম্পিউটার এই তারাটির বেইস এবং ভেতরের গঠনটা পরীক্ষা করে দেখবে।

আবারও সে ভাবল : অবতরণের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

কিন্তু লেগে গেল। মিনিটের পর মিনিট পেরোল। গড়িয়ে গেল একটি ঘণ্টা। এখনো কম্পিউটার ব্যস্তভাবে ক্লিক্ ক্লিক্ করে যাচ্ছে এবং বার বার জ্বলে উঠছে ওটার আলো।

ভুরু কোঁচকালো ট্রেন্ট। কেন ওটা খুঁজে পাচ্ছে না সঠিক প্যাটার্ন? প্যাটার্নটাকে থাকতেই হবে। ব্রেনমেয়ার তার বহু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছি—থাকতেই হবে উপযুক্ত জায়গা। কোনো তারা তার হিসেবে থেকে বাদ নেই কিংবা রেকর্ডে যে ভুল হয়েছে—তাও নয়।

এটা নিশ্চিত যে, তারা জন্মে এবং মরে যায়, আর অস্তিত্ব থাকা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় মহাশূন্যে। কিন্তু এসব পরিবর্তন ঘটে অত্যন্ত ধীর গতিতে। ব্রেনমেয়ারের যে রেকর্ড রয়েছে, দশ লাখ বছরেও সেটার কোনো—

আকস্মিক একটা আতঙ্ক খামচে ধরল ট্রেন্টকে। না, এটা হতে পারে না। জাম্প করে একটা তারার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার চেয়েও এরকম ঘটার সম্ভাবনা কম।

উজ্জ্বল তারাটা দৃশ্যপটে আবার অপেক্ষায় রইল সে, কাঁপা হাতে তারাটাকে নিয়ে এল টেলিস্কোপিক ফোকাসে। টেলিস্কোপের মাধ্যমে যতটা বড় করে দেখা যায়, তারার ভেতরটা দেখে নিল ট্রেন্ট। উজ্জ্বল আলোর যে বৃত্তটা রয়েছে ভেতরে, সেটা গ্যাসের আলোড়ন থেকে তৈরি ঘন কুয়াশায় গুপ্তরহস্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার মানে ওটা একটা নোভা! ক্ষণিকের জন্যে হঠাৎ যে তারার দীপ্তি বেড়ে যায়।

www.BanglaBook.org

ঝাপসা ক্ষীণ আলো থেকে উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি ফোটাতে সম্ভবত মাসখানেকের মতো লেগেছে তারাটির। এমন এক নিম্নশ্রেণী থেকে তারাটির উত্তরণ ঘটেছে, যা সহজেই কম্পিউটারে উপেক্ষিত হওয়ার কথা এবং এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত একজনের। কিন্তু বিষয়টি সেভাবে ভেবে দেখা হয়নি।

নোভাটি এখন মহাশূন্যে বিচরণ করছে ঠিকই, কিন্তু কম্পিউটারের মেমোরী স্টোরে নেই ওটা। কারণ ব্রেনমেয়ার এই তারাটিকে কম্পিউটারের মেমোরীতে ঢোকায়নি সে সময় অনুজ্জ্বল ছিল বলে।

'ওটাকে গণনায় এনো না', চিৎকার দিয়ে উঠল ট্রেন্ট। 'এড়িয়ে যাও ওটাকে!'

কিন্তু ট্রেন্ট চিৎকার করছে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সামনে, যে যন্ত্রটা এখন নোভা-সেন্টার্ড প্যাটার্নের সাথে গ্যালাকটিক প্যাটার্নের মিল খুঁজে বেড়াবে এবং মিল খুঁজে না পেয়ে একের পর এক পরীক্ষা চালাতেই থাকবে—যতক্ষণ ওটার এনার্জি চালু থাকবে, ততক্ষণ।

খুব শিগ্রী ফুরিয়ে যাবে বাতাস, ট্রেন্টের জীবন প্রদীপও নিভে যাবে দ্রুত।

অসহায়ভাবে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ট্রেন্ট। এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগল তারার আলোর প্যাটার্নের উপহাস। মৃত্যুর জন্যে যন্ত্রণাদায়ক দীর্ঘ প্রতীক্ষা শুরু হয়েছে তার।

ইস্, এখন যদি সেই ছুরিটা থাকত কাছে।

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভূঁইয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইয়োথ

১.

জানালায় একটা নুড়ি এসে পড়ার শব্দ হল এবং সেই শব্দে ঘুমন্ত কিশোরটির শরীর কেঁপে উঠল। আবার একটা পড়ল এবং সে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

বিছানায় উঠে বসল সে। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, নিজের চারপাশটা দেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল, নিশ্চিত যে সে এখন নিজের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। জায়গাটা একটা গাঁয়ে। যেমন ঠাণ্ডা হবার কথা তেমনি ঠাণ্ডা পড়েছে এবং জানালায় সবুজের ছড়াছড়ি।

'স্লিম!'

ডাকটা ফিসফিসে, তাড়া রয়েছে যেন, এবং তাকে ছুটে গিয়ে খোলা জানালার পাশে দাঁড়াতেই হল।

স্লিম ওর নাম নয়, কিন্তু একদিন আগে যে নতুন বন্ধুটির সাথে তার পরিচয় হয়েছে সে একবার তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি স্লিম, আর আমি রেড।'

রেড তার আসল নাম নয়, তারপরেও নামটার একটা যুক্তিযুক্ততা আছে। তারা বন্ধু হয়েছে পরিচয় হওয়ার সাথে সাথেই। কৈশোর পেরিয়ে মাত্র যৌবনের বাতাস লাগতে শুরু করেছে,এমন সময় এমনি হয়ে থাকে।

স্লিম প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'রেড', আনন্দে ঝুঁকে পড়ল, তখনো তার চোখ দুটো পিট পিট করছিল ঘুম তাড়াতে।

রেড তখনো ফিসফিস করে কথা বলছিল, 'আস্তে! তুমি কি অন্যদের জাগিয়ে দিতে চাও?'

স্লিম তখনই দেখতে পেল সূর্য মাত্র নিচু নিচু পাহাড়ের মাথা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। পাহাড়গুলোর ছায়া বেশ লম্বা এবং হালকা। ঘাসগুলো এখনো ভেজা।

www.BanglaBook.org

স্লিম এবার শান্ত গলায় জনতে চাইল, 'কী ব্যাপার ?'

রেড তাকে হাতের ইশারায় বাইরে আসতে বলল।

স্লিম দ্রুত কাপড় চাপাল গায়ে। কুসুম গরম পানিতে হাত মুখ ধুলো। বাইরে বেরিয়ে আসার পর বাতাসে হাত মুখের পানি শুকিয়ে গেল, তবে ভেজা ঘাসে তার পা ভিজে গেল।

রেড বলল, 'কোনো শব্দ করবে না। যদি মা অথবা বাবা কিংবা তোমার বাবা অথবা অন্য কেউ জেগে উঠে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তখন তাহলে হয় ঘরের ভেতর বন্দি থাকতে হবে কিংবা বাইরের ঠাণ্ডায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে।'

তার কথা বলার ধরন এবং টোন স্লিমকে হাসাল। ভাবল রেডের মতো মজার মানুষ আর একটাও নেই।

স্লিম আগ্রহ নিয়ে বলল, 'তুমি কি এভাবে প্রতিদিনই বেরিয়ে আসো, রেড ? এত সকালে ? পুরো পৃথিবীটা তখন শুধু তোমারই মনে হয় তাই না ? কেউ তোমার পাশে নেই, এবং তুমি সম্পূর্ণ একা।' সে নিজেকে গর্বিত মনে করল এই ভেবে রেডের নিজস্ব জগতে প্রবেশ করার অধিকার পেয়েছে।

রেড তার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ ধরে। অবজ্ঞার স্বরে সে বলল, 'আমি তো চারটার সময় ঘুম থেকে উঠেছি। তুমি কী গতরাতে শুনতে পাও নি ?'

'কি শুনতে পাইনি ?'

'বজ্রপাত।'

'তখন কি ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল ?' স্লিম বিস্মিত হল। ঝড়বৃষ্টির সময় সে কখনোই ঘুমুতে পারে না।

'আমার মনে হয় না। তবে বজ্রপাত হয়েছিল। আমি শুনতে পেয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। না বৃষ্টি হতে দেখি নি। ধূসর আকাশে তারায় তারায় ভরা ছিল। আমি কি বলতে চাইছি তা বুঝতে পেরেছ ?'

স্লিম এমন আকাশ দেখেনি কখনো, তারপরেও মাথা ঝাঁকাল।

'তাই আমি ভাবলাম একবার বাইরে থেকে বেরিয়ে আসি', রেড বলল।

ওরা দু'জন হেঁটে যাচ্ছিল সবুজের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে। পথটা হারিয়ে গেছে পাহাড়ের আড়ালে। রাস্তাটা

www.BanglaBook.org

অনেক পুরানো, রেডের বাবা রেডকে বলতে পারেননি, রাস্তাটা কত পুরানো। তাতে নেই কোনো ভাঙা, নেই কোনো দাগ।

রেড বলল, 'তুমি কি গোপন করতে পার?'

'অবশ্যই রেড। কি ধরনের গোপনীয়তা?'

'তেমন কিছু না। হয়তো তোমাকে আমি বলব হয়তো বলব না। আমি এখন পর্যন্ত ঠিক জানি না।' যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা সে পথের পাশে একটা ফার্ণ গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে আস্তে আস্তে পাতাগুলো ছিঁড়ল। তারপর সেই ডালটাকে এদিক ওদিক ঘুরাতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য, ওকে আক্রমণাত্মক মনে হল। ডালটা ওর হাতে পাখার মতো বন বন করে ঘুরতে লাগল। একসময়ে ক্লান্ত হয়ে গেল সে, একপাশে ফেলে দিল ওটা।

সে বলল, 'আমাদের কাছাকাছি একটা সার্কাস চলবে।'

স্লিম বলল, 'এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। আমি ওটা জানি। আমার বাবা এখানে অসার আগেই সার্কাসের কথা বলেছিলেন—'

'ওটা কোনো গোপন ব্যাপার নয়। খুবই গোপন! কখনো সার্কাস দেখছ?'

'হ্যা, অবশ্যই। বাজি ধরো।'

'পছন্দ হয়েছে?'

'বলব, তার চেয়ে অন্য কিছু আমি পছন্দ করতে পারি না।'

আড় চোখে রেড আবার তাকে লক্ষ্য করল। 'কখনো কি ভেবেছ সার্কাসে যোগ দেবে? আমি বলতে চাইছি সব সময়ের জন্য?'

স্লিম ভাবল একবার। 'আমার মনে হয় না, আমি বাবার মতো জ্যোতির্বিদ হব। আমার মনে হয় বাবা তাই-ই-চান।'

'ফুহ্। জ্যোতির্বিদ!' রেড বলল।

স্লিম অনুভব করল নিজেস্ব নতুন জগতের দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে তার ওপর এবং জ্যোতির্বিদ্যা তার কাছে মৃত তারার বিষয় হয়ে গেল।

রেড বলল শান্ত গলায়, 'সার্কাস এর চেয়ে অনেক মজা।'

'তুমি শুধু শুধু বলছ।'

'না, আমি তা বলছি না। আমি সত্যি সত্যি বলছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রেড যুক্তিবাদি হয়ে উঠল। 'ধরে নাও তোমার কাছে একটা সুযোগ এসে গেল সার্কাসে যোগ দেওয়ার। তখন কি করবে তুমি ?'

'আমি—আমি—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বল!' রেড অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল। স্লিম দ্রুত বলে উঠল, 'আমি যোগ দেব।'

'ঠিক বলছ ?'

'চেষ্টা করেই দেখ।'

রেড তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে ঘুরে তাকাল। 'সত্যি বলছ ? তুমি আমার সাথে যাবে ?'

'কী বলতে চাইছ তুমি ?' স্লিম এক পা পিছিয়ে গেল।

'আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা আমাদেরকে সার্কাসে ঢুকতে সাহায্য করবে। হয়তো একদিন আমাদের নিজেদেরই একটা সার্কাস দল থাকবে। হয়তো আমরাই হব পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সার্কাস ব্যক্তিত্ব। যদি তুমি আমার সাথে থাকতে চাও। নতুবা—আমি একাই পারব। আমি ভাবছিলাম, স্লিমকে একটা সুযোগ দিলে খারাপ হয় না।'

বিশ্বটা সত্যি বিস্ময়কর এবং রঙিন। স্লিম বলল, 'অবশ্যই, রেড, আমি আছি! কি জিনিস ওটা, রেড ? বল, বল ওটা কি জিনিস।'

'বের করো, সার্কাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কী ?'

স্লিম ভাবল। সে সঠিক উত্তরটাই দিতে চাইল। শেষে সে বলল, 'অ্যাক্রোব্যাটস!'

'ধুর বোকা! অ্যাক্রোব্যাট দেখতে আমি পাঁচ পা-ও যাব না।'

'তাহলে আমি জানি না।'

'জানোয়ার! সবচেয়ে ভালো পার্শ্ব প্রদর্শনীটা কী ? ভীড় হয় সবচেয়ে বেশি কোথায় ? রিং-এর ভেতর জানোয়ারদের নিয়ে খেলাটাই হল সবচেয়ে ভালো খেলা।'

'তুমি কি তাই-ই জান ?'

'প্রত্যেকেই তাই জানে। তুমি যে কাউকে জিজ্ঞেস করো। সে যাকগে, আমি সকালে দুটো জানোয়ার পেয়েছি।'

'এবং তুমি ওগুলো তোমার কাছে রেখেছ ?'

'অবশ্যই। এটাই হল গোপন ব্যাপার। কাউকে বলবে না তো ?'

'অবশ্যই বলব না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি ওগুলোকে বার্নের ভেতর পেয়েছি। তুমি কি দেখতে চাও?'

ওরা প্রায় বার্নের কাছে চলে এসেছিল; বিশাল দরজাটা খোলা ছিল। ভেতরে অন্ধকার। খুব বেশি অন্ধকার। ওরা সেদিকেই এগিয়ে গেল। স্লিম ঢোকার মুখে থেমে গেল।

সে তার গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল। 'ওগুলো কি খুব বড়?'

'বড় হলে কি আমি ওগুলোকে ঘাঁটাতাম? ওরা তোমাকে আঘাত করবে না। দেখতে ছোটখাটো। আমি ওগুলোকে খাঁচায় ভরে রেখেছি।'

ওরা এখন বার্নের ভেতর। স্লিম লক্ষ্য করে দেখল ছাদের একটা হুকে বিশাল বড় এক খাঁচা ঝুলছে। খাঁচাটা মোটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা।

রেড বলল, 'ওটায় আমরা পাখি কিংবা অন্য কিছু রাখতাম। সে যাকগে, ওগুলো ওখান থেকে বের হয়ে পালাতে পারবে না। চল, ওপরে চল।'

ওরা কাঠের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠল এবং রেড খাঁচাটা নিজেদের দিকে টেনে আনল।

স্লিম আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ক্যানভাসটা ফুটো মনে হচ্ছে।'

রেডের ভ্রু কুঁচকে গেল। 'ওটা হল কি করে?' সে ক্যানভাসটা তুলে ফেলল, ভেতরে তাকাল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ওগুলো ভেতরেই আছে।'

'ক্যানভাসটা দেখে মনে হচ্ছে পুড়ে গেছে,' স্লিম চিন্তিত গলায় বলল।

'তুমি কি দেখবে, না কি দেখবে না?'

স্লিম আলতো করে মাথা নাড়ল। সে কি করতে চায় বোঝা গেল না। ওরা—

কিন্তু তখনই ক্যানভাসটা সরে গেল এবং ওরা দেখতে পেল ওদুটোকে ভেতরে। যেমনটা রেড তাকে বলেছিল। ওগুলো দেখতে ছোট এবং জঘন্য। ক্যানভাসটা সরানোর সাথে সাথে ওগুলো তাদের দিকে এগিয়ে এল। রেড আঙ্গুল দিয়ে ওদের সতর্ক করে দিল।

'সাবধান', স্লিম বলল উৎকণ্ঠিত গলায়।

'ওগুলো তোমাকে আঘাত করবে না,' রেড বলল। 'ওদের মতো কখনো কি দেখেছ?'

www.BanglaBook.org

'না।'

'তুমি কি বুঝতে পারছ না সার্কাসের ওরা ওদের পেতে কেমন ঝাঁপিয়ে পড়বে?'

'মনে হয় সার্কাসের জন্য ওগুলো ছোট হবে।'

রেড বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাল। সে খাঁচাটা ছেড়ে দিল এবং ওটা পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল। 'তুমি কিন্তু পিছিয়ে পড়ছ।'

'না। আমি পিছুচ্ছি না। শুধু—'

'ওগুলো খুব বেশি ছোট নয়, দুশ্চিন্তা করো না। এখন এই মুহূর্তে, আমি একটা জিনিস নিয়ে ভাবছি।'

'কি সেটা?'

'আমি ওগুলোকে সার্কাস আসা পর্যন্ত আটকে রাখব, ঠিক তো? ততদিন পর্যন্ত ওদেরকে কি খাওয়াব সেটা খুঁজে বার করতে হবে।'

খাঁচাটা দুলছে এবং ছোট ছোট প্রাণী দুটো খাঁচার চিকন রড আঁকড়ে ধরে আছে। তাকিয়ে আছে ওদের দুজনের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে। ওদের দেখে মনে হল—ওরা বেশ বুদ্ধিমান।

২.

জ্যোতির্বিদ ডাইনিং রুমে এসে ঢুকলেন পরিপাটি কাপড়-চোপড় পরে। তাকে দেখে মনে হয় তিনি এখানে একজন অতিথি।

তিনি বললেন, 'বাচ্চা দুটো কোথায়? আমার ছেলে তার রুমে নেই।'

শিল্পপতি হাসলেন। 'ওরা কয়েক ঘণ্টা ধরে বাইরে আছে। আগে একজন মহিলা তাদের নাস্তা খাইয়ে দিয়েছে, তাই তা নিয়ে তাদের কোনো ভাবনা নেই। যৌবন, ডাক্তার যৌবন!'

'যৌবন!' কথাটা জ্যোতির্বিদকে আঘাত দিয়েছে।

নীরবে সকালের নাস্তাটা সারলেন তাঁরা। একবার শিল্পপতি বললেন, 'আপনি কি মনে করেন, তারা আসবে। দিনটা বেশ—পরিষ্কার।'

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'ওরা আসবে।'

ব্যাস ওই পর্যন্তই।

www.BanglaBook.org

পরে শিল্পপতি বলেছিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার খেলাটা সহজভাবে নিতে পারছি না। আপনি কি ওদের সাথে কথা বলেছিলেন?'

'আপনার সাথে যেমনভাবে কথা বলছি ঠিক সেইভাবে কথা বলেছি। অন্তত বোধ থাকা অবস্থায়। তারা তাদের চিন্তা ছড়াতে পারে।'

'আপনার চিঠিতে এই ধারণাই ছিল। কিভাবে অবাক হব।'

'আমি তা বলি নি। আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, অবশ্যই, তারা এড়িয়ে গেছে। এমনো হতে পারে আমি তাদের বুঝতে পারিনি। চিন্তা ফোকাস করতে একটা প্রজেক্টরের প্রয়োজন হয়, কিংবা এর চেয়েও বেশি, গ্রাহক এবং প্রেরক দুইয়ের ওপর লক্ষ্য রাখতে হয়। তারা আমার ওপর চিন্তা প্রক্ষেপণ করার চেষ্টা করেছে তা পরে বুঝতে পেরেছি। ওই ধরনের প্রজেক্টর—যা বিজ্ঞানের একটা অংশ—আমরা তাদে কাছ থেকে পাব সম্ভবত।'

'হয়তো', শিল্পপতি বললেন। 'আপনি ভাবছেন। এর ফলে সমাজের একটা পরিবর্তন আসবে। একটা চিন্তার প্রজেক্টরের মাধ্যমে।'

'কেন নয়? পরিবর্তনটাই আমাদের কাজে লাগবে।'

'আমি তেমনটা ভাবছি না।'

'বয়স বেশি হলে কেউই পরিবর্তনকে স্বাগত জানায় না', জ্যোতির্বিদ বললেন, 'একক ব্যক্তির মতো জাতিরও বয়স বেড়ে যায়।'

শিল্পপতি জানালার বাইরে দেখালেন। 'ওই রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন। যুদ্ধের অনেক আগেই ওটা তৈরি হয়েছে। আমি জানি না কখন। যেমনটা ছিল ঠিক তেমনটাই আছে তৈরির সময় থেকে। আমরা ওটাকে হুবহু তৈরি করতে পারব না এখন। জাতি যেই সময় যুবক ছিল, তাই না?'

'তারপর? হ্যাঁ, তা ঠিক! তাই তাদের নতুন জিনিসের প্রতি ভয় ছিল না।'

'না। তাদের ছিল। যুদ্ধের আগের সেই সোসাইটি গেল কোথায়? ধ্বংস হয়ে গেছে, ডক্টর! কি লাভ হল নতুন আর তারুণ্যে? এখন আমরা ভালো আছি অনেক। বিশ্ব শান্তিতে আছে এবং এগিয়ে চলেছে। জাতি এগিয়ে চলেছে কিন্তু তারপরেও যাবার জায়গা নেই। ওরা তাই প্রমাণ করেছে, যারা রাস্তা বানিয়েছে। আমি আপনার অতিথিদের সাথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা বলব, যদি তারা আসে। তবে আমার মনে হয়, আমি ওদের ফিরে যেতে বলব।'

'জাতি কোথাও যায় না', জ্যোতির্বিদ বললেন।

'যায় শুধু চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর কম সংখ্যক ছাত্র লেখাপড়া করতে আসে। কয়েকটি বই মাত্র লেখা হয়েছে। খুব কম কাজই হয়েছে। একজন প্রবীণ যখন সূর্যের নিচে ঘুমুতে যায় তখন তাঁর দিনটি শান্তিপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় যায়, কিন্তু প্রতিটি দিন তাকে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে।'

'বেশ, বেশ,' শিল্পপতি বললেন।

'না, উড়িয়ে দেবেন না। আগে শুনুন। আপনাকে লেখার আগে আমি আপনার প্ল্যানেটরি ইকনমির অবস্থান পরীক্ষা করে দেখেছি।'

'এবং আপনি আমাকে সচ্চল পেয়েছেন?' একটু হেসে বাধা দিয়ে বললেন শিল্পপতি।

'কেন, হ্যাঁ। আপনি বোধ হয় আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। ঠাট্টা কিন্তু বেশিদূর যেতে পারবে না। আপনি আপনার পিতার চেয়ে কম সচ্চল এবং তিনি তাঁর পিতার চেয়ে কম সচ্চল। আপনার ছেলে সম্ভবত সচ্চলই হবে না। এটা হচ্ছে, বর্তমান শিল্পগুলো সহযোগীতা করা গ্রহের পক্ষে দূরহ কাজ, তারপরেও ওগুলো ওক গাছের পাশে টুথ পিকের মতো। আমরা গ্রাম্য অর্থনীতিতে ফিরে গেলে, তারপর কি? তারপর গুহায়?'

'এবং টেকনোলজিক্যাল নলেজের ইনফিউশনের ফলে এই পরিবর্তন?'

'শুধুমাত্র নতুন নলেজ নয়। পুরো পরিবর্তনশীল নতুন দিগন্তের উন্মোচন। দেখুন, স্যার, আপনি পয়সাওয়ালা এবং সরকারি অফিসিয়ালদের ওপর আপনার প্রভাব রয়েছে বলে আমি আপনাকে এই ব্যাপারে বলেছি সেটা ঠিক নয়, বলতে পারেন এই সময়ে আপনার ভেতর প্রচলিত নিয়ম ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার প্রচণ্ড সাহস আছে। আমাদের জনগণ পরিবর্তনে বাধা দেবে এবং আপনি জানেন কি করে তাদের সামাল দিতে হয়। কিভাবে যে—যে—'

'যে কিভাবে জাতির তরুণ প্রজন্মকে জাগিয়ে তুলতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

www.BanglaBook.org

'অ্যাটম বোমা হলেও ?'

'অ্যাটম বোমা', জ্যোতির্বিদ বলে উঠলেন আবার, 'সভ্যতার শেষ ডেকে আনবে সেটা নয়। আমার অতিথিদের অ্যাটম বোমা কিংবা ও রকম কিছু আছে তাদের জগতে। তারা ধ্বংস হয়ে যায়নি কারণ তারা সেটা ব্যবহার করে নি। আপনি বুঝতে পারছেন তো ? বোমা আমাদের আতঙ্কিত করে নি, করেছে বোমা ভয়। পদ্ধতিটা পাল্টানর এটাই হল শেষ সুযোগ।'

'আমাকে বলুন,' শিল্পপতি বললেন, 'মহাকাশের বন্ধুরা আমাদের কাছ থেকে বিনিময় কি চায়?'

জ্যোতির্বিদ দ্বিধা করলেন, তারপর বললেন 'আমি আপনার কাছে কিছুই লুকোব না। ওরা এসেছে ঘন ভারি বাতাসের গ্রহ থেকে। আমাদের বাতাস অ্যাটমের মতো হালকা।'

'ওরা কি ম্যাগনেশিয়াম চায় ? অ্যালুমেনিয়াম ?'

'না, না, স্যার। কার্বন এবং হাইড্রোজেন। তারা চায় কয়লা এবং তেল।'

'সত্যিই ?'

জ্যোতির্বিদ দ্রুত বলে উঠলেন, 'আপনি যদি প্রশ্ন করেন, যারা মহাকাশ ভ্রমণে সিদ্ধহস্ত, যাদের অ্যাটমিক পাওয়ার রয়েছে, তারা কেন কয়লা এবং তেল চাইবে, আমি এর উত্তর দিতে পারব না।'

শিল্পপতি হাসলেন, 'কিন্তু আমি পারব। এটাই হল সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে আপনার গল্পটা সত্য। বাহ্যিকভাবে অ্যাটমিক পাওয়ারের জন্যে কয়লা এবং তেলের দরকার রয়েছে। সে যা হোক, ওগুলো দহন করেই শক্তি অর্জন করতে হয়, শক্তি থাকে, সবসময়ই থাকবে, অর্গানিক ক্যামিস্ট্রির বেসিক র ম্যাটারিয়াল ওগুলো। প্লাস্টিক, ডাই, ফার্মাসিউটিক্যাল, দ্রবণ। আনবিক যুগে কোনো শিল্পকারখানা এ দুটো ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। তারপরেও ওরা কম দামে কয়লা এবং তেলের বিনিময় দিচ্ছে তরুণ প্রজন্মের সমস্যা ও অত্যাচার। আমার জবাব হল পণ্যদ্রব্য যদি বিনি পয়সায় পাওয়া যায় তাহলে ভালো।'

জ্যোতির্বিদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওই যে দু'জন তরুণ ছেলে।'

ওদেরকে দেখা যাচ্ছে খোলা জানালা দিয়ে, ঘেসো জমিতে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলতে ব্যস্ত। শিল্পপতির ছেলে কি একটা দেখাল এবং জ্যোতির্বিদের ছেলে মাথা নাড়ল, তারপর ঘরের দিকে দৌড় দিল।

www.BanglaBook.org

শিল্পপতি বললেন, 'তারুণ্য দেখলেন, যাদের কথা বলছিলেন। আমাদের জাতিতে তরুণের অভাব নেই।'

'হ্যা, কিন্তু আমরা তাদেরকে তাড়াতাড়ি বুড়ো বানিয়ে ফেলছি এবং ইচ্ছেমতো আকার দিচ্ছি।'

স্লিম দ্রুত ঘরের ভেতর ঢুকল, দরজাটা বাড়ি খেল সশব্দে তার পেছনে।

জ্যোতির্বিদ মৃদু অখুশি গলায় বললেন, 'এসব কি?'

স্লিম অবাক দৃষ্টিতে তাকাল এবং থমকে দাঁড়িয়ে গেল। 'ক্ষমা চাইছি। আমি জানতাম না এই ঘরে কেউ আছেন। বাধা দেওয়ার জন্য দুঃখিত।' গলার স্বরে দুঃখ স্পষ্ট।

শিল্পপতি বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যুবক।'

কিন্তু জ্যোতির্বিদ বললেন, 'খালি কোনো ঘরের ভেতর ঢোকার পরও তুমি দরজাটা এভাবে স্বশব্দে বন্ধ করতে পার না।'

'ননসেন্স,' শিল্পপতি বললেন। 'ও তো আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি করে নি। ও তরুণ বলে আপনি তাকে বকাঝকা করছেন। আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতেই আছেন।'

স্লিমকে তিনি বললেন, 'এদিকে এস তুমি।'

ধীর পায়ে স্লিম এগিয়ে গেল।

'তোমার কেমন লাগছে এখানে?'

'ভালো, খুব ভালো লাগছে, ধন্যবাদ, স্যার।'

'আমার ছেলে তোমাকে এই জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাবে, দেখাচ্ছে কি?'

'জ্বি স্যার। রেড—আমি মানে—'

'না, না ঠিক আছে, ওকে রেড নামেই ডেক। আমি নিজেও ওই নামে ডাকি। এবার বল তোমরা দু'জন কি নিয়ে অত ব্যস্ত!'

স্লিম অন্য দিকে তাকাল। 'কেন—এই ঘোরাঘুরি করছি, স্যার।'

শিল্পপতি জ্যোতির্বিদের দিকে ফিরলেন। 'দেখলেন তো, তারুণ্যের কৌতূহল এবং অ্যাডভেঞ্চার টিকে আছে। জাতি এটা ভুলতে পারে নি এখনো।'

স্লিম বলল, 'স্যার!'

'হ্যাঁ, বল।'

www.BanglaBook.org

সে অনেক সময় নিয়ে ভাবল ব্যাপারটা। বলল, 'রেড আমাকে ভেতরে পাঠিয়েছে ভালো কিছু খাবার নিয়ে যেতে, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি সে কি বুঝাতে চাইছে। আমি এভাবে বলতে চাইনি।'

'কেন, বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করো। সে তোমাদের জন্যে ভালো কিছু খাবার দেবে।'

'না, না, স্যার। আমি জানোয়ারগুলোর জন্য বলছি।'

'জানোয়ারের জন্যে?'

'জ্বি স্যার। জানোয়াররা কি খায়?'

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি আমার ছেলে পুরোপুরি শহুরে হয়ে গেছে।'

'বেশ,' শিল্পপতি বললেন, 'তাতে কিছু যাবে আসবে না। কি ধরনের জানোয়ার?'

'ছোট একটা, স্যার।'

'ঘাস কিংবা পাতা দিয়ে চেষ্টা করো, যদি সেগুলো না খায় তাহলে বাদাম বা বৈচি জাতীয় কিছু দিতে পার।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' স্লিম দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, দরজাটা আস্তে বন্ধ করে দিল।

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আপনার কি মনে হয় ওরা জ্যান্ত কোনো প্রাণী ধরেছে?' তিনি খুবই উদ্বিগ্ন মনে হল।

'এটা তো হতেই পারে। আমার এস্টেটে কোনো গোলাগুলি হয় না, এবং এলাকাটা খুবই শান্ত। ছোটখাটো প্রাণী এবং ইঁদুরে ভরা। রেড প্রায়ই একটা না একটা প্রাণী ধরে নিয়ে আসে। তবে ওতে তার আগ্রহ বেশিদিন থাকে না।'

তিনি দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালেন। 'আপনার অতিথিরা এতক্ষণ পৌঁছে যাবার কথা, তাই না?'

৩.

দুলুনি একসময় থামল এবং তারপর অন্ধকার। অনুসন্ধানী স্বস্তিবোধ করছিল না ভীনগ্রহের বাতাসে। স্যুপের মতো ঘন বাতাস এবং সে শ্বাস নিচ্ছে ধীরে ধীরে। তারপরেও—

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গীর কাছে যাবার জন্যে তার হঠাৎ করে ইচ্ছে জাগল। গায়ে হাত দিয়ে বুঝল মার্চেন্টের শরীর গরম আছে। তার শ্বাস অস্বাভাবিক, মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। নিশ্চয়ই সে ঘুমুচ্ছে। অনুসন্ধানী প্রথমে দ্বিধা করল, তারপর সিদ্ধান্ত নিল তাকে জাগাবে না। এতে কোনো লাভ হবে না।

তাদের উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। বেশি লাভ করতে গিয়ে তাদের এই অবস্থা। মার্চেন্ট নতুন গ্রহটাকে নিয়ে দশ বছর ব্যবসা করতে পারত নির্বিঘ্নে। পারত নতুন কেউ আসলে তার কাছে উচ্চ দামে ভাড়া দিতে। নতুন গ্রহ খোঁজা হয় গোপনে এবং ব্যবসায়ী কোনো পথের বাইরে গিয়ে। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মহাকাশযান কাছাকাছি এসে পড়বে তার সম্ভাবনা কমই থাকে, তবে তাদেরটায় যেমন ঘটেছে, একটি মহাকাশযান রেঞ্জের ভেতর এসে পড়েছিল। তারপরেও তারা যদি তাদের মহাকাশযানে থাকত, তাহলে এই খাঁচাটার বদলে আরো ভালো হত।

অনুসন্ধানী মোটা শিকগুলো আঁকড়ে ধরল। এই শিকগুলো উড়িয়ে দিলেও, তারা যা পাড়ে, এই উঁচু জায়গায় ঝুলেই থাকত।

ভাগ্যটা খুব খারাপ তাদের। এর আগে দু'বার স্কাউট শিপ নিয়ে নেমেছিল। এই গ্রহের আদিবাসীদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। তারা দেখতে বিশাল তবে নরম প্রকৃতির এবং আক্রমণাত্মক নয়। দেখলে বোঝা যায় তারা একসময় উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী ছিল, কিন্তু প্রযুক্তির সুফল তারা ভোগ করতে পারে নি। এখানকার বাজারটা দারুণ।

এটা একটি ভয়ঙ্কর জায়গা। মার্চেন্ট হতচকিত হয়ে পিছিয়ে পড়েছিল। তার গ্রহের পরিধির মাপ জানা ছিল, কিন্তু দুই লাইট-সেকেন্ড দূরে থাকতে ভিজিপ্লেটের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'অবিশ্বাস্য!'

'ওহ্, অনেক বড় গ্রহ,' অনুসন্ধানী বলে উঠল। একজন অনুসন্ধানী এত সহজে এরকম মন্তব্য করতে পারে না।

'বাসযোগ্য?'

'মনে হয় না।'

'আপনি নিজের গ্রহটাকে সাগরে ফেলে ডুবিয়ে দিতে পারতেন?'

অনুসন্ধানী হাসল। তার আর্কটুরিয়ান গ্রহে ওটা ছিল হালকা গর্ত করা। যে গ্রহটা অন্যান্য গ্রহের চেয়ে অনেক ছোট। সে বলল, 'তা পারতাম না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যবসায়ী তার নিজের চিন্তায় মগ্ন। 'গ্রহের অধিবাসীরা বিশালাকৃতি, তাই নয় কি?'

'আমাদের চেয়ে দশগুণ বড়।'

'আপনি কি নিশ্চিত তারা বন্ধুসুলভ?'

'বলা কঠিন। ভীনগ্রহীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের বিষয়টা অনির্ণেয়। আমার মনে হয়, ওরা বিপদজ্জনক নয়। আমরা অন্য জগতের সাথেও মিশেছি, যারা আনবিক যুদ্ধের পর ইকুইলিব্রিয়াম ঠিক রাখতে পারে নি এবং এর ফলাফল আপনার জানা আছে। অন্তর্মুখিতা। পিছিয়ে যাওয়া। ক্রম-অধপতন এবং নিরীহ স্বভাব বেড়ে যাওয়া।'

'এমন কি অমন দৌতের মতো শরীর নিয়েও?'

'তারপরও গুরুত্ব থেকে যায়।'

এবারেই অনুসন্ধানী ইঞ্জিনে প্রচণ্ড কাঁপুনি টের পেল।

ভ্রূ কুঁচকে সে বলল, 'আমরা বোধ হয় একটু বেশি দ্রুত নেমে যাচ্ছি।'

কয়েক ঘণ্টা আগে নামার ফলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা আছে। ওদের গন্তব্যস্থল অনেক বড় এবং অক্সিজেন ও পানির জগত। যদিও বাসযোগ্যহীন হাইড্রোজেন-অ্যামোনিয়া জগত থেকে অনেক ছোট। কম ঘনত্বের কারণে মাধ্যাকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল, এবং এর মাধ্যাকর্ষণের টান দূরত্বের সাথে বজায় রেখে ধীরে ধীরে মারাত্মক হচ্ছিল। সংক্ষেপে, মাধ্যাকর্ষণের কার্যক্ষমতা ছিল বেশি এবং সে হারে মহাকাশযানের ক্যালকুলেটর অবতরণ শক্তি নির্ণয় করার মতো উন্নত ছিল না। এর মানে হল পাইলটকে ম্যানুয়েল কন্ট্রোল ব্যবহার করতে হবে।

এটা খুব ভালো হত উচ্চ শক্তি সম্পন্ন মডেল ব্যবহার করা, কিন্তু এর ফলে সভ্যতার বাইরে কোথাও চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কালের গভীরে হারিয়ে যাওয়া। ব্যবসায়ী জরুরী অবতরণের জন্য নির্দেশ দিল।

ব্যবসায়ী তার অবস্থান ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করল। সে অনেকটা রেগে বলল অনুসন্ধানীকে, 'আপনি কি ভাবছেন পাইলট তার কাজ জানে না? সে আপনাকে এর আগে নিরাপদে অবতরণ করিয়েছিল।'

হ্যাঁ করিয়েছিল, অনুসন্ধানীর মনে পড়ল, তবে স্কাউট শিপে করে, এমনতর আনম্যানুভারেবল ফ্রেইটারে করে নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে তার চোখ ভিজিপ্লেটের ওপর রাখল। তারা দ্রুত নিচের দিকে পড়ছিল। তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক অনেক দ্রুত নামছে।

মার্চেন্ট কর্কশ গলায় বলল, 'চুপ করে আছেন কেন?'

'বেশ, আমাকে কথা বলতে হলে আমি বলব আপনি আপনার ফ্লোটারটা বাঁধুন এবং ইজেক্টর ব্যবহারে সাহায্য করুন।'

পাইলট যুদ্ধ করে চলেছে ধীরে ধীরে চালানো। সে এটা প্রথম চালাচ্ছে না। এই পরিবেশে, অস্বাভাবিক বেশি এবং ঘন বায়ুস্তরে এমন শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণে মহাকাশাযানটিকে টুকরো টুকরো এবং আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। তারপরেও শেষ পর্যন্ত মনে হল মহাকাশযানটকে নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে।

সে মহাকাশাযানের কোর্স ঠিক করল এবং উত্তর দিকের গন্তব্যের দিকে ঠিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্যভাবে চিন্তা করলে বলা যায় যে, ভাগ্য ভালো থাকলে এই কাহিনী বার বার বলা হত, এবং মুখে মুখে ছড়িয়ে যেত। যখন সফল হবার মুখে, ক্লান্ত শরীর, ক্লান্ত স্নায়ু নিয়ে একটা কন্ট্রোল বার ধরে রাখা অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করে। মহাকাশাযানটি ভাসতে ভাসতে একসময়ে নিচে নেমে যেতে লাগল।

ভুলের কোনো সংশোধন করার উপায় ছিল না। এক মাইল উপরে মাত্র। পাইলট তখনো তার আসনে বসে আছে। তার একমাত্র চিন্তা আছড়ে পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে মহাকাশযানটিকে কিভাবে ভাসিয়ে রাখা যায়। সে রক্ষা পায় নি। মহাকাশযানটি যখন স্যুপের মতো ঘন বায়ুস্তরে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল সে, ঠিক তখনই কয়েকটি ইজেক্টর কাজ করলেও কাজের সময় শুধুমাত্র একটাই কাজে লাগাতে পেরেছিল।

অনুসন্ধানীর জ্ঞান ফেরার পর উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল সে এবং মার্চেন্ট ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। এমনো হতে পারে তার ধারণা ভুল। মাটি থেকে বেশি উপরে থাকতেই তার ফ্লোটারটিতে আগুন ধরে যায় এবং মাটিতে আছড়ে পড়ে সে জ্ঞান হারায়। মার্চেন্ট হয়তো তার চেয়েও খারাপ অবস্থায় ছিল।

সে পড়ে আছে ঘন রশির মতো মোটা মোটা ঘাসের মধ্যে এবং দূরের গাছগুলো তার নিজের গ্রহ আর্কটুরিয়ানের মতো, শুধু এখানকার গাছগুলোর নিচের ডালগুলো তার গ্রহের গাছের তুলনায় অনেক উঁচুতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে ডাকল মার্চেন্টকে, ঘন বায়ুস্তরে তার গলার শব্দ গম্ভীর শোনাল। মার্চেন্ট জবাব দিল। অনুসন্ধানী তার দিকে এগিয়ে গেল ঘন ঘাস ঠেলে ঠেলে সরিয়ে।

'আঘাত পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল।

কঁকিয়ে উঠল মার্চেন্ট, 'মোচকেচে বোধ হয়। হাঁটলে ব্যাথা করে।'

অনুসন্ধানী আলতো করে পরীক্ষা করল ক্ষতস্থান। 'আমার মনে হয় না ভেঙ্গেছে। ব্যাথা লাগলেও আপনাকে হাঁটতে হবে।'

'আগে একটু বিশ্রাম নিলে হয় না?'

'জরুরী বিষয় হল মহাকাশযানটিকে খুঁজে বের করতে হবে। ওটা যদি উড়তে পারে কিংবা মেরামতযোগ্য হয় তাহলে আমরা হয়তো বেঁচে যাব। তা না হলে মৃত্যু অনিবার্য।'

'একটু দাঁড়ান, আমাকে দম নিতে দাও।'

অনুসন্ধানী ওই কয়েক মিনিটের জন্য খুশি হল। মার্চেন্ট চোখ বুঁজে পড়ে রইল। সে-ও চোখ বুজল।

পায়ের শব্দে চোখ খুলল সে। 'অচেনা অজানা গ্রহে কখনো ঘুমুতে হয় না,' সে নিজেকেই বলল।

মার্চেন্টও চোখ খুলেছে এবং ভয়ে সে চিৎকার করে উঠল।

অনুসন্ধানী বলল, 'এই গ্রহের একজন বাসিন্দা। ও আপনার কোনো ক্ষতি করবে না।'

কিন্তু কথা না বলে দৌত্যটা চকিতে নিচু হল, পরমুহূর্তে তাদের দুজনকে ধরে ফেলল খপ করে। তুলে ধরল তার দৌত্যের মতো শ্রিশ্রি শরীরটার কাছে।

নিজেকে মুক্ত করার জন্য মার্চেন্ট আপ্রাণ চেষ্টা করল। ব্যর্থ হল। 'আপনি ওর সাথে কথা বলতে পারেন না?' চিৎকার করে বলে উঠল সে।

অনুসন্ধানী শুধু তার মাথাটা নাড়াতে পারল। 'ওটার সাথে প্রজেক্টরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারছি না। ওটা শুনবে না।'

'তাহলে উড়িয়ে দিন। ধ্বংস করে দিন।'

'আমরা সেটা করতে পারি না।' মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল "আস্ত বোকা"। অনুসন্ধানী অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল। দৌত্যের হাতের মধ্যে ওরা হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন নয় ?' মার্চেন্ট চেঁচিয়ে বলল। 'ব্লাস্টারটা তো আপনার হাতের কাছেই। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। পড়ে যাবার ভয় পাবেন না।'

'তারপরে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার। যদি এই দৌত্যটা মারা যায়। আপনি কখনোই এই গ্রহের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন না। এই গ্রহ ছেড়ে যেতেও পারবেন না। এমন কি একদিনও বেঁচে থাকবেন কিনা সন্দেহ।'

'কেন ? কেন ?

'কারণ এটা এখানকার তরুণ প্রজাতি। আপনি তো ভালো করেই জানেন যে একজন ভীনগ্রহের মার্চেন্টর হাতে একজন অধিবাসী তরুণের মৃত্যু হলে তার কি শাস্তি হবে, এমন কি সে হত্যা দুর্ঘটনাক্রমে হলেও। এরচেয়ে বড় কথা হল, যদি এটা আমাদের গন্তব্য হয়ে থাকে তাহলে আমরা হয়তো, শক্তিশালী অধিবাসীর এস্টেটে এসে পড়েছি। এটা সম্ভবত তারই সন্তান।'

এইভাবেই তারা বন্দি হয়েছিল। ওরা সাবধানে মোটা শক্ত আচ্ছাদনের একটা অংশ পুড়িয়ে ফেলেছিল। এটা ঠিক যে ওদেরকে এত উপরে যেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেখান থেকে লাফ দেয়া মানেই হল মৃত্যু।

এখন, আবার খাঁচাটা নড়ে উঠল এবং উপরের দিকে উঠে গেল। মার্চেন্ট গড়িয়ে খাঁচার নিচের দিকে চলে গেল এবং হতবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। খাঁচার ওপর ঢাকনাটা খুলে গেল এবং আলোর বন্যা বয়ে গেল। আগের সেই দুই তরুণ প্রজাতিকে দেখা গেল। বড়দের তুলনায় তাদের চেহারার কোনো পার্থক্য নেই, অনুসন্ধানীর মনে হল, তবে বড়দের তুলনায় তারা বেশ ছোট।

শিকগুলোর ফাক দিয়ে সবুজ সবুজ নল খাগড়া জাতীয় কিছু গুঁজে দিচ্ছে ওরা। ওগুলোর গন্ধ খুবই খারাপ এবং নিচের দিকে লেগে আছে মাটি।

মার্চেন্ট সরে গেল, ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কি করছে ?'

অনুসন্ধানী বলল, 'আমাদের খাওয়ানর চেষ্টা করছে, আমার বিচারে তাই বলে। মনে হচ্ছে এগুলো এ গ্রহের ঘাস।'

www.BanglaBook.org

ঢাকনাটা আবার টেনে দেওয়া হল এবং আবার দুলতে শুরু করল ওরা, ওদের খাবারগুলোসহ।

৪.

স্লিম পায়ের শব্দ শুনে শুনে এগিয়ে যাচ্ছিল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেডকে দেখে।

সে বলল, 'কেউ নেই আশেপাশে। বাজি ধরতে পার, তোমার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি ক্লান্ত।'

রেড বলল, 'স্ স্ স্। দেখ।এগুলো নাও এবং খাঁচার ভেতর রেখে এস। আমাকে এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

'এগুলো কী?' নিরুৎসাহিত গলায় বলল স্লিম।

'মাংসের কিমা। ওহ্ গড, তুমি কি এর আগে মাংসের কিমা দেখ নি? তোমাকে যখন ঘরে পাঠালাম তখন তুমি তা না এনে নিয়ে আসলে কতগুলো ঘাস।'

স্লিম আহত হল ওর কথায়। 'আমি কি করে জানব ওরা ঘাস খায় না! তাছাড়া মাংসের কিমা ঘাসের মতো খোলা জায়গায় পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় স্যালোফ্যানে মোড়ান এবং রং এরকম নয়।'

'ঠিক বলেছ—তবে শহরে পাওয়া যায়। এখানে আমরা নিজেরাই কিমা তৈরি করি এবং তার রং এরকমই রান্না করার আগ পর্যন্ত।'

'তুমি বলতে চাইছ এগুলো রান্না করা নয়?' স্লিম ছিটকে সরে গেল।

রেড চেহারায় বিরক্তি স্পষ্ট। 'তোমার কি ধারণা জন্তু-জানোয়ার রান্না করা খাবার খায়? এদিকে এস, ধরো এগুলো। এগুলো তোমাকে আঘাত করবে না। আমি তোমাকে আগে বলেছি আমাদের হাতে সময় নেই একদম।'

'কেন? বাড়িতে কি হচ্ছে?'

'আমি জানি না। বাবা এবং তোমার বাবা এদিকে আসছেন। আমার মনে হয় তাঁরা আমাকেই খুঁজছেন। হয়তো কুক বলে দিয়েছে আমি মাংস এনেছি। যাই হোক, আমরা চাই না আমাদের খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে তাঁরা হাজির হোক।'

'তুমি কি কুককে বল নি এগুলো আনার সময়?'

www.BanglaBook.org

'কাকে ? ওই খিটখিটে বুড়িকে ? ওই বুড়ি আমাকে বাবার হুকুম ছাড়া এক গ্লাস পানি দেবে না কারণ বাবাই তাকে বানিয়েছে। এস। এগুলো ধরো।'

স্লিম হাতে নিল মাংসের দলাটা এবং তার গা শিরশির করে উঠল মাংসে স্পর্শে। সে বার্নের দিকে এগিয়ে গেল এবং রেড যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল।

রেড তার চলার গতি কমাল দুইজনের বাবা এদিক আসছে দেখে। লম্বা লম্বা কয়েকটা শ্বাস নিয়ে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে গেল। উদ্বেগহীন এবং অলস ভঙ্গীতে হাঁটতে লাগল সে। (দুইজনের বাবা সোজা বার্নের দিকে এগিয়ে আসছেন, কিন্তু থামছেন না।)

রেড তাঁদের সামনে গিয়ে বলল, 'হাই, ডেড। হ্যালো, স্যার।'

শিল্পপতি বললেন, 'একটু দাঁড়াও, রেড। তোমাকে একটা প্রশ্ন করব।'

রেড সতর্ক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল। 'বল বাবা ?'

'তোমার মা বলেছে তুমি আজ খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছ।'

'খুব ভোরে নয়, বাবা। নাস্তার ঠিক আগে আগে।'

'সে বলেছে তুমি রাতের বেলায় ঠিকমতো ঘুমোতে পারনি।'

জবাব দেওয়ার আগে রেড একটু সময় নিল। সে কি তার মাকে এ কথা বলেছে ?

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কি ঘটেছিল যে তোমাকে জেগে থাকতে হয়েছিল ?'

রেড দেখল এতে কোনো বিপদের গন্ধ নেই। সে বলল, 'আমি জানি না, বাবা। বাজ পড়ার শব্দ মনে হয়েছিল, হালকা। আবার সংঘর্ষ হবার শব্দও শুনেছিলাম, হালকা।'

'কোন দিক থেকে আসছিল সেটা কি বলতে পারবে ?'

'পাহাড়ের ওদিক থেকে আসছিল মনে হল।' এটা সত্য এবং এতে তারই লাভ হয়েছে, কারণ বার্নটা ঠিক পাহাড়ের উল্টো দিকে।

শিল্পপতি তাঁর অতিথির দিকে তাকালেন। 'পাহাড়ের দিকে হেঁটে গেলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আমি প্রস্তুত।'

রেড তাঁদের চলে যাওয়াটা লক্ষ করল, এবং উল্টোদিকে ফিরতেই দেখল স্লিম ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে।

রেড হাত নেড়ে তাকে বলল, 'চলে এস।'

স্লিম বেরিয়ে এল ঝোপের ভেতর থেকে। 'তাঁরা কি মাংস নিয়ে কিছু বলেছেন?'

'না। আমার মনে হয় তাঁরা এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাঁরা পাহাড়ের দিকে গেছেন।'

'কেন গেছেন?'

'খুঁজতে। তাঁরা আমার শোনা শব্দের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আচ্ছা, জানোয়ারগুলো কি মাংস খেয়েছে?'

'না', স্লিম বলল সতর্কভাবে, 'তারা মাংসের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, গন্ধ শুঁকে দেখল, ব্যাস।'

'ঠিক আছে,' রেড বলল, 'আমার মনে হয় ওরা খাবে। ওদেরকে কিছু একটা তো খেতে হবেই। চল পাহাড়ের দিকে যাই। দেখি বাবা এবং তোমার বাবা সেখানে কি করছেন।'

'জানোয়ারগুলোর কি হবে?'

'ওগুলো ঠিক থাকবে। সব সময় ওদের দিকে চোখ লাগিয়ে রাখা যাবে না। তুমি কি ওদেরকে পানি দিয়েছ?'

'অবশ্যই। তারা পানি খেয়েছে।'

'দেখলে। এবার চল। লাঞ্চের পর ওদের এসে দেখে যাব। আমি তোমাকে কি বলেছি। এবার ফল নিয়ে আসব ওদের জন্যে। ফল সব প্রাণীই খায়।'

ওরা একসঙ্গে উপরে উঠতে লাগল, রেড বরাবরের মতো আগে আগে।

৫.

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আপনার কি মনে হয় তাদের মহাকাশযান অবতরণের শব্দ ছিল ওটা?'

'আপনার কি তা মনে হয় না?'

'যদি তাই হয়, তাহলে তারা সবাই মারা গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হয়তো না।' শিল্পপতি ভ্রু কুঁচকে বললেন।

'তারা যদি অবতরণ করেই থাকে তাহলে বেঁচে আছে। কিন্তু গেল কোথায় ?'

'ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা যাক', ভ্রু কুঁচকে আছে তখনো।

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ওরা বন্ধুভাবাপন্ন নাও হতে পারে।'

'না, না। আমি তাদের সাথে কথা বলেছি।ওরা—'

'আপনি তাদের সাথে কথা বলেছেন ঠিকই। প্রাথমিক পরিদর্শন হতে পারে। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপটা কি ? আগ্রাসন ?'

'কিন্তু ওদের তো একটাই মহাকাশযান, স্যার।'

'আপনি ওটাই জানেন, কারণ ওরা তাই বলেছে। তাদের একটা ফ্লিটও রয়েছে।'

'আমি আপনাকে তাদের আকৃতি সম্পর্ক বলেছি। তারা—'

'তাদের আকৃতিতে কিছু আসে যায় না যদি তাদের হাতে অস্ত্র থাকে যা আমাদের যুদ্ধাস্ত্র থেকে অনেক অনেক উন্নত।'

'আমি তা বলতে চাইনি।'

'প্রথম থেকেই আমার এটা মনে হয়েছিল।' শিল্পপতি বলে চললেন। 'এই জন্যেই আমি আপনার চিঠি পাওয়ার পরও ওদের সাথে দেখা করতে রাজি হয়েছি। রাজি হয়েছি অবাস্তব এবং অসম্ভব ব্যবসার কারণে নয়, দেখতে চেয়েছি তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি। ওরা যদি কৌশলে মিটিংটা এড়িয়ে যায় তাহলে কিছু করার নেই।'

ফোঁস করে শ্বাস ফেলে তিনি আবার বললেন, 'এটা আমাদের দোষ নয়। আপনি আপনার মতে ঠিকই আছেন। বহুদিন ধরে বিশ্ব শান্তিতে আছে। সন্দেহ করার মতো অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছি।'

জ্যোতির্বিদের নরম সুর তীব্র হয়ে উঠল। বললেন, 'আমি কথা বলব। আমি আপনাকে বলেছি তাদের শত্রু ভাবার কোনো কারণ নেই। ওরা ছোট এটা ঠিক, কিন্তু এর সঙ্গত কারণ রয়েছে, ওদের নিজেদের গ্রহটাও ছোট। আমাদের মাধ্যাকর্ষণ তাদের জন্য স্বাভাবিক, তবে উচ্চ মহাকর্ষীয় শক্তির কারণে আমাদের বায়ুমণ্ডল বেশ ভারি, দীর্ঘদিন অবস্থানের জন্যে তাদের সমস্যা। একই কারণে আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের জন্যে

www.BanglaBook.org

ঘাঁটি হিসেবে পৃথিবীকে ব্যবহার করা, কিছু বস্তুর ব্যবসা ছাড়া লাভজনক হবে না। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা হল জীবনযাত্রার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে যা মাটির ভিন্নতার কারণে। ওরা আমাদের খাবার যেমন খেতে পারবে না, তেমন আমরাও পারব না।'

'এ অবস্থা অবশ্যই কাটান যাবে। ওরা ওদের খাবার নিয়ে আসবে, নিম্ন বায়ুচাপ বিশিষ্ট ডোম বানাতে পারে, বিশেষ ডিজাইনের মহাকাশযান বানাতে পারে।'

'তারা পারে। আপনি সহজভাবে যে সব কাজের কথা বললেন তরুণ প্রজাতির জন্য খুবই সহজ কাজ। তবে এত সাধারণ যে তাদের এসব কিছুই করতে হবে না। গ্যালাক্সিতে লক্ষ লক্ষ বিশ্ব আছে তাদের জন্যে। তাদের এটার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'আপনি কি করে জানেন? এগুলোও তো তাদের দেওয়া তথ্য।'

'আমি নিজে নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। আফটার অল, আমি একজন জ্যোতির্বিদ।'

'তা ঠিক। চলুন হাঁটতে হাঁটতে আপনার কথা শোনা যাক।'

'তাহলে শুনুন, স্যার, দীর্ঘদিন যাবত আমাদের জ্যোতির্বিদরা ধারণা করে আসছে যে, দুইটি সাধারণ ধরনের গ্রহ আছে। প্রথমটি হল গ্রহমণ্ডলের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে এবং এরা খুব শীতল এবং হাইড্রোজেনপূর্ণ। এই গ্রহগুলো আকারে বড় এবং এই সব গ্রহে হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসে পূর্ণ। এই জাতীয় গ্রহের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে বিশাল বিশাল দূরবর্তী গ্রহগুলো। দ্বিতীয়টি হল গ্রহমণ্ডলের কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত গ্রহগুলো। এসব গ্রহগুলোর তাপমাত্রা অনেক বেশি, তাই হাইড্রোজেন ধরে রাখা সম্ভব নয়। আকারে এগুলো ছোট হয়। তুলনামুলকভাবে এসব গ্রহে হাইড্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি। আমরা এ ধরনের গ্রহ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কারণ এর একটিতে আমরা বাস করি। আমাদের সোলার সিস্টেম সম্পর্কে সবই জানি। এইভাবেই আমরা দুই ধরনের গ্রহ সম্পর্ক জানি।'

'এ থেকে ধরা যায় যে আরো এক ধরনের আছে।'

'হ্যাঁ। ঘন আবহমণ্ডলীয় শ্রেণীর, আরো ছোট, সোলার সিস্টেমের ইনার প্লানেটগুলোর তুলনায় হাইড্রোজেনের চেয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক কম। পুরো গ্যালাক্সিতে হাইড্রোজেন-অ্যামোনিয়া গ্রহ এবং

www.BanglaBook.org

এখানে মনে রাখতে হবে যে গ্যালাক্সির উল্লেখযোগ্য বড় অংশের সার্ভে করেছেন যা আমরা আন্তঃনক্ষত্রীয় ভ্রমণ ছাড়া বের করতে পারি না— আনুপাতিক হার হল তিনভাগের একভাগ। এইভাবেই পড়ে আছে অসংখ্য ঘন আবহমণ্ডলীয় গ্রহ যেগুলো এখনো আবিষ্কার করা হয়নি এবং যেখানে কলোনি গড়ে তোলা হয়নি।'

শিল্পপতি নীল আকাশের দিকে তাকালেন এবং সবুজ গাছগুলোর দিকে তাকালেন হেঁটে যাবার সময়। তিনি বললেন, 'আমাদের পৃথিবীর মতো?'

জ্যোতির্বিদ নরম সুরে বললেন, 'ওরা আমাদের সৌরজগতটাই প্রথম খুঁজে পেয়েছে যে সৌরজগতের বাসিন্দা তারাও। বাহ্যত আমাদের সৌরজগতের উন্নতি হয়েছে এবং সাধারণ কোনো নিয়ম মেনে চলে না।'

শিল্পপতি সেটা মানলেন।'এর অর্থ কি এই যে মহাশূন্য থেকে আসা প্রাণীগুলো কোনো গ্রহাণুর বাসিন্দা।'

'না, না। গ্রহাণু সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আমার যদ্দুর মনে পড়ে প্রতি আটটি স্টেলার সিস্টেমে একটি করে গ্রহাণু থাকে। কিন্তু ওরা সম্পূর্ণ আলাদা জগত থেকে এসেছে যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।'

'আপনি একজন জ্যোতির্বিদ হয়েও তাদের অসমর্থিত বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে তথ্য পরিবর্তন করছেন?'

'কিন্তু তারা নীরস কোনো তথ্যের সীমাবদ্ধতায় আটকে রাখেনি। তারা আমাকে নক্ষত্রের ক্রমবিকাশের একটা থিয়োরি জানিয়েছে যা আমি গ্রহণ করেছি এবং আমাদের অ্যাস্ট্রোনোমির তুলনা সেটা অনেক তথ্যবহুল এবং সাম্প্রতিক। মনে রাখবেন থিয়োরিটা ম্যাথেমেটিক্যাল ডেভোলপমেন্টের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এবং তাই তারা সে রকম একটা ছায়াপথের ওপর ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে যেমনটা তারা বলেছে। তাই আপনি দেখে থাকবেন তারা যখন ইচ্ছে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে বিচরণ করতে পারে। তারা জমির জন্য ক্ষুধার্থ নয়, অন্ততঃ আমাদের পৃথিবী নয়।'

'হয়তো আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। তবে এটা ঠিক প্রাণীগুলো বুদ্ধিমান এবং যুক্তিবাদী নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা বুদ্ধিমান ছিলেন তবে যুক্তিবাদী ছিলেন না। আমাদের ইতিহাসবিদরা আজো সঠিক

www.BanglaBook.org

কোনো কারণ খুঁজে পাননি, কেন পারমাণবিক যুদ্ধ করে তাদের নিজেদের বিস্ময়কর সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেললেন ?' শিল্পপতি গভীরভাবে চিন্তা করলেন এটা নিয়ে। 'প্রথম অ্যাটম বোমাটা ইস্টার্ন আইল্যান্ড অব সান-এ—আমি আদি নামটা ভুলে গেছি—ফেলার পর একটাই পরিণতি ছিল, একটা সোজা পরিণতি। তারপরেও ঘটনাপ্রবাহ সেদিকেই ঠেলে দিয়েছে।'

তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে বিরক্তির সাথে বললেন, 'আমরা এখন কোথায় আছি ? আমি বিস্মিত হই যে আমরা কোনো নিরর্থক কাজ করছি না তো।'

কিন্তু জ্যোতির্বিদ একটু এগিয়ে ছিলেন এবং গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'না নিরর্থক কোনো কাজ করছি না। ওই যে দেখুন।'

৬.

রেড এবং স্লিম তারুণ্যের অভিজ্ঞতায় বড়দের অনুসরণ করে গেল। তাদের বাবারা দুঃশ্চিন্তায় ছিল বলে ওদের দিকে মনোযোগ ছিল না। ওদের দৃষ্টি আটকে গেল একটি বস্তুর ওপর। ওটা পড়ে ছিল ঝোপঝাড়ের আড়ালে যার এপাশে ছিল ওরা।

রেড বলল, 'ওই যে দেখ। ওটা চকচকে রূপো কিংবা অন্য কিছু।'

স্লিম সত্যি সত্যি উত্তেজিত ছিল। সে জানে ওটা কি। 'আমি জানি ওটা কি। ওটা একটা মহাকাশযান। এ কারণেই আবার বাবা এখানে এসেছেন। তিনি হলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ এবং তোমার বাবা আমার বাবাকে ডাকবেনই যদি এ্যাস্টেটের ভেতর কোনো মহাকাশযান নামে।'

'তুমি এসব কী বলছ ? বাবা তো জানেনই না ওটা এখানে আছে। তিনি এখানে এসেছেন, আমি তাকে বজ্রপাতের মতো শব্দের কথা বলেছিলাম বলে। আর তাছাড়া ওটা কোনো মহাকাশযানই নয়।'

'অবশ্যই ওটা মহাকাশযান। ভালো করে দেখ ওটাকে। গোলাকার বস্তুগুলো দেখ। ওগুলো হল পোর্ট। আর ওগুলো হল রকেট টিউব।'

'এত সব জানলে কি করে তুমি?'

স্লিম লাল হয়ে উঠল। বলল, 'এ বিষয়ে আমি পড়েছি। আমার বাবার এ বিষয়ে অনেক বই আছে। পুরনো বই। অনেক আগের।'

www.BanglaBook.org

'এবার বুঝতে পারছি তুমি বানিয়ে বলছ। অনেক আগের বই।'

'আমার বাবার কাছে এ ধরনের বই থাকবেই। কারণ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ান। ওটা তাঁর কাজ।'

ওর গলা চড়ে গিয়েছিল, রেড তাকে থামিয়ে দিল। 'তুমি কি চাও আমাদের কথা তাঁরা শুনতে পাক?' ফিস ফিস করে বলল রেড।

'ওটা একটা মহাকাশযান।'

'ঠিক আছে স্লিম, তুমি কি বলতে চাইছ অন্য কোনো জগত থেকে ওই মহাকাশযানটা এসেছে?'

'নিশ্চয়ই। তাকিয়ে দেখ আমার বাবা ঘুরে ঘুরে দেখছেন। অন্য কিছু হলে তাঁর কোনো আগ্রহ থাকত না।'

'অন্য জগত! ওদের অন্য জগতটা কোথায়?'

'সবজায়গায়। গ্রহগুলো কি? আমাদের মতো ওদেরও জগত আছে। তারাগুলোরও আলাদা গ্রহ আছে। সম্ভবতঃ কোটি কোটি গ্রহ আছে।'

রেডের নিজেকে বোকা বোকা মনে হল। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

'ঠিক আছে, তাহলে। আমি তোমাকে দেখাচ্ছি।'

'দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'নিচে ওখানে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে। আমি মনে করি বাবা বললে তুমি বিশ্বাস করবে। আমার মনে হয় অ্যাস্ট্রোনমির প্রফেসর বললে তুমি বিশ্বাস—'

সে সোজা সেদিকে যেতে লাগল।

রেড বলল, 'এই তুমি নিশ্চয়ই চাও তাঁরা আমাদের দেখে ফেলুক। আমাদের এখানে আসার কথা নয়। তুমি কি চাও তারা আমাদের প্রশ্ন করে প্রাণীগুলোর কথা জেনে ফেলুক?'

'আমি কেয়ার করি না। তুমি বলেছ আমি পাগলামি করছি।'

'টিকটিকি! তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে কাউকে কিছু বলবে না।'

'আমি তাদের কিছুই বলব না। কিন্তু তাঁরা যদি খুঁজে পেয়ে যান। তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে। তুমিই প্রথম ঝগড়া শুরু করেছিলে এবং আমাকে পাগল বলেছিলে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে, আমি কথা ফিরিয়ে নিলাম,' অসন্তোষভরে বিড়বিড় করে বলল রেড।

'ঠিক আছে। তুমি যা বল।'

স্লিম এতে হতাশ হল। সে চেয়েছিল মহাকাশযানটাকে কাছে থেকে দেখবে। তারপরও সে তার কথার বরখেলাপ করবে না এমনকি তাকে যদি অপমান করা হয়।

রেড বলল, 'এটা একটা খুবই ছোট মহাকাশযান।'

'অবশ্যই, সম্ভবতঃ এটা একটা স্কাউট শিপ।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি বাবা এটার ভেতর ঢুকতে পারবে না।'

স্লিম বুঝতে পারল কথাটা সত্য। এটা তার তর্কের দুর্বল জায়গা তাই সে চুপ করে থাকল।

রেড উঠে দাঁড়াল; একটা বিরক্তিকর ভাব তাকে ঘিরে ধরেছে। 'ঠিক আছে, আমার মনে হয় এবার আমাদের চলে যাওয়া উচিত। আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো মহাকাশযান কিংবা যাই হোক না কেন তা দেখলে চলবে না। আমরা যদি সার্কাসে ঢুকতে চাই তাহলে ওই প্রাণীগুলোর যত্ন নিতে হবে।এটাই হল সার্কাসের প্রথম নিয়ম। প্রাণীর যত্ন নিতে হবে। এবং,' সে কথাটা শেষ করল কর্তব্যপরায়ণের মতো, 'আমি তাই করব ঠিক করেছি।'

স্লিম বলল, 'কিসের জন্যে যাবে, রেড ? ওদের অনেক মাংস দেওয়া হয়েছে। এদিকে কি হয় তাই দেখি।'

'দেখার কিছুই নেই। ওই যে দেখ বাবা এবং তোমার বাবা চলে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় দুপুরের খাবার সময় হয়ে গেছে।'

রেড তর্ক জুড়ে দিল। 'দেখ, স্লিম, আমরা এমন কিছু করতে পারি না যা তাদের সন্দেহ জাগাতে পারে কিংবা খতিয়ে দেখতে শুরু করে। তুমি কি কোনো গোয়েন্দা গল্প পড় নি ? যখন তুমি বড় কোনো কাজ হাতেনাতে ধরা না পরে করতে চাও তাহলে তোমাকে স্বাভাবিক অভিনয় করে যেতে হবে। এটা হল প্রথম নিয়ম—'

'ঠিক আছে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্লিম উঠে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে অ্যাস্ট্রোনমির পাশে সার্কাস বিষয়টাকে একদম বাজে মনে হল। সে ভেবে অবাক হল, কি করে রেডের এই বাজে কাজে জড়িয়ে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা ঢাল বেয়ে নামতে লাগল। স্লিম বরাবরের মতো পেছন পেছন আসতে লাগল।

৭.

শিল্পপতি বললেন, 'ওটার নির্মাণশৈলী আমাকে আকৃষ্ট করেছে। আমি অমন সুন্দর কাজ আগে দেখিনি।'

'তাতে লাভটা কি?' বিরক্তির সাথে জ্যোতির্বিদ বললেন। 'কিছুই তো নেই। দ্বিতীয়বার ল্যান্ডিং-এর কোনো সম্ভাবনা নেই। এই মহাকাশযানটি হঠাৎ করেই আমাদের গ্রহে প্রাণের সন্ধান পেয়ে যায়। অন্য অভিযাত্রী দল এত কাছাকাছি আসবে না আমাদের সৌরজগতে ঘন আবহাওয়ামণ্ডলীয় গ্রহের তথ্য পক্ত করতে।'

'ঠিক আছে, ক্র্যাশ ল্যান্ডিং নিয়ে এত কথা বলার দরকার নেই।'

'মহাকাশযানটার তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। কেউ যদি বেঁচে থাকে তাহলে মেরামত করে নিতে পারবে।'

'ওরা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে ওদের সাথে কোনো ব্যবসা হবে না। ওরা খুব বেশি অন্যরকম। খুব বেশি ঝামেলার। সে যাই হোক— সব শেষ।'

তাঁরা ঘরে ঢুকলেন। শিল্পপতি তাঁর স্ত্রীকে শান্ত গলায় বললেন, 'লাঞ্চ কি প্রস্তুত?'

'আমার মনে হয় না। আসলে—,' অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে জ্যোতির্বিদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন।

'সমস্যাটা কি?' শিল্পপতি জিজ্ঞেস করলেন। 'আমাকে বলা নি কেন? আমার মনে হয় আমাদের অতিথি এতে কিছু মনে করবেন না।

'আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না,' বিড়বিড় করে জ্যোতির্বিদ বললেন। ঘরে এক কোণে চলে গেলেন তিনি।

স্ত্রী নিচু গলায় দ্রুত বলে গেলেন, 'বাবুর্চি সব গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছে। আমি তাকে ঘণ্টাখানেক ধরে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। সত্যি বলতে কি রেড কেন এ কাজটা করল বুঝতে পারছি না।'

'কি করেছে?' শিল্পপতি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

স্ত্রী বললেন, 'সে কিমার মাংসের সবটাই নিয়ে গেছে।'

'সে কি খেয়ে ফেলেছে?'

www.BanglaBook.org

'আমার মনে হয় না। ওটা তো কাঁচা মাংস।'

'তাহলে সে ওগুলো কী করবে?'

'আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমি তাকে নাস্তার সময় থেকে দেখছি না। এদিকে বাবুর্চি রেগে আগুন। সে রেডকে কিচেন থেকে বেরোতে দেখেছে। দেখল কিমার মাংসের বাটি খালি। লাঞ্চের জন্য রান্না করার কথা। তুমি তো তাকে ভালো করেই চেন। দুপুরের খাবারের মেন্যু পরিবর্তনের ফলে সে সারা সপ্তাহ ধরে ঘ্যান ঘ্যান করবে। তুমি রেডের সাথে কথা বলে দেখ এবং বলে দিও সে যেন আর এ কাজ না করে। দরকার পড়লে সে বাবুর্চির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে কোনো ক্ষতি নেই।'

'এতে এমন কি হয়েছে। সে তো আমাদের জন্যই কাজ করছে। লাঞ্চের মেন্যু পরিবর্তনে আমাদের আপত্তি না থাকলে তার সমস্যাটা কোথায়?'

'কারণ, এতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সে কাজ ছেড়ে চলে যাবে বলেছে। ভালো বাবুর্চি পাওয়াটা সহজ নয়। আগের বাবুর্চির কথা তোমার মনে আছে?'

শক্ত যুক্তি।

শিল্পপতি অসহায়ভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। রেড এখানে নেই মনে হয়। ও আসলে পরে ওর সাথে কথা বলব।'

'তুমি বরং এখনই বল। ওই যে ও আসছে।'

রেড ঘরে এসে ঢুকল এবং ফূর্তি গলায় বলল, 'লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে, তাই না।' সে দ্রুত এক অভিভাবক থেকে আরেক অভিভাবকের ওপর চোখ বুলিয়ে আনল। দেখল তাঁরা তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'পরিষ্কার হয়ে আসি আগে,' বলেই অন্য দরজার দিকে পা বাড়াল।

শিল্পপতি বললেন, 'এক মিনিট, বৎস।'

'জ্বি।'

'তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

রেড বলল অসতর্কভাবে, 'এদিক ওদিক আছে। আমরা একসাথেই হাঁটছিলাম তারপর হঠাৎ দেখি সে নেই।' এটা সে সত্য বলেছে। 'আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে বলেছিলাম লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম, "লাঞ্চের সময় বোধ হয় হয়ে গেছে।" বলেছিলাম, "আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত।" সে বলেছিল, "হ্যাঁ।" তারপর আমরা হাঁটতে লাগলাম। ক্রিকের কাছে এসে আমি আমার পাশে তাকালাম এবং—'

জ্যোতির্বিদ লম্বা গল্পের মাঝখানে বাধা দিলেন, ম্যাগাজিন থেকে মুখ তুলে তাকালেন। 'আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ভাবছি না। সে পুরোপুরি আত্মনির্ভর। ওর জন্যে লাঞ্চের অপেক্ষার দরকার নেই।'

'লাঞ্চ এখনো প্রস্তুত হয় নি, ডক্টর।' শিল্পপতি আবার তাঁর ছেলের দিকে তাকালেন। 'আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হল রান্নার উপকরণে কিছু ঘাটতি পড়েছে। এ ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলবে?'

'জ্বি।'

'আমার মেজাজ গরম হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে যে বিষয়টা তোমাকে খুলে বলতে হচ্ছে বলে। কিমার মাংস নিয়েছ কেন?'

'কিমার মাংস?'

'হ্যাঁ, কিমার মাংস।' ধর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি।

রেড বলল, 'আমি, আমি, আমার—'

'ক্ষিদে পেয়েছিল?' বাবা বলে দিলেন। 'কাঁচা মাংস?'

'না, না, বাবা। আমার দরকার পড়েছিল।'

'কিসের জন্যে দরকার পড়েছিল?'

রেড বিব্রতবোধ করল এবং চুপ করে রইল।

জ্যোতির্বিদ আবার বলে উঠলেন। 'আপনি যদি কিছু না মনে করেন তাহলে কিছু বলতে চাই—আপনার কি মনে আছে বাড়ির পর পর আমার ছেলে এসে বলেছিল পশু কি খায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমি কী করে ভুলে গেলাম ব্যাপারটা। রেড, তুমি কি কোনো পোষা প্রাণীর জন্যে নিয়ে গিয়েছিলে?'

রেড একটা চাপা ক্ষোভের শ্বাস ফেলল। তারপর বলল, 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন স্লিম এখানে এসে বলেছে যে আমার পোষা জন্তু আছে? সে এখানে এসে তাই বলেছে? সে বলেছে আমার পোষা প্রাণী আছে?'

'না, সে বলেনি। সে শুধু জিজ্ঞেস করেছে পশু কি খায়। ব্যাস। তোমার কাছে সে যদি কোনো প্রতিজ্ঞা করে থাকে তাহলে সে তা ভাঙ্গে নি। এটা তোমার বোকামি, অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু নিয়ে এখন ধরা

www.BanglaBook.org

পড়ে গেছ। এটাকে চুরি করা বলে। এবার বল তোমার কাছে কোনো জন্তু আছে নাকি ? আমি তোমাকে সরাসরি প্রশ্ন করছি।'

'হ্যাঁ আছে।' এতটাই ফিস ফিস করে বলল যে কানে কথা যাচ্ছিল না।

'ঠিক আছে, এবার ওগুলো থেকে মুক্ত হও। কি বলেছি বুঝতে পেরেছ ?'

রেডে-এর মা এবার বললেন, 'রেড, তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ যে তোমার জন্তুটি মাংসভোজী ? ওটা তোমাকে কামড় দেবেই এবং তোমার রক্ত বিষাক্ত করে ফেলবে।'

'ওগুলো খুবই ছোট,' কম্পিত গলায় সে বলল। 'ওদের গায়ে হাত দিলেও নড়ে না।'

'ওরা ? কয়টা আছে তোমার কাছে ?'

'দুটো।'

'কোথায় ওগুলো ?'

শিল্পপতি তার স্ত্রী হাতটা চেপে ধরলেন। 'ওকে আর চাপাচাপি করো না,' নিচু গলায় তিনি বললেন। 'সে যদি বলে ওগুলো ছেড়ে দেবে, তাহলেই যথেষ্ট, ওটাই ওর শাস্তি।'

মাথা থেকে পুরো ব্যাপার বের করে দিলেন।

৮.

লাঞ্চের মাঝামাঝিতে স্লিম হুড়মুড় করে ঢুকল ডাইনিং রুমে। একমুহূর্ত সে হতবাক হয়ে যায় তারপর হিস্টিরিয়া রুগীর মতো বলতে থাকে, 'আমি রেড-এর সাথে কথা বলতে চাই। ওকেই ব্যাপারটা বলতে হবে।'

রেড ভীত চোখে ওর দিকে তাকাল, কিন্তু জ্যোতির্বিদ বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয় না, তুমি ভালো কাজ করেছ। তুমি সবাইকে লাঞ্চে অপেক্ষা করিয়ে দিয়েছ।'

'আমি দুঃখিত, বাবা।'

'ওকে বকবেন না তো', শিল্পপতির স্ত্রী বললেন। 'সে যদি রেড-এর সাথে কথা বলতে চায় তাহলে কথা বলবে, এতে লাঞ্চের কোনো ক্ষতি হবে না।'

'আমি রেড-এর সাথে একা কথা বলতে চাই,' স্লিম বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অনেক হয়েছে,' জ্যোতির্বিদ তাঁর বিরক্তি চেপে রেখে বললেন, 'এবার তোমার সিটে বস।'

স্লিম বসল, কিন্তু ওর দিকে যখন কেউ তাকাচ্ছিল তখন সে খাচ্ছিল। তারপরেও সে ঠিকমতো পারছিল না।

রেড-এর সাথে তার চোখাচুখি হল। ফিস ফিস করে বলল, 'জন্তুগুলো কি ছাড়া পেয়ে গেছে?'

স্লিম মাথা ঝাঁকাল হালকাভাবে। ফিস ফিস করে বলল, 'না, এটা—'

জ্যোতির্বিদ তার দিকে শক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন এবং স্লিমের মুখের কথা মুখেই গেল।

লাঞ্চ শেষ হওয়ার পর রেড ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং স্লিমকে বেরিয়ে আসতে ইঙ্গিত করল।

ওরা নীরবে হেঁটে যাচ্ছিল ক্রিকের দিকে।

রেড তার সঙ্গীর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল। 'আমরা যে জন্তুগুলোকে খাওয়াচ্ছি একথা বাবাকে বলার কী দরকার ছিল?'

স্লিম বলল, 'আমি বলিনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম জন্তুরা কি খায়। এটা নিশ্চয়ই বোঝায় না আমরা জন্তুকে কি খাওয়াচ্ছিলাম। অন্য কিছু হবে, রেড।'

কিন্তু রেড তারপরেও গলার ঝাঁঝ কমায়নি। 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি ভেবেছিলাম তুমি বাড়িতে গিয়েছ। তুমি না আসাতে ওরা সবাই এমন ভাব দেখাল যেন এর জন্যে আমিই দায়ী।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বলার চেষ্টা করেছি। এখন তুমি এক মিনিট মুখটা বন্ধ করলে আমি কিছু বলতে পারি। তুমি কাউকে কথা বলার সুযোগ দাও না।'

'বেশ বল কি বলতে চাও, যদি তোমার কিছু বলার থাকে।'

'আমি বলার চেষ্টা করছি। আমি মহাকাশযানের ওখানে ফিরে গিয়েছিলাম। প্রাণীগুলো ওখানে ছিল না। দেখতে গিয়েছিলাম ওগুলো দেখতে কেমন।'

'ওটা মহাকাশযান নয়,' রেড তিক্ত গলায় বলল। ও তার কর্তৃত্ব হারাতে চায় না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওটা মহাকাশযান। আমি ভেতরটা দেখেছি। তুমি পোর্টের ভেতর দিয়ে দেখতে পাবে। আমি দেখেছি। ওরা মরে পড়ে আছে।' স্লিমকে দেখে অসুস্থ মনে হল। 'ওরা সবাই মারা গেছে।'

'কারা মারা গেছে?'

স্লিম তীক্ষ্ম গলায় বলল, 'জন্তুগুলো! আমাদের জন্তুগুলোর মতো। ওরা আসলে জন্তু নয়। ওরা অন্যগ্রহের প্রাণী।'

এক মুহূর্তের জন্য রেড পাথর হয়ে গেল। এবার সে স্লিমকে অবিশ্বাস করার মতো কোনো কারণ খুঁজে পেল না। স্লিমকে দেখে মনে হল সে সত্যিই বলছে। ও শেষ পর্যন্ত বলল, 'ওহ্, গড।'

'এখন আমরা কী করব? বাবারা খুঁজে পেলে আমাদের যে কি হবে!' স্লিম কাঁপতে লাগল।

'ওদেরকে ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো,' রেড বলল।

'ওরা তো আমাদের কথা বলে দিবে।'

'ওরা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে না। ওরা আবার অন্য গ্রহের প্রাণী।'

'ওরা বলতে পারে। আমার মনে পড়েছে বাবা একদিন মাকে এ ধরনের একটা কথা বলেছিলেন, আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আমি যে ঘরে ছিলাম সেটা তাঁরা জানতে পারেন নি। বাবা বলছিলেন যে আগন্তুকরা মনে মনে কথা বলতে পারে। টেলিপ্যাথি বা অন্য কিছু। আমার মনে হয়েছিল বাবা এমনি এমনি বলছেন।'

'হায়, ঈশ্বর।' রেড উপরের দিকে তাকাল। 'আমি তোমাকে বলছি। বাবা বলেছেন ওগুলো থেকে মুক্ত হতে। চল ওগুলোকে কোথাও মাটি চাপা দেই না হয় ত্রিক থেকে নিচে ফেলে দেই।'

'তিনি কি তোমাকে এসব করতে বলেছেন?'

'তিনি আমার মুখ থেকে বের করেছেন আমার কাছে জন্তু আছে এবং তারপর বলেছেন, "ওগুলো মুক্ত করে দিতে"। তিনি যা বলেছেন আমি তাই করব। আর যাই হোক, তিনি আমার বাবা।'

স্লিমের বুকের ভেতর হালকা ব্যথা করে উঠল। এটার একটা যুক্তিসঙ্গত পথ আছে বেরিয়ে যাবার। 'ঠিক আছে, তাঁরা খুঁজে পাবার আগেই ওগুলো ছেড়ে দেওয়াটাই ভালো। ওহ্ গড তাঁরা যদি খুঁজে পান আমাদের সমূহ বিপদ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওরা বার্নের দিকে দৌড় দিল। মনে ভেতর অনেক দৃশ্যের পট পরিবর্তন হচ্ছে।

৯.

"মানুষ" হিসেবে ওদেরকে ভাবতেই ওদের চেহারাটা পাল্টে গেল। জন্তু হিসেবে ওদের কাছে অনেক আকর্ষণীয় ছিল; "মানুষ" হিসেবে, ভয়ঙ্কর। ওদের চোখগুলোকে মনে হত নিরীহ আর এখন সেগুলোকে দেখলে মনে হয় প্রতিহিংসায়পূর্ণ।

'ওগুলো আওয়াজ করছে,' ফিসফিস করে স্লিম বলল।

'আমার মনে হয় কথা বলছে কিংবা অন্য কিছু করছে,' রেড বলল। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই যে ওগুলোর কথা চালাচালি এর আগে এমনভাবে নজরে আসেনি। সে ওদের দিকে এগিয়ে গেল না। স্লিমও না।

খাঁচার ওপর পর্দাটা নেই। ওগুলো তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মাংসের কিমা সেভাবেই পরে আছে, স্লিম লক্ষ্য করে দেখল, স্পর্শ করেও দেখেনি।

স্লিম বলল, 'তুমি কী করবে ভেবে দেখেছ?'

'তুমি?'

'তুমি তাদেরকে খুঁজে পেয়েছ।'

'এবার তোমার পালা।'

'না, আমি নই। তুমি ওদেরকে পেয়েছ। এটা তোমার দোষ, পুরোটাই। আমি শুধু দর্শক।'

'তুমি এসে যোগ দিয়েছ, স্লিম। তুমি যোগ দিয়েছ, সেটা তুমি জান।'

'আমার কি। তুমি ওগুলোকে পেয়েছ, এবং তাঁরা যদি খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির হয় তাহলে আমি তাই বলব।'

রেড বলল, 'ঠিক আছে, তাই বল।' এরপর যেন তার ভেতর অনুপ্রাণিত করল, এবং সে খাঁচাটির দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

স্লিম বলল, 'দাঁড়াও!'

রেড এতে খুশি হল। বলল,'এখন আবার কী হল তোমার?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওগুলোর একটা কি যেন হাতে নিয়েছে, দেখতে লোহা বা অন্য কিছু।'

'কোথায় ?'

'ওই যে। আমি আগেও দেখেছি কিন্তু ভেবেছিলাম ওটা ওর শরীরের অংশ। ও যদি "মানুষ" হয়ে থাকে, তাহলে ওটা একটা ডিসিন্টেগ্রেটর গান হতে পারে।'

'ওটা আবার কী ?'

'আমি পুরানো একটা বইয়ে। এ সম্পর্ক পড়েছিলাম। বেশিরভাগ মহাকাশযানের মানুষদের আছে ডিসিন্টেগ্রেটর থাকে। তারা তোমার দিকে তাক করলেই, তুমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

'ওরা এখন পর্যন্ত আমাদের দিকে তাক করে নি,' রেড বলল।

'আমি এখানে থাকছি না। আমি টুকরো টুকরো হতে চাই না। আমি বাবাকে নিয়ে আসতে গেলাম।'

'ভীতু বেড়াল। ভীতু বেড়াল কোথাকার।'

'তুমি আমাকে যে কোনো নামেই ডাকতে পার। তুমি যদি ওদের বিরক্ত করো তাহলে তুমি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ। এসবই তোমার দোষ।'

বার্নের সরু ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে দিকে এগিয়ে গেল যে সিঁড়ি বার্নের মেঝেতে গিয়ে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির মুখে একবার থামল, তারপর নামতে শুরু করল।

রেড-এর মা উপরে উঠে আসছিলেন, হাঁপাচ্ছিলেন তারপরেও মুখে চাপা হাসি লেগে ছিল স্লিমকে দেখে।

'রেড! তুমি কি ওপরে আছ ? লুকানোর চেষ্টা করবে না। আমি জানি, ওখানেই কোথাও তুমি ওদেরকে লুকিয়ে রেখেছ। মাংস নিয়ে তুমি কোথায় গেছ সেটা বাবুর্চি দেখেছে।'

রেড কম্পিত গলায় বলল, 'মা, তুমি!'

'এবার আমাকে ওই নোংরা জন্তুগুলো দেখাও। আমি চাই এখনি ওগুলোকে তুমি ছেড়ে দাও।'

সবশেষ! শাস্তি তার জন্য নিশ্চিত তারপরেও রেড-এর নিজেকে হালকা মনে হল। আর যাই হোক, ওগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত তাকে আর নিতে হচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মা, ওইখানে। আমি ওগুলোকে কিছু করি নি মা। আমি কিছুই জানি না। ওগুলো দেখতে খুব ছোট। আমি ভেবেছিলাম ওগুলো রাখায় তোমার কোনো আপত্তি থাকবে না, মা। ওরা ঘাস বা পাতা খায় না, আমি বাদাম বা বৈচি পাই নি, তাই মাংস এনেছিলাম। বাবুর্চি আমাকে চাইলেই কিছু দিত না, তাছাড়া আমি জানতাম না মাংসটা লাঞ্চের জন্য—'

সে ভয়ে হড়বড় করে কথাগুলো বলে গেল অথচ ওর মা ওর একটা কথাও শুনছিলেন না। তিনি বিস্ফারিত চোখে খাঁচার দিকে তাকিয়ে চিকন গলায় চিৎকার করে উঠলেন।

১০.

জ্যোতির্বিদ যখন বলছিলেন, 'চুপচাপ মাটি চাপা দেওয়াটাই হল আমাদের জন্য ভালো। প্রচারের প্রয়োজন নেই,' তখনই আর্তনাদটা কানে এল।

রেড-এর মা দৌড়তে দৌড়তে তাঁদের সামনে এসে হাজির হলো। হাঁফাচ্ছেন। আতঙ্কগ্রস্ত। স্বাভাবিক হতে তাঁর বেশ সময় নিল। তাঁর স্বামী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনলেন।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করো ওগুলো বার্নে আছে। আমি জানি না ওগুলো কী। না, না—'

দ্রুত তিনি স্বামীকে বাধা দিলেন যেতে । বললেন, 'তুমি যাবে না। কাউকে পাঠাও শটগান হাতে। আমি এমন জিনিস এর আগে দেখিনি। বিশ্রি ভয়ঙ্কর জন্তু...আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। রেড ওগুলোকে ধরেছে এবং খাওয়ানর চেষ্টা করেছে। সে ওদেরকে হাত দিয়ে ধরে মাংস খাওয়ানর চেষ্টা করেছে।'

রেড বলতে শুরু করল, 'আমি শুধু—'

স্লিম বলল, 'এটা ঠিক নয়—'

শিল্পপতি বললেন দ্রুত, 'শোনো ছেলেরা, তোমরা আজকে অনেক ঝামেলা পাকিয়েছ। যাও! ঘরের ভেতর যাও! একটা কথাও নয়; একটা কথাও নয়! তোমাদের কোনো কথায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। আগে এই ঝামেলা শেষ করি, তারপর তোমাদের কথা শুনব, আর রেড তুমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপর তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'যেমন প্রাণীই হোক আমরা ওদেরকে মেরে ফেলব।' তিনি চুপিচুপি আরো কথা বললেন যাতে ছেলেরা না শুনতে পায়, 'শোনো, শোনো। ছেলেরা তো আঘাত পায়নি এবং তারা তো এমন কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটায়নি। তারা শুধু নতুন পোষার প্রাণী খুঁজে পেয়েছে।'

জ্যোতির্বিদ কঠিন গলায় বললেন। 'ক্ষমা করবেন ম্যাম, আপনি কি জন্তুগুলোর বর্ণনা দিতে পারবেন?'

তিনি মাথা নাড়লেন। কথা বলার মতো অবস্থা নেই তার।

'আপনি কি আমাকে শুধু বলতে পারবেন যদি তারা—'

'আমি দুঃখিত,' শিল্পপতি বললেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে, 'আমার মনে হয় তার সেবা করা উচিত। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?'

'এক মিনিট, প্লিজ। এক মিনিট। তিনি বলেছেন তিনি এর আগে এমন প্রাণী দেখেননি। এটা ঠিক যে কোনো এস্টেটে এমন ধরনের প্রাণী পাওয়াটা সাধারণ নয়।'

'আমি দুঃখিত। এ বিষয় এখন আর কোনো আলোচনা নয়।'

'মনে হচ্ছে রাতের বেলা ওই প্রাণীগুলো এখানে অবতরণ করেছে।'

শিল্পপতি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে সরে এলেন। 'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?'

'আমার মনে হয় আমাদের বার্নে যাওয়া দরকার, স্যার!'

শিল্পপতি এক মুহূর্ত তার দিকে তাকালেন, ঘুরলেন এবং হঠাৎ করে যেন দৌড় দিলেন। জ্যোতির্বিদ তাঁর পিছু পিছু দৌড় লাগালেন আর পেছনে চিৎকার করতে লাগলেন মহিলা।

১১.

শিল্পপতি দেখলেন, তারপর তাকালেন জ্যোতির্বিদের দিকে, তারপর আবার ওগুলোর দিকে তাকালেন।

'ওগুলো?'

'ওগুলোই', জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আমার সন্দেহ নেই ওদের কাছে আমরাও বীভৎস এবং বিস্ময়কর।'

'ওরা কি বলছে?'

'বলছে তারা ভালো নেই, ক্লান্ত এবং অসুস্থ। তবে তাদের বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয়নি। ছেলে দুটো ওদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভালো ব্যবহার করেছে। ওদের তুলে নিয়ে আসা, খাঁচার ভেতর বন্দি করে রাখা, ঘাস খেতে দেওয়া এবং কাঁচা মাংস খেতে দেওয়া, এগুলো সব ভালো ব্যবহার, না ? বলুন কিভাবে ওদের সাথে কথা বলব।'

'একটু সময় লাগব। ওদের নিয়ে ভাবুন। শোনার চেষ্টা করুন। আপনার কাছে চলে আসবে ওদের কথা, তবে সোজা পথে নয়।'

শিল্পপতি চেষ্টা করলেন। চেষ্টা করতে গিয়ে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। তিনি ওদেরকে নিয়ে বার বার ভাবতে লাগলেন, ছেলেরা আপনাদের চিনতে পারেনি।

হঠাৎ করেই চিন্তা তাঁর মনের সাথে সমন্বয় হল, আমরা পুরো বিষয়টা নিয়ে সজাগ ছিলাম কারণ আমরা বুঝেছিলাম যে ওরা আমাদের ভালো চেয়েছিল, আমরা ওদেরকে তাই কোনো আক্রমণ করিনি।

আক্রমণ ? শিল্পপতি ভাবলেন এবং চিৎকার করে বললেন মনসংযোগের ভেতর।

কেন, হ্যাঁ, চিন্তার ভেতর উত্তরটা এল। আমরা সশস্ত্র।

খাঁচার ভেতর একটি প্রাণী একটা ধাতুর তৈরি বস্তু তুলে ধরল। সেই সাথে চোখে পড়ল খাঁচার ওপর একটা ছিদ্র আর একটি বার্নের ছাদে। প্রতিটি ছিদ্র পোড়া কাঠ মোড়ানর মতো দেখতে।

আমরা আশা করি, প্রাণীগুলো ভাবল, ওগুলো মেরামত করতে তেমন একটা ঝামেলা হবে না।

শিল্পপতি দেখলেন তিনি কোনোভাবেই চিন্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারছেন না। তিনি জ্যোতির্বিদের দিকে ফিরলেন। 'এই অস্ত্র থাকার পরও তারা নিজেদের ধরা দিল এবং খাঁচায় বন্দি হতে দিল ? আমি এর কিছুই বুঝছি না।'

একটা ঠাণ্ডা চিন্তা ভেসে এল, আমরা তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত প্রজাতিদের কোনো ক্ষতি করি না।

১২.

বাইরে তখন সন্ধ্যা নেমে গিয়েছিল। শিল্পপতি বিকেলের খাবার খেতে পারেন নি, টেরই পাননি।

তিনি বললেন, 'আপনি কি মনে করেন মহাকাশযানটি আবার উড়তে পারবে ?'

www.BanglaBook.org

'ওরা যদি তাই চায়,' জ্যোতির্বিদ বললেন, 'আমি নিশ্চিত উড়বে। ওরা আবার আসবে, আমি আশা করছি খুব শিগ্রী আসবে।'

'এবং ওর আবার যখন আসবে,' শিল্পপতি উৎসাহের সাথে বললেন, 'আমি আমার চুক্তির অংশটা প্রস্তুত রাখব। আমি আরো করব তা হল বিশ্বের সবাইকে বলব তাদেরকে গ্রহণ করতে। আমি পুরোটাই ভুল ছিলাম, ডক্টর। প্রাণীগুলো যারা নিজেদের বিপদজ্জনক পরিস্থিতির কথা ভেবে বাচ্চাদের ক্ষতি করে না, তারা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু আপনি জানেন—আমার খারাপ লাগছে বলতে যে—'

'কি বলতে?'

'বাচ্চারা। আপনার এবং আমার। ওদের জন্য গর্ববোধ করছি। ভেবে দেখুন, ওই প্রাণীগুলোকে ধরা, খাওয়ান বা খাওয়ানর চেষ্টা করা এবং লুকিয়ে রাখা। সবই ছিল নিখুঁত। রেড বলেছিল ওগুলো দিয়ে সার্কাসে কাজ জোগাড় করাটা তারই পরিকল্পনা। একবার ভেবে দেখুন!'

জ্যোতির্বিদ বললেন, 'তারুণ্য!'

১৩.

মার্চেন্ট বলল, 'আমরা কি শিগ্রী উড়াল দেব?'

'আধা ঘণ্টার মধ্যে,' অনুসন্ধানী বলল।

এই ট্রিপটা নিঃসঙ্গ ট্রিপ হবে। সতেরোজন ক্রু মারা গেছে এবং তাদের দেহের ভস্ম এক অচেনা গ্রহে রেখে যেতে হচ্ছে। ভগ্ন প্রায় মহাকাশযানটা নিয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে। কন্ট্রোলের পুরো দায়িত্বটা তার ঘাড়েই।

মার্চেন্ট বলল, 'ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এটা খুব ভালো হয়েছে যে বাচ্চাদের আমরা কোনো ক্ষতি করিনি। আমরা খুব ভালো শর্তাবলী পাব; খুব ভালো শর্তাবলী পাব।'

অনুসন্ধানী ভাবল, ব্যবসা!

মার্চেন্ট বলল, 'ওরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বিদায় জানাতে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে। আপনার কি মনে হয় না ওরা কতটা কাছাকাছি? এই সময় রকেট ব্লাস্টে তাদের ক্ষতি হলে ব্যাপারটা খারাপ হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তারা নিরাপদেই আছে।'

'ভয়ঙ্কর দেখতে, তাই না?'

'ভেতরটা ভালো। তাদের চিন্তাভাবনাও বন্ধুসুলভ।'

'আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতে বলছেন। ওই ছোটটা যে আমাদের ধরে নিয়ে এসেছিল—'

'ওরা ওকে রেড বলে ডাকে।'

'এক দৌত্যের সুন্দর নাম। আমার হাসি পায়। সেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে, আমরা চলে যাচ্ছি বলে। আমি ঠিক বের করতে পারিনি কেন মন খারাপ। আমার ধারণা ও একটা সুযোগ হারিয়েছে কোনো সংস্থা থেকে কিংবা আমি ঠিক ধরতে পারছি না।'

'সার্কাস,' অনুসন্ধানী সংক্ষেপে বলল।

'কি? কেন, ওই দৌত্যটা আচার আচরণ তাই বলে।'

'কেন নয়? আপনি কি করতেন যদি আপনি তাকে আপনার জগতে হাঁটতে দেখতেন তাহলে; আমাদের পৃথিবীর সবুজ মাঠে লাল শুঁড়, ছয়টি পা, নকল গুটি ইত্যাদি নিয়ে শুয়ে আছে দেখতে পেলে আপনি কি করতেন?'

১৪.

রেড দেখল মহাকাশযানটা চলে গেল। লাল শুঁড়গুলোর জন্যই তার এই নাম, একটু কেঁপে উঠল অবশেষে, এবং শুঁড় ডগায় থাকা চোখগুলোতে ভরে উঠল হলুদ ক্রিস্টালের প্রবাহে, যা পৃথিবীর ভাষায় চোখের পানি।

অনুবাদ : হাসান ধুরশীদ রুমী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঙ্কি'স ফিঙ্গার

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ,' বলল মারমি ট্যালিন, একটা শব্দ ষোলবার উচ্চারণ করল, ভিন্ন ঢঙে, ভিন্ন গলায়। তার লম্বা ঘাড়ের অ্যাডামস অ্যাপেল সেই সাথে ওঠা-নামা করল। মারমি ট্যালিন একজন সায়েন্স ফিকশন লেখক।

'না,' বলল লেমুয়েল হসকিন্স, স্টিল রিমের চশমার আড়াল দিয়ে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। সে একজন সায়েন্স ফিকশন সম্পাদক।

'তাহলে তুমি সায়েন্টিফিক টেস্ট চাইছ না। আমার কথা শুনছো না। আমাকে অগ্রাহ্য করছ, অ্যাঁ?' আঙুলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেল ট্যালিন, আবার বসে পড়ল। আবার সিধে হল, আবার বসল, এভাবে কয়েকবার করল সে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার। থোকা থোকা কোঁকড়ানো চুল খামচি মেরে ধরে আছে। 'এক থেকে ষোলবার', বলল হসকিন্স।

'শোনো', বলল মারমি, 'তুমি সবসময় ঠিক কাজটি করো বলে বড়াই করো কেন? আর আমি সবসময় ভুল করি বলে মনে করো কেন?'

'মারমি, ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। আমরা যে যার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিষয়টি বিচার করতে চাইছি। পত্রিকার সার্কুলেশন বললে আমি ফ্লপ খাব। স্পেস পাবলিশার্সের প্রেসিডেন্ট কোনো কৈফিয়ত দাবিও করবেন না। তিনি শুধু কাটতির দিকে তাকাবেন। তবে সার্কুলেশন কমছে না, বাড়ছে। একারণেই সম্পাদক হিসেবে আমার খাতির আছে। আর তোমার ক্ষেত্রে সম্পাদকরা যখন তোমাকে গ্রহণ করেছেন তখন বুঝতেই হবে তোমার প্রতিভা আছে। আর প্রত্যাখ্যান করলে তুমি নিষ্কর্মা লেখক বলে গণ্য হবে। এ মুহূর্তে তুমি তাই, একজন নিষ্কর্মা লেখক।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সম্পাদকের অভাব নেই সে কথা তুমিও জানো। তুমিই একমাত্র সম্পাদক নও।' মারমি ওপরে হাত তুলল, আঙুলগুলো ছড়ান। 'গুনতে পার ? এতগুলো সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিন একজন ট্যালিনের গল্প কিনে নেবে আনন্দের সাথে।' গলার স্বর বদলে গেল তার। 'তুমি আমার গল্পে দু'টি পরিবর্তন চেয়েছিলে, তাই না ? মহাশূন্যের সংঘর্ষে ভূমিকা স্বরূপ একটা দৃশ্য দাবি করেছিলে। তো ওটার ব্যবস্থা আমি করেছি। এই যে এখানে আছে', হসকিন্সের দিকে পাণ্ডুলিপিটা ঠেলে দিল সে। সরে গেল হসকিন্স। যেন ওটা থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

'কিন্তু তুমি স্পেসশিপের কাঠামো পরিবর্তনের কথাও বলেছ, ফ্ল্যাশ ব্যাকসহ,' বলে চলল মারমি, 'কিন্তু সেটা তুমি পাচ্ছ না। কারণ ওই পরিবর্তনটা আনলে আমার গল্পের শেষাংশের বারোটা বেজে যাবে। কারণ আমার গল্পে রয়েছে করুণ রস গভীরতা এবং অনুভূতি।'

হসকিন্স চেয়ারে হেলান দিল, তাকাল তার সেক্রেটারির দিকে। সে এক মনে, নীরবে টাইপ করে চলেছে। সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের এরকম বিরোধের সাথে সে পরিচিত।

হসকিন্স বলল, 'শুনলে তো, মিস কেন ? ও করুণ রস, গভীরতা আর অনুভূতির কথা বলছে। একজন লেখক এসবের কি বোঝে ? শোনো, তুমি যদি ফ্ল্যাশব্যাক নিয়ে আসতে পার তাহলে তোমার গল্পে সাসপেন্স আরো বাড়বে; গল্পটা টানটান হয়ে উঠবে, আরো যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

'আরো যুক্তিপূর্ণ করে তুলব কিভাবে ?' রাগে চেঁচাল মারমি। 'তুমি বলতে চাইছ স্পেসশিপের লোকজন রাজনীতি এবং সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলবে আর তাতেই গল্প যুক্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে ? ওহ্ মাই গড!'

'এ ছাড়া অন্য কিছু করার সুযোগ নেই। ক্লাইমাক্স চলে যাবার পরে যদি রাজনীতি আর সমাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে যাও তাহলে তোমার বই পড়তে পড়তে পাঠক ঘুমিয়ে পড়বে।'

'কিন্তু তোমার ধারণা ভুল। আর সেটা আমি প্রমাণ করেও দেব। আর যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগ আছে সেখানে এত কথা বলার দরকারটা কি ?'

'কিসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ?' আবার সেক্রেটারির দিকে ফিরল হসকিন্স। 'দেখলে, মিস কেন। ও নিজেকে ওর গল্পের চরিত্র বলে ভাবতে শুরু করেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি ড. আরনডট টরগেসনের নাম শুনেছ ? কলম্বিয়ায় সাইকো ডায়নামিক্সের প্রফেসর।'

'শুনি নি।'

'না শোনারই কথা।' অবজ্ঞার সুরে বলল মারমি। 'তুমি তো আইনস্টাইনের নামও শোনো নি। গল্পে পড়ার পরে নামটা জেনেছ।'

'বাজে কথা বাদ দাও। টরগেসনের কথা কি বলছিলে বল।'

'তিনি একটা সিস্টেম নিয়ে কাজ করছেন সেটা লেখালেখির বৈজ্ঞানিক মূল্যকে মূল্যায়িত করে। দারুণ একটা কাজ। আর এটা-এটা—'

'গোপন কিছু ?'

'অবশ্যিই গোপন কিছু। উনি সায়েন্স ফিকশনের প্রফেসর নন। সায়েন্স ফিকশনে মানুষ যখন কোনো তত্ত্ব নিয়ে ভাবে, খবরের কাগজে তৎক্ষণাৎ সেটা সে প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা ঘটে না। বাস্তবে একজন বিজ্ঞানী কোনো কিছু প্রকাশ করার আগে দীর্ঘদিন তার ওপর গবেষণা করেন, পাবলিশিং—সাংঘাতিক একটা ব্যাপার।'

'তো ব্যাপারটা কিভাবে জানতে পারলে তুমি ?'

'ঘটনাক্রমে ড. টরগেসন আমার একজন ভক্ত পাঠক। আমার গল্প পড়তে পছন্দ করেন। তাঁর মতে ফ্যান্টাসির জগতে আমিই সেরা লেখক।

'তোমাকে উনি তোমার কাজ দেখিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। যে গল্প নিয়ে তুমি পরিবর্তনের জন্যে গোঁ ধরে আছ তা নিয়ে আমি প্রফেসরের সঙ্গে আলোচনা করেছি। বলেছি আমাদের জন্যে একটা গবেষণা করতে। বলেছেন খুব মজার একটা এক্সপেরিমেন্ট উনি করবেন। বলেছেন—'

'এর মধ্যে গোপনীয়তার বিষয়টি কি ?'

'বিষয়টি হল—' ইতস্তত করছে মারমি। 'ধরো, তোমাকে বললাম একটা বানর হ্যামলেট লিখতে পারে নিজে নিজে। কথাটা বিশ্বাস করবে ?'

হসকিন্স সাবধানে তাকাল মারমির দিকে, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?' ফিরল সে মিস কেনের দিকে। 'কোনো লেখক টানা দশ বছর সায়েন্স ফিকশন লিখলে তার মাথা বিগড়ে যেতে বাধ্য।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিস কেন কোনো মন্তব্য করল না। এক মনে টাইপ করে যাচ্ছে। মারমি বলল, 'আমার মাথা বিগড়ে যায় নি। ওটা একটা সাধারণ বানর, গোবর পোড়া সম্পাদকদের চেয়ে ভালো দেখতে। যাকগে, আজ বিকেলে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি আমি। যাবে কি না বল?'

'অবশ্যই যাব না। তুমি কি ভাবছ তোমার বোকার মতো ঠাট্টা শুনে এ জিনিস বাদ দেব?' পাণ্ডুলিপির দিকে ইঙ্গিত করল হসকিন্স।

'ব্যাপারটা যদি ঠাট্টা হয় তাহলে তোমার পছন্দসই যে কোনো রেস্টুরেন্টে তোমাকে ডিনার খাওয়াব। মিস কেন সাক্ষী।'

হসকিন্স বলল, 'তুমি আমাকে ডিনার খাওয়াবে? তুমি, মারমাডিউক ট্যালিন, নিউইয়র্কের সবচে' কিপটে লেখক? কি চেক দেবে নাকি? তুমি তো আবার সবসময় ধারে চল।'

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল মারমির। বলল, 'আবারও বলছি ডিনার খাওয়াব আমি। এবং যা খেতে চাইবে তাই খাওয়াব। স্টিক, মাশরুম, গিনি হেনের বুক, মার্শিয়ান এলিগেটর, যা খুশি।'

উঠে দাঁড়াল হসকিন্স, ফাইলিং ক্যাবিনেটের ওপর থেকে তুলে নিল তার হ্যাট।

'ঠিক আছে। চল। দেখি সত্যি তোমাকে খসাতে পারি কি না,' বলল সে।

ড. টরগেসন ওদেরকে দেখে খুশি হলেন। হসকিন্সের সাথে আন্তরিকভাবে হাত মেলাতে মেলাতে বললেন, 'এ দেশে আসার পর থেকে "টপস ইয়ার্নস"-এর একনিষ্ঠ পাঠক আমি, মি. হসকিন্স। এটা দারুণ একটা পত্রিকা। বিশেষ করে মি. ট্যালিনের গল্পের খুবই ভক্ত আমি।'

'শুনলে তো?' বলল মারমি।

'শুনলাম। মারমি বলল আপনার নাকি প্রতিভাবান একটি বানর আছে, প্রফেসর।'

'আছে,' বললেন প্রফেসর। 'তবে ব্যাপারটি খুব গোপনীয়। এ নিয়ে পত্রিকায় এখনই কিছু বলতে চাই না আমি। এ বিষয়ে আগেভাগে কিছু প্রকাশ হয়ে গেলে আমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।'

'এটা গোপনই থাকবে, প্রফেসর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ। বেশ। বসুন। আপনারা বসুন।' প্রফেসর ওদের সামনে পায়চারি শুরু করলেন। 'আমার কাজ সম্পর্কে মি. হসকিন্সকে কি বলেছেন, মারমি?'

'কিছুই না, প্রফেসর।'

'বেশ। সায়েন্স ফিকশন ম্যাগাজিনের সম্পাদক হিসেবে আপনাকে নিশ্চয়ই সাইবারনেটিক্স কি জিনিস তা বুঝিয়ে দিতে হবে না?' হসকিন্স ভারিক্কী একটা ভাব ধরে বলল, 'ও হ্যাঁ। কমপিউটিং মেসিন—এম. আই. টি—নরবার্ট উইনার—' আরো কি যেন বিড়বিড় করল সে, বোঝা গেল না।

'জ্বী। জ্বী।' প্রফেসরের পায়চারি দ্রুততর হল। তাহলে আপনি দাবা খেলোয়াড় কম্পিউটারের কথাও নিশ্চয়ই জানেন যেগুলো সাইবারনেটিক মূভ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। দাবা বোর্ডে যে কোনো পজিশনই চাপিয়ে দিন না কেন, যন্ত্রটা সবগুলো সম্ভাব্য চাল কম্পিউটার করতে পারবে ওগুলোর ফলাফল দেখে এবং খেলায় জেতার সর্বাধিক সম্ভাব্যতার দিক নির্দেশনাও করতে সক্ষম হবে।'

'জ্বী', থুতনি চুলকাতে চুলাকাতে বলল হসকিন্স।

টরগেসন বললেন, 'এখন একই রকম একটি পরিস্থিতির কথা ভাবুন যেখানে একটি কমপিউটিং মেসিন সাহিত্যমূলক কর্মকাণ্ডের একটি অংশ উপস্থাপন করতে পারে, যেখানে থেকে কমপিউটার নিজেই তার সম্পূর্ণ শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ খোঁজ করার ক্ষমতা রাখে। তবে, যন্ত্রটিকে টাইপরাইটারের বিভিন্ন চাবির গুরুত্বগুলো শিখিয়ে দিতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের কম্পিউটার যে কোনো দাবা খেলোয়াড়ের চেয়ে অনেক বেশি জটিল হবে।'

হসকিন্স অর্ধেক গলায় বলল, 'বানর, প্রফেসর। মারমি একটা বানরের কথা বলছিল।'

'আসছি সে প্রসঙ্গে,' বললেন টরগেশন, 'স্বাভাবিকভাবেই কোনো যন্ত্র যথেষ্ট জটিলভাবে তৈরি করা হয় না। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক—অহ্। মানুষের মস্তিষ্ক নিজেই একটা কম্পিউটার। তবে আমি তো আর মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে পারি না। আইন সে অধিকার আমাকে দেবেও না। তবে বানরের মস্তিষ্ক দিয়ে সে গবেষণা চালান সম্ভব। আর সে মস্তিষ্ক মনুষ্য নির্মিত যে কোনো যন্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী। দাঁড়ান। আমি রোল্লোকে নিয়ে আসছি।'

www.BanglaBook.org

চলে গেলেন প্রফেসর। হসকিন্স একটুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর সতর্ক ভঙ্গিতে তাকাল মারমির দিকে। বলল, 'ভাই রে।'

মারমি বলল, 'কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে? আরে, এই লোক তো একটা, পাগল। মারমি, এই ভুয়াটাকে কোত্থেকে জোগাড় করলে?'

রেগে গেল মারমি। 'ভুয়া? এটা কলাম্বিয়ার এক জেনুইন প্রফেসরের অফিস। ওই বইটা দ্যাখো। বইতে কি লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ? ওতে লেখা সাইকোডাইনামিক্স অব হিউম্যান বিহেভিয়ার। লেখক প্রফেসর আরনডট রলফ টরগেশন।'

'বুঝলাম মারমি, বুঝলাম। এটা টরগেসনের অফিস। কিন্তু তুমি কি করে বুঝবে আসল লোক এখানে নেই, গেছে ছুটিতে। আর তুমি আমাকে এই লোকের কম্পিউটার আর বানর নিয়ে বক্তৃতা বিশ্বাস করতে বলছ?'

'তোমার তো সবতাতেই খালি সন্দেহ।' নাক সিঁটকাল মারমি। 'যাক। চুপ করো। আসছেন ভদ্রলোক!'

প্রফেসর ঘরে ঢুকলেন, কাঁধে বসে আছে বিষন্ন চেহারার একটা কাপুচিন বানর

'এ হল রোল্লো,' বললেন টরগেসন। 'রোল্লো হ্যালো বল।'

বানরটা প্রফেসরের কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুল চেপে ধরল। প্রফেসর বললেন, 'ও খুব ক্লান্ত। যাক, ওর পাণ্ডুলিপির একটা অংশ আমি নিয়ে আসছি।'

বানরটাকে নামিয়ে রাখলেন তিনি, ওটা তাঁর হাতের সঙ্গে ঝুলে রইল। প্রফেসর জ্যাকেটের পকেট থেকে দু'টুকরো কাগজ বের করলেন, ধরিয়ে দিলেন হসকিন্সের হাতে।

হসকিন্স পড়ল, ' "টু বী অর নট টু বী, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন : হোয়েদার দিস নোবলার ইন দ্য মাইন্ড টু সাফার দ্য স্লিংস অ্যান্ড অ্যারোজ অভ আউটরেজাস ফরচুন, অর টু টেক আর্মস এগেনস্ট এ হোস্ট অব ট্রাবলস, অ্যান্ড বাই অপোজিং এন্ড দেম? টু ডাই : টু স্লীপ : নো মোর : অ্যান্ড, বাই এ স্লিপ টু সে উই—" '

www.BanglaBook.org

মুখ তুলে চাইল সে, 'রোল্লো এসব লিখেছে?'

'এটা ওর টাইপ করা লেখার নকল।'

'অ, নকল। তবে শেক্সপীয়র সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখে না আপনার রোল্লো। এখানে হবে "টু টেক আর্মস এগেনস্ট এ সী অব ট্রাবলস।" '

মাথা ঝাঁকালেন টরগেসন। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. হসকিন্স। শেক্সপীয়র "সমুদ্র" কথাটি লিখেছিলেন। তবে ওটাকে মিশ্রিত রূপকালঙ্কার বলতে পারেন। হাত দিয়ে তো আর সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। একদল শত্রুর বিরুদ্ধে আপনি খালি হাতে লড়াই করতে পারেন। রোল্লো মনোসিলাবেল বা একস্বরা শব্দটি পছন্দ করেছে এবং "দল" শব্দটি টাইপ করেছে। এটা শেক্সপীয়রের দুর্লভ ভুলের একটি।'

হসকিন্স বলল, 'রোল্লো টাইপ করুক তো দেখি।'

'অবশ্যই,' ছোট একটি টেবিলের ওপর একটা টাইপরাইটার টেনে নিলেন প্রফেসর। একটা তার বেরিয়ে আছে টাইপরাইটার থেকে। ব্যাখ্যা দিলেন, 'ইলেকট্রিক টাইপরাইটার ব্যবহার করছি। নইলে শারীরিক পরিশ্রম যাবে অনেক। এই ট্রান্সফরমারের সঙ্গে রোল্লোর যোগাযোগ রক্ষাও করতে হবে।'

তিনি এক জোড়া ইলেকট্রোডের এক ইঞ্চির আটভাগের একভাগ বানরটার খুলির নিচে ঢুকিয়ে দিলেন।

'রোল্লোর মস্তিষ্কে একটি অপারেশন করা হয়েছে,' জানালেন প্রফেসর। 'বেশ কিছু তার সংযুক্ত আছে মস্তিষ্কের মধ্যে। ওর ব্রেনটাকে কম্পিউটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারব আমরা। যদি বিস্তারিত বর্ণনায় যাই—'

'দেখি ও কেমন টাইপ করে,' বলল হসকিন্স।

'কি টাইপ করবে?'

হসকিন্স একটু ভেবে বলল, 'চেস্টারটনের "লেপান্টো" জানা আছে ওর?'

'আপনি রচনা থেকে কিছু অংশ আবৃত্তি করুন। রোল্লো টাইপ করে দেখাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হসকিন্স বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর উদাত্ত গলায় বলতে শুরু করল, 'হোয়াইট ফাউন্টস ফলিং ইন দ্য কোর্টস অভ দ্য সান, অ্যান্ড দ্য সোলডান অব বাইজেনটিয়াম ইজ স্মাইলিং অ্যাজ দে রান। দেয়ার ইজ লাফটার লাইক দ্য ফাউন্টেনস ইন দ্যাট ফেস অব অল মেন ফিয়ারড; ইট স্টিয়ারস দ্য ফরেস্ট ডার্কনেস, দ্য ডার্কনেস অব হিজ বিয়ার্ড; ইট কার্লস দ্য ব্লাড রেড ক্রিসেন্ট, দ্য ক্রিসেন্ট অব হিজ লিপস; ফর দ্য ইমমোন্ট সী অব অল দ্য ওয়ালর্ড ইজ শকেন বাই হিজ শিপস—'

'ব্যাস, হয়েছে,' বলল টরগেসন।

চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। বানারটা গম্ভীর মুখে দেখছে টাইপরাইটার।

টরগেশন বললেন, 'কাজটাতে সময় নেবে। কবিতার রোমান্টিক দিকটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে রোল্লো।'

বানর তার ছোট্ট কালো আঙুল বাড়িয়ে টাইপরাইটারের একটা চাবি স্পর্শ করল। ইংরেজী 'টি' অক্ষর ওটা।

'রোল্লো যতি চিহ্ন ঠিকমত ব্যবহার করতে জানে না,' বললেন বিজ্ঞানী। 'ফলে আমাকে আবার নতুন করে টাইপ করতে হয়।'

রোল্লো এবার 'h' তারপর 'e' এবং সবশেষে 'y' অক্ষরটি টাইপ করল। অনেকক্ষণ বিরতির পরে স্পেস বারে মৃদু টিপ দিল। 'ও লিখেছে দে (they)', বলল হসফিন্স।

এরপর শব্দগুলো নিজেরাই টাইপ হতে লাগল, they have dared thewrite repub lics upthe capes of itab they have darhed the adreeatic roundthe lion of the sea; and the popehas thrown his arms abroad for agoni and loss and called the kings of chrissndom dom for sords about the cross.

'মাই গড!' আঁতকে উঠল হসকিন্স।

'কবিতাটি তাহলে এভাবেই এগিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন টরগেসন। 'যদি এই হয় তাহলে বলতে হবে চেস্টারটন দারুণ একটা কাজ করেছেন।'

'দেখলে,' মারমি খামচে ধরল হসকিন্সের কাঁধ। 'নিজের চোখেই তো দেখলে। এবার আমার গল্প নিয়ে বসা যাক।'

www.BanglaBook.org

'তাতে কোনো সমস্যা নেই,' জানালেন টরগেসন। আমি রোল্লোকে প্রায়ই সায়েন্স ফিকশন পড়ে শোনাই। এর মধ্যে মারমির গল্পও থাকে। কিছু কিছু গল্প খুবই ভালো।'

'আজকাল যেসব গল্প লেখা হচ্ছে তারচে' বানররাও ভালো গল্প লিখতে পারবে,' মন্তব্য কাল হসকিন্স। 'তবে মারমির গল্প একেকটা তের হাজার শব্দ বিশিষ্ট। এ গল্প টাইপ করতে বানরটার সারা জীবন লেগে যাবে।'

'মোটেই না, মি. হসকিন্স। মোটেই তা লাগবে না। আমরা ওকে গল্পটা পড়ে শোনাব আর জটিল জায়গাগুলো ও নিজেই লিখে নেবে।'

বুকে দু'হাত বাঁধল হসকিন্স। 'তাহলে কাজ শুরু করুন। আমি রেডি।'

'আমিও,' বলে মারমিও বুকে হাত বাঁধল।

খুদে রোল্লো বসে আছে আগের জায়গায় দুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে। আর ড. টরগেসন নরম কণ্ঠ একবার উঁচুতে উঠছে, আবার নামছে। স্পেসশিপ ব্যাটলের বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি। পৃথিবীবাসী তাদের হারান জাহাজ ফিরে পাবার জন্যে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ড. টরগেসন পড়ে চলেছেন :

'...অন্তত তারার অসীম নীরবতার মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যানলি। হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথার কারণে এখনো জ্ঞান হারায়নি, অপেক্ষা করছে দানবগুলো কখন ধপ করে শব্দ শুনবে এবং—'

মারমি ড. টরগেসনের কনুইর হাতা ধরে টান দিল। মুখ তুলে চাইলেন তিনি, রোল্লোর মাথা থেকে তার খুলে ফেললেন।

'হয়েছে, প্রফেসর,' বলল মারমি। 'ঠিক এ জায়গাটাতে হসকিন্স নাক গলাতে চাইছে। আমি দৃশ্যটা রাখতে চাইছি স্পেসশিপের বাইরে, ততক্ষণে স্ট্যানলি যুদ্ধে জিতে যাবে এবং শিপ ফিরে যাবে পৃথিবীতে। তারপর আমি ব্যাখ্যার মধ্যে যাব। হসকিন্স ওই দৃশ্যটাতে বাগড়া দিতে চাইছে, বলছে ঘটনা শিপের মধ্যে ঘটুক, দু' হাজার শব্দের মধ্যে যুদ্ধ দৃশ্য শেষ করতে বলছে, তারপর আবার স্পেসশিপের বাইরে গিয়ে শুরু হবে কাহিনী। এরকম অদ্ভুত কথা শুনেছেন কখনো?'

www.BanglaBook.org

'বানারটা কি বলে দেখি,' বলল হসকিন্স।

ড. টরগেসন রোল্লোর দিকে তাকালেন। সে ইতস্ততঃ ভঙ্গিতে মখমলের মতো নরম আঙুল বাড়িয়ে দিল টাইপ রাইটারের দিকে। একই সঙ্গে রোল্লোর দিকে ঝুঁকে এল, মারমি এবং হসকিন্স। টাইপরাইটার ফুটে উঠল ইংরেজী শব্দ 'টি'।

'টি', উৎসাহ দিল মারমি।

'টি', মাথা দোলাল হসকিন্স।

টাইপ রাইটারে এরপর লেখা হল 'a'। তারপর একটানা লিখে চলল : take action stanlee waited in helpless hor ror forair locks toyawn and suited laroos to emerge relentlessly.

'শব্দের পর শব্দ ,' আনন্দের সঙ্গে বলল মারমি।

'তোমার স্টাইল ধরেছে ও।'

'পাঠকরা এ স্টাইল পছন্দ করে।'

'করত না যদি না তাদের গড় মানসিকতার বয়স—' থেমে গেল হসকিন্স।

'বল,' বলল মারমি, 'বলে ফেল। বল যে তাদের আই কিউ বারো বছরের বাচ্চাদের মতো। আমি তাহলে তোমার এ কথা দেশের সবগুলো ফ্যান ম্যাগাজিনে কোট করব।'

'ভদ্রমহোদয়গণ,' বললেন টরগেসন। 'ভদ্রমহোদয়গণ। আপনারা রোল্লোকে বিরক্ত করছেন।'

ওরা ফিরল টাইপরাইটারের দিকে। ওটা একভাবে টাইপ করে চলেছে—'the stars whelled in their mightie orb its as stailless earthbound senses insisted the rotating ship sto od still.'

টাইপরাইটার ক্যারিজ আবার নতুন লাইন লেখার জন্যে প্রস্তুত হল।

দম বন্ধ করে রইল মারমি।

ছোট্ট আঙুলটা নড়ে উঠল। তৈরি হল '*' এই চিহ্নটি।

চিৎকার করে উঠল হসকিন্স, 'অ্যাসটেরিক্স'।

বিড়বিড় করল মারমি, 'অ্যাসটেরিক্স'!

টরগেসন জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাসটেরিক্স?'

এক লাইনে আরো একটা তারকা চিহ্ন পড়ল।

www.BanglaBook.org

হসফিন্স প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে ব্যাখ্যা করল, 'মারমি যখন কোনো দৃশ্যের মৌলিক পরিবর্তন চায় তখন সে অ্যাসটেরিক্স চিহ্ন ব্যবহার করে। আর এই মৌলিক পরিবর্তনটাই আমি চেয়েছিলাম।'

টাইপরাইটার নতুন প্যারাগ্রাফ শুরু করল, 'within the ship—'

'ওটাকে বন্ধ করুন, প্রফেসর,' বলল মারমি।

হসকিন্স হাতে হাত ঘষল, 'রিভিশনটা কখন পাব, মারমি?'

ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল মারমি, 'কিসের রিভিশন?'

'বানরটার ভার্সনের কথা বললে না?'

'বলেছি। আর ওটা দেখাতে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। ওই রোল্লো একটা মেসিন, ঠাণ্ডা, ককর্শ, যুক্তিবাদী যন্ত্র।'

'তো?'

'আর কথা হল একজন ভালো লেখক কখনো যন্ত্র হতে পারে না। সে মন দিয়ে লেখে না, লেখে হৃদয় দিয়ে। হৃদয়।' নিজের বুকে চাপড় মারল মারমি।

গুঙিয়ে উঠল হসকিন্স। 'এসব কি বলছ, মারমি? তুমি যদি হৃদয় আর আত্মার লেখকের রুটিন দাও, তাহলে আমি নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ব। তুমি যেভাবে বল আমি যে কোনো কিছু টাকার জন্যে লিখি সেভাবে লেখ।'

মারমি বলল, 'একটা কথা বলি শোনো। রোল্লো শেক্সপীয়রের লেখা শুধরে দিয়েছে। তুমি নিজেই ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছ। রোল্লো চেয়েছে শেক্সপীয়র লিখবেন "হোল্ট অব ট্রাবলস" তার যান্ত্রিক বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে সে ঠিকই আছে। "সী অব ট্রাবলস" আসলে একটি মিশ্রিত রূপকালঙ্কার। কিন্তু শেক্সপীয়র এ কথা জানতেন না বলতে চাও? কখন, কিভাবে আইন ভাঙতে হবে শেক্সপীয়রের তা ভালোই জানা ছিল। কিন্তু রোল্লো যন্ত্র। সে আইন ভাঙতে পারে না। কিন্তু একজন ভালো লেখক পারেন এবং তিনি তা করেনও। 'সী অব ট্রাবলস' অনেক বেশি ইমপ্রেসিভ, এর মাঝ দিয়ে শক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে। গোল্লায় যাক তোমার রূপকালঙ্কার।'

'এখন, তুমি যখন আমাকে দৃশ্য বদলাতে বল, সাসপেন্স আনার জন্যে যান্ত্রিক আইন অনুসরণ করে চল তুমি, কাজেই রোল্লোর সঙ্গে তোমার মতের মিল হবেই। কিন্তু গল্পের উপসংহারে আবেগ আনার

www.BanglaBook.org

জন্যে আমি সে আইন ভাঙবই। নয়তো আমার সাথে যন্ত্রের আর তফাত থাকবে কি?'

হসকিন্স বলল, 'কিন্তু—'

'তুমি যান্ত্রিকতার পক্ষ ভোট দিতে চাও? দাও। বলো রোল্লোর মতো সম্পাদকই হয় না।'

কথা বলার সময় কেঁপে গেল হসকিন্সের গলা। 'ঠিক আছে, মারমি। তোমার গল্পটা যে রকম আছে সেভাবেই নিচ্ছি আমি। না হাতে দেয়ার দরকার নেই। ডাকে পাঠিও।' বলে উঠে দাঁড়াল সে।

পেছন থেকে ওকে ডাকলেন প্রফেসর। 'রোল্লোর কথা কাউকে বলবেন না যেন!'

দরজা বন্ধ করতে করতে হসকিন্স জবাব দিল, 'আমাকে পাগল ঠাউড়েছেন?'

হসকিন্স চলে যাবার পরে কপালে একটা আঙুল রেখে মারমি বলল, 'এই মস্তিষ্কের ওপর নির্ভর করেই আমি বেঁচে আছি, প্রফেসর। এই সেলটাই হল আসল।'

রোল্লোকে কাঁধে তুলে নিলেন প্রফেসর। মৃদু গলায় বললেন, 'কিন্তু, মারমাডিউক, রোল্লো যদি আপনার ভার্সন টাইপ করত তাহলে কি হত?'

শিউরে উঠল মারমি। 'আমি তো ভয় পেয়েছিলাম ওটা সে কাজই করতে যাচ্ছে।'

অনুবাদ : জামশেদুর রহমান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শাহ্ গুইডো জি

প্রতি বছর একবার করে ফিলো প্ল্যাট তার অপরাধের দৃশ্য দেখতে আসে। বিষয়টি অনেকটা প্রায়শ্চিত্তের মতো। প্রতি বছর সে নগ্ন চুড়োয় উঠে মাইলব্যাপী বিধ্বস্ত ধাতব, কংক্রিট আর হাড়গোড় দেখে।

জায়গাটা নির্জন। ধাতব পদার্থগুলো দাগহীন, মরচে ধরেনি এখনো। ধারাল দাঁতগুলো যেন বেরিয়ে আছে তীব্র ক্রোধে। এর আশপাশে দেখা যায় হাজার হাজার মানুষের কংকাল। নানা বয়সের। স্ত্রী পুরুষ সবাই।

মরুভূমির সেই দুর্গন্ধটা তখন নেই। ওদিকে লোকজন যায় না বললেই চলে। শুধু প্ল্যাট ছাড়া। প্রতি বছরই আসে সে এখানে। এবার তার সঙ্গী হয়েছে ফুলটন। সংঘর্ষের আগে ফুলটন ছিল লোয়ার ওয়ান বা নিচু জাতের একজন। সে সময় উঁচু জাত আর নিচু জাতের বিভেদ প্রকট ছিল। এখনো আছে।

ফুলটন বলল, 'তুমি এখানে যে কেন আসতে চাও, ফিলো, বুঝি না!'

প্ল্যাট বলল, 'এখানে আমাকে আসতেই হবে। তুমি জান সংঘর্ষের শব্দ শত মাইল দূর থেকেও শোনা যেত, সিসমোগ্রাফে যারা পৃথিবী জুড়ে এটার কম্পন ধরা পড়েছে। আমার শিপ ওটার খুব ওপরে ছিল, শক ভাইব্রেশনের কবলে পড়ে যাই আমি। ওটা আমাকে বহুদূরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তবু আমি সেই শব্দের কথা মনে করতে পারি। সেই সম্মিলিত চিৎকার যখন আটলান্টিসের পতন শুরু হয়েছিল।'

'এখনকার পৃথিবীর কথা ভাব,' বলল ফুলটন। 'পঁচিশ বছর পরের পৃথিবী। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিন্দা হয়েছে সার্বজনীন, সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বিজ্ঞানেরও আবার সমৃদ্ধি ঘটতে শুরু করেছে। মঙ্গলে ইতোমধ্যে দু'বার অভিযান চালান হয়েছে।'

www.BanglaBook.org

'জানি। সে কথা জানি আমি। ওরা এটার নাম দিয়েছে আটলান্টিস। এটা ছিল একটা দ্বীপ যা গোটা পৃথিবীর ওপর কর্তৃত্ব করত। এ দ্বীপ ছিল আকাশে, সাগরে নয়। এটা শুধু নগরীই নয়, ছিল পৃথিবী। তুমি এটার স্ফটিক আবরণ এবং অপূর্ব সুন্দর দালানগুলো কখনো দেখনি, ফুলটন। এটা ছিল পাথর আর ধাতু দিয়ে তৈরি এক টুকরো জহরত। এটা ছিল স্বপ্ন।'

'এখান থেকে সারফেসে বসবাসকারী কোটি মানুষের কাছে সুখ পৌঁছে দেয়া হত।'

'ঠিক বলেছ। এ কাজটা করা হত। তবে সে অনেক আগের কথা। এ শহর একদা গোটা পৃথিবীকে শাসন করেছে। শূন্যে কালো চাকতির মতো দেখাত এটাকে, পৃথিবী থেকে যে কোনো উচ্চতায় এটা দৃশ্যমান হয়ে উঠত, কোনো জাতির কর্তৃত্বাধীন ছিল না, সমস্ত গ্রহের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, কোনো বিশেষ জাতির সৃষ্টি নয় এটা, সমস্ত জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল!'

ফুলটন বলল, 'এখন যাবে? সাঁঝের আগে জাহাজে ফিরতে হবে।'

'ঠিক আছে। চল।' বলে জাহাজের দিকে যাত্রা শুরু করল প্ল্যাট।

লিও স্পিনি প্ল্যাটের জন্যে ক্রিস্টাল লেভেলে অপেক্ষা করছিল। প্ল্যাটের মতো বয়স তার, তবে অনেক লম্বা এবং সুদর্শন। প্ল্যাটের মুখ সরু, চোখ নীল। সে কখনো হাসে না। স্পিনি'র নাক খাড়া, বাদামী চোখ। মুখখানা সবসময় হাসি হাসি।

স্পিনি বলল, 'খেলাটা মিস করব কিন্তু!'

'আমি খেলা দেখতে চাই না, লিও, প্লীজ।'

স্পিনি বলল, 'আবার টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলে? সেকজেন লক্ষ করেছেন তুমি খেলায় অংশ নাও না। এতে তিনি রুষ্ট হয়েছেন। লোকজন বোধহয় তাঁকে কান কথা লাগিয়েছে। তুমি টেকনিশয়ান অর্থাৎ নিচু জাতের সঙ্গে কথা বল এবং সারফেসে যাও। তুমি নিচু জাতের সঙ্গে সখ্য করছ বলেও সন্দেহ করছেন তিনি।'

বলে হাসল স্পিনি। কিন্তু প্ল্যাট হাসল না। নিচু জাতের সঙ্গে কথা বললে কার কি এসে যায়? আটলান্টিসের বন্দুক, গোলাবারুদ এবং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েভ নামের সৈন্যবাহিনী আছে। কিন্তু একদিন এরা বুঝতে পারবে এসব জিনিস সেকজেনকে রক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

সেকজেন! নামটা মনে পড়তেই ঘেন্নায় থুথু ফেলতে ইচ্ছে করল প্ল্যাটের। পুরো পদবী হল "সেক্রেটারি জেনারেল অব দ্য ইউনাইটেড নেশনস।" দুই শতাব্দী আগে এটার মনোনয়ন সংক্রান্ত অফিস ছিল; এটার বিশেষ সম্মান ছিল। আর এখন এটার একছত্র আধিপত্য নিয়ে নিয়েছে গুইডো গারসথথাভস্ট্রো। নিচু জাতেরা তাকে সম্বোধন করে গুইডো জি। আর ঠাট্টা করে বলে' "শাহ্ গুইডো জি"শাহ'রা ছিলেন পূর্ব দেশীয় রাজা বাদশা। শাহ গুইডো'র প্রতি ভয় আছে নিচু জাতের, ঘৃণা আছে। শ্রদ্ধা বা সম্মান বোধ নেই।

আসল খেলা শুরু হয় উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে, আটল্যান্টিস থেকে শত শত মাইল ওপরে, যদিও আকাশ-দ্বীপটি সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র কুড়ি মাইল ওপরে। প্রকাণ্ড অ্যাম্ফিথিয়েটারটি লোকে লোকারণ্য। ওটার কেন্দ্রস্থলে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ওখানে এক আসন বিশিষ্ট খুদে ক্রুজার উড়ছে। নানা রঙের।

প্ল্যাট এবং স্পিনি ওদের আসনে বসার পরপরই খেলা শুরু হয়ে গেল। ছোট ছোট আলোক বিন্দু, আসলে ওগুলো একেকটি ক্রুজার, ধাওয়া শুরু করল পরস্পরকে।

বিশাল একটা স্কোর বোর্ড টাঙান হয়েছে অ্যাম্ফিথিয়েটারের একপাশে। ওখানে কোন জাহাজটি ধ্বংস হল তার নাম্বার ফুটে ওঠে। তা দেখে দর্শক সোল্লাসে চিৎকার দেয়।

উঁচুতে একটি চাঁদোয়ার নিচে বসেছেন সেকজেন বা শাহ গুইডো জি। খেলা দেখবেন। প্ল্যাট জীবনে এই প্রথম এ খেলা দেখতে এসেছে। সে দর্শকদের চিৎকার চেঁচামেচির ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে শত মাইল ওপরে উড়ে বেড়ান ক্রুজারগুলো মানুষই চালাচ্ছে। পরস্পরকে ধ্বংস করার উন্মাদনায় তারা দৃঢ় সংকল্প।

একপর্যায়ে দেখা গেল সেকজেনসহ গোটা অডিয়েন্স দাঁড়িয়ে পড়েছে। সোল্লাসে চিৎকার করছে। কি ব্যাপার ? না একটা জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। ডিগবাজি খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছে নিচে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্ল্যাট ঘুরল, 'আমি চলে যাচ্ছি, স্পিনি।'

স্পিনি তখন তার স্কোর বোর্ডে নাম্বার দিতে ব্যস্ত। বলল, 'এ হপ্তায় সবুজ দল পাঁচটা জাহাজ হারাল। আমাদেরকে আরো হারাতে হবে।' বলে লাফিয়ে উঠল সে। 'আরো একটা!'

দর্শকও তারস্বরে চিল্লাচ্ছে।

প্ল্যাট বলল, 'ওই জাহাজ শুধু ধ্বংস হয়নি। তার সঙ্গে মানুষও মারা গেছে।'

'সবুজ দলের সেরা একজনকে ওরা হারিয়েছে, বাজি ধরে বলতে পারি।'

'একজন মানুষ মারা গেছে বুঝতে পারছ?'

'আরে, ওরা তো নিচু জাতের। ওদের নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

কথা বলতে আর প্রবৃত্তি হল না প্ল্যাটের। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে। ওর বমি বমি লাগছে।

একটানা মাইল দুয়েক হাঁটল প্ল্যাট, তারপর থেমে পড়ল। ডায়াম্যাগনেটিক বিমের মাথায় ইস্পাতের গার্ডারগুলো ঝুলছে, নিচু জাতের কর্মচারীদের হৈ-হল্লায় নরক গুলজার।

আটলান্টিসে সবসময়ই দালান তৈরি হয়ে চলেছে। দুশো বছর আগে আটলান্টিসের চেহারা ছিল একরকম, এখন ভিন্ন রকম। স্ফটিকের ছাদ ওপরে তোলা হয়েছে। গত দুই শতক ধরে ছাদ শুধু ওপরের দিকেই উঠছে। প্রতিবার ওটা আরো মোটা এবং ঘন হয়ে উঠছে, ফলে আটলান্টিস মেটিওরিক নুড়ি পাথরের আঘাত থেকে মুক্ত থাকতে পারছে।

আটলান্টিস যত বেশি আকর্ষণীয় এবং ব্যবহার শূন্য হয়ে পড়ছে, হায়ার ওয়ান বা উঁচু জাতরা ততই তাদের জায়গা জমি কলকারখানার ভার তুলে দিচ্ছে ম্যানেজার এবং ফোরম্যানদের হাতে। উঁচু জাতরা স্কাই আইল্যান্ডে স্থায়ী বসতি গড়ছে। এখানে তেমনি একটি স্ট্রাকচার গঠন করা হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়েভ বাহিনী একান্ত অনুগতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওয়েভরা দুইরকম। এক দল দাপ্তরিক কাজ করে আর এরা ফ্রন্ট-লাইন সোলজার। এদের মধ্যে নারী-পুরুষ সবাই আছে। এরা ফ্যানাটিক, অনুগত, এবং এদের মধ্যে সন্দেহের ব্যাপারটি স্থান পায় না। আর যে কোনো ইমারত তৈরির সময় ওয়েভরা থাকবেই। তারা নিচু জাতকে পাহারা দেয় বিল্ডিং নির্মাণের সময়। আটলান্টিসে অস্ত্রের উৎপাদনও হচ্ছে প্রচুর। গত পঞ্চাশ বছরে লো-রেঞ্জের অ্যাটমিক আর্টিলারির উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণ।

প্ল্যাট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল গার্ডার নিচে নেমে আসছে, দু'জন লোক পরস্পরকে নির্দেশ দিচ্ছে ওটা ঠিকমতো বসানর জন্যে। একটা সময় আটলান্টিসে নতুন ইমারত তৈরির আর জায়গাই থাকবে না।

প্ল্যাট টেকনিশিয়ানদের বলল, 'আমি নতুন একটা বাড়ি বানানর কথা ভাবছি। কোথায় বানালে ভালো হয় সে ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ চাইছি।'

টেকনিশিয়ানরা বিস্মিত এবং খুশি হল। 'ধন্যবাদ। হায়ার ওয়ান। প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাড় করা ইদানিং খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।'

'এজন্যেই তোমাদের কাছে এসেছি আমি।'

অনেকক্ষণ কথা বলল ওরা। প্ল্যাট নানা প্রশ্ন করল। ক্রিস্টাল লেভেলে ফিরে এল সে নানা কথা ভাবতে ভাবতে। দুটো দিন পার হয়ে গেল শংকা আর সংশয়ে। হঠাৎ সেই উজ্জ্বল বিন্দুগুলোর কথা মনে পড়ল, যেগুলো মোচড় খেতে খেতে শুধু ওপর পানে উঠছিল। যাদের ধ্বংস এবং মৃত্যু কারো মনে ধারণা জাগায়নি। কারণ তারা যে নিচু জাতের।

মন স্থির করে ফেলল প্ল্যাট। সেকজেনের সঙ্গে দেখা করবে।

সেকজেন টেনে টেনে কথা বলেন। তিনি বললেন, 'প্ল্যাটরা ভালো পরিবারের। অথচ তুমি উঁচু জাত হয়েও নিচু জাতের টেকনিশয়ানদের সঙ্গে কথা বলে মজা পাও। তোমাকে নিশ্চয় এ কথা মনে করিয়ে দিতে হবে না যে সারফেসে তোমার জায়গা জমি আছে।'

এর মানে হল প্ল্যাটকে আটলান্টিস ছাড়তে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্ল্যাট বলল, 'টেকনিশিয়ানদের ওপর নজর রাখা দরকার, স্যার। কারণ ওরা নিচু বংশের।'

ভুরু কুঁচকে গেল সেকজেনের। 'ওসব দেখার জন্যে আমাদের ওয়েভ কমান্ডার আছে। সে-ই ব্যাপারটার ওপর নজর রাখতে পারবে।'

'সে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই, স্যার। তবে টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করেছি। ওরা নিরাপদ নয়। আটলান্টিসের নিরাপত্তার খাতিরেই ওদের সঙ্গে খাতির করছি।'

সেকজেন প্ল্যাটের ব্যাখ্যা শুনলেন। প্রথমে তার চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠল। তারপর রাগ। বললেন, 'ওদের সব কটাকে গারদে ঢোকাব আমি—'

'আস্তে স্যার,' বলল প্ল্যাট। 'ওদেরকে ছাড়া আমরা চলতে পারব না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের কেউ বন্দুক চালাতে পারে এবং অ্যান্টিগ্রাভকে জয় করতে শেখে। তবে ওদেরকে বিদ্রোহ করার সুযোগ দেয়া চলবে না। হপ্তা দুয়েকের মধ্যে নতুন থিয়েটারে খেলা আর উৎসব শুরু হবে।'

'তুমি কি করতে চাও শুনি?'

'এখনো জানি না, স্যার। তবে আটলান্টিসে ওয়েভদের একটা বাহিনী আনার প্রয়োজন বোধ করছি। গোপনে অবশ্যই, তাহলে বিদ্রোহীরা সুবিধে করতে পারবে না।ওরা পরাজিত হবে। আর একবার পরাজিত হলে ভবিষ্যতে হয়তো আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। প্রয়োজনে নতুন লোকদের ট্রেনিং দেব। টেকনিশিয়ানরা যদি আমাদের কাউন্ট মেজার আগেভাগে জেনে যায় তাহলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে।'

সেকজেন থুতনিতে হাত রেখে চুপচাপ কি যেন ভাবছেন। তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল প্ল্যাট, 'শাহ গুইডো জি তুমি শাহ গুইডো জি হিসেবেই ডুবে যাবে।'

দূর থেকে আনন্দ-উল্লাস চোখে পড়ল ফিলো প্ল্যাটের। আটলান্টিসের সেন্ট্রাল স্কোয়ার লোকে লোকারণ্য। এটা ভালো লক্ষণ। লোকজন আটলান্টিসের প্রকাণ্ড এয়ার ফিল্ডে জড়ো হচ্ছে। বিমান বন্দরটি একসাথে সমস্ত এয়ার ক্রাফটের জায়গা দিতে সক্ষম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্রুজারগুলো খাড়াভাবে নামছে, প্যারেড আকারে। লোকজন হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। নিজের শিপে উঠে বসল প্ল্যাটো। ভাবছে ওর বন্ধুরা সাবধান হয়েছে তো? গতকালই ওর বন্ধুদের কাছে সাবধান বাণী পৌঁছে দিয়েছে প্ল্যাট।

প্ল্যাট যখন আকাশে তখন ওয়েভদের অবতরণ শুরু হল। সাড়ে সাত হাজার শিপে এয়ার ফিল্ড ভরে গেল। প্ল্যাট ওর শিপ আরো ওপরে নিয়ে এল। দেখছে—

হঠাৎ আটলান্টিসের সমস্ত আলো নিভে গেল। এ মুহূর্ত আলো ঝলমলে একটা নগরী ছিল, পর মুহূর্তে প্রেতপুরীতে পরিণত হল। সবাই চিৎকার করে উঠল প্রচণ্ড ভয়ে। তীব্র চিৎকার শক ওয়েভের মতো ধাক্কা মারল প্ল্যাটোর উড়োজাহাজকে। এমন ভয়াবহ চিৎকার জীবনে শোনেনি প্ল্যাট। সে জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেল।

ফুলটন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্ল্যাটের দিকে। বলল, 'একথা তুমি আগে কাউকে বলেছ?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল প্ল্যাট।

ফুলটন বলল, 'তোমার মেসেজ আমরা পেয়েছি। তুমি যা ভেবেছিলে তা ঘটবে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল আমাদের। যাক, ওটা এখন ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। হায়ার ওয়ানরা, যারা সারফেসে ছিল, তাদেরকে শক্তিহীন করা হয়েছে। তবে একটা প্রশ্ন, তুমি কি সত্যি এটা করেছ? পাওয়ার স্টেশন স্যাবোটাজ করার ব্যাপারটা তোমার ওপর আমাদের একটা সন্দেহ ছিল।'

'জানি আমি। তবে সত্য অনেক নির্মম, ফুলটন। বিশ্ব কল্পকাহিনী বিশ্বাস করে। ওদেরকে তাই করতে দাও।'

'আসল সত্য জানতে পারি আমি?'

'পার। তোমাকে আগেই বলেছি হায়ার ওয়ানরা শুধু একের পর এক বিল্ডিং নির্মাণ করে যাচ্ছিল। টেকনিশিয়ানরা নতুন মোটর নির্মাণ করতে চাইলেও তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। হায়ার ওয়ানরা শুধু নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দিচ্ছিল। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল টেকনিশিয়ান অর্থাৎ নিচু জাতেরা। যাহোক, তারা নতুন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থিয়েটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবার অপেক্ষায় ছিল। এমন সময় সাড়ে সাতহাজার ওয়েভ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নেমে আসে। ওই সময় দু'হাজার টন অ্যান্টিগ্রাভ পাওয়ার সাপ্লাই ওভার লোড হয়ে পড়ে। এ কারণে বন্ধ হয়ে যায় মোটর, নিঃসীম আঁধারে ডুবে যায় আটলান্টিস, দৃশ্যতঃ পরিণত হয় প্রকাণ্ড একটি পাথরে, মাটি থেকে দশ মাইল ওপরে। আর নিরেট একটা পাথর মাধ্যাকর্ষণের টানে মাটিতে তো পড়ে যাবেই।'

উঠে দাঁড়াল প্ল্যাট। একসঙ্গে দু'জনে পা বাড়াল যে যার জাহাজের দিকে।

ফুলটন কর্কশ গলায় হেসে উঠল, 'জান, নামের মধ্যেও নিয়তির নির্দেশ থাকে।'

'মানে?'

'কেন, ইতিহাসে আরেকবার আটলান্টিস ডুবে গেল ওয়েভ বা ঢেউয়ের আড়ালে।'

অনুবাদ : খলিলুর রহমান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG